পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 234 Saturday, 25 July, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৩৪ সংখ্যা ✻ ৮ শ্রাবণ ১৪৩৩, শনিবার, ২৫ জুলাই ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

লোকসভায় তৃণমূলের নতুন ডেপুটি লিডার সৌগত রায়!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় দলের নতুন উপ দলনেতা পদে নিযুক্ত হলেন প্রবীণ সাংসদ-অধ্যাপক সৌগত রায়। (কালীঘাট) তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের পরই এই ঘোষণা করা হয়েছে। দলনেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিবৃতি দিয়েছে দল। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখা হয়েছে, প্রবীণ সাংসদ অধ্যাপক সৌগত রায়ের অগাধ জ্ঞান এবং দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সংসদীয় দলকে পরিচালনা করতে দারুণভাবে সাহায্য করবে। নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নতুন ইনিংস এবং মেয়াদের জন্য তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি কালীঘাট অর্থা! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল এবং অন্যটি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী। তবে শুধু বিধানসভা নয়, লোকসভাতেও তৃণমূলের সংসদীয় দল হাতছাড়া হয়েছে মমতার। লোকসভার ২৮ জন তৃণমূল সাংসদের মধ্যে ২০ জনই মমতাকে ছেড়ে যোগ দিন বিদ্রোহী শিবিরে। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁরা এনসিপিআই নামে নতুন দলে যোগ দিয়েছেন। তবে জল্পনা, সরাসরি বিজেপি তথা এনডিএ জোটেও যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের। যদিও এখনও কোনও পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। বর্তমানে নিট-এর পেপার

● এরপর ৬ পাতায়...

নিট কাণ্ডে ৩ দাবি সামনে রেখে সুর চড়াল কংগ্রেস

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃ নিট কাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে মাঝরাতে ভিডিওবার্তা প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই বার্তাকেই অস্ত্র করে এবার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর প্রসঙ্গ টেনে হাত শিবির কটাক্ষ করে বলে, নিশিরাতে একপাক্ষিক 'মনের কথা' না শুনিয়ে মোদির উচিত অবিলম্বে সংসদে এসে বিবৃতি দেওয়া। তবে সংসদে এই ইস্যুতে কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসার আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাকেই পূর্বশর্ত হিসেবে সামনে রেখেছে প্রধান বিরোধী দল। শুক্রবারও নিট কেলেঙ্কারি ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জাতীয় সংসদ। বিরোধী সাংসদদের হইহট্টগোল ও লাগাতার স্লোগানবাজির মুখে পড়ে দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। শেষমেশ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে সারা দিনের মতো দুই কক্ষের কাজই মুলতুবি ঘোষণা করে দেওয়া হয়। সংসদ ভবনের চত্বরে বিরোধী সাংসদেরা ব্যানার হাতে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি

লোকসভার ভেতরেও একই দাবিতে সোচ্চার হন। বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিওবার্তাটি প্রকাশ্যে আসার পরপরই সমাজমাধ্যমে সুর চড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি নিশানা করে তিনি লেখেন, 'মাননীয় মোদি, দেশের ছাত্রসমাজ আজ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করছে। আপনার মধ্যরাতের এই করুণ ভিডিও দিয়ে তাদের বুদ্ধিমত্তাকে দয়া করে অপমান করবেন না।' এর পরেই প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে রাহুল তিনটি সুনির্দিষ্ট দাবির কথা আবারও মনে করিয়ে দেন- (১)শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। (২) আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর যে বা যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের কঠোর শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। (৩) প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে প্রধানমন্ত্রীকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। একই ইস্যুতে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গেও। সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানান, একতরফা 'মনের কথা' বলা বন্ধ রেখে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি লোকসভায় উপস্থিত হয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করুন। মোদিকে পদক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়ে খাড়্গে বলেন, ''শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বরখাস্ত করে আজই সংসদে আসুন। যদি রাহুল গান্ধির তোলা এই ৩টি দাবি সরকার মেনে নেয়, তবেই দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশ্নফাঁস নিয়ে সংসদে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনায় আমরা অংশ নিতে প্রস্তুত।''

বার্থ-ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুতে বড় সিদ্ধান্ত

দায়িত্ব থেকে সরানো হল পঞ্চায়েত প্রধান ও পুরপ্রধানদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ রাজ্যে বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু প্রক্রিয়ায় বড়সড় প্রশাসনিক পরিবর্তনের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরও বেশি স্বচ্ছ এবং সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করে তুলতেই এক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে পঞ্চায়েত প্রধান এবং পুরসভার চেয়ারম্যান বা এক্সিকিউটিভ অফিসারদের হাতে আর জন্ম-মৃত্যু রেজিস্টারের দায়িত্ব থাকছে না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসক ও কালেক্টর এখন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বার্থ-ডেথ সার্টিফিকেটের 'ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার' হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন। এর ফলে জেলা স্তরে সমন্বয় বজায় থাকবে এবং সমস্ত তথ্যের ওপর শীর্ষ প্রশাসনিক নজরদারি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে তিনি আরও জানান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য নথিভুক্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা আরও বাড়ানো হচ্ছে। ব্লকের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ, গ্রামীণ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট, মেডিক্যাল কলেজের প্রধানরা তাঁদের নিজ নিজ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে হওয়া সমস্ত জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনায় 'রেজিস্ট্রার' হিসেবে

কাজ করবেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, শনিবার রাজ্য বিধানসভায় বিল আনা হচ্ছে যেখানে পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ঠিক তার আগের দিন সরকারের এই নির্দেশের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, প্রধানরা আর জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার অধিকারও হারালেন। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র যাচাই করতে গিয়ে রাজ্যের হাতে একাধিক ভুয়ো শংসাপত্রের তথ্য আসে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলা থেকে এমন নথির সন্ধান মেলায় প্রশাসন সতর্ক হয়ে ওঠে। এরপর জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র সংক্রান্ত আইনে সংশোধন এনে একাধিক নিয়ম পরিবর্তন করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে জাল নথি তৈরি বা তার অপব্যবহার রোধ করা যায়। সেই পদক্ষেপেরই ধারাবাহিকতায় এখন রাজ্যজুড়ে নথি যাচাই এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। যে অভিযান শুরু হয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য হল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নিবন্ধনের প্রতিটি ধাপ আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা যাচাই করা। সেই কারণেই শুধু পুরসভাই নয়, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতেও নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কোথাও নিয়মভঙ্গ, জালিয়াতি বা তথ্য গোপনের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

অভিষেকের সেবাশ্রয় নিয়ে আজ বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ সেবাশ্রয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসার আড়ালে বিপুল অর্থ তছরুপ, বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে জোর করে চিকিৎসা সরঞ্জাম ছিনতাই এবং চরম চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীদের পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মতো একাধিক মারাত্মক অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ইস্যুতে বিধানসভায় সরকার পক্ষের তরফ থেকে বিবৃতি দেবেন। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন সেবাশ্রয় শিবিরের অনিয়ম নিয়ে একগুচ্ছ আশঙ্কাজনক তথ্য বিধানসভার কক্ষে তুলে ধরেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পণ্ডা। তাঁর অভিযোগ, সেবাশ্রয় শিবিরের নামে এলাকার খেলার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে জবরদখল করে রাখা হয়েছে। সেই অস্থায়ী পরিকাঠামো তুলে মাঠটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অন্তত ২৪ লক্ষ টাকা সরকারি তহবিল থেকে খরচ করতে হবে। এখানেই শেষ নয়। বিধায়ক বলেন, এলাকার একাধিক বেসরকারি নার্সিংহোম থেকে জোরজুলুম করে নানা মূল্যবান চিকিৎসা যন্ত্র ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে আনা হয়েছিল ওই শিবিরের জন্য। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখন সেই সব সরঞ্জাম একে একে বাজেয়াপ্ত করছে। ফলে স্থানীয়

নার্সিংহোমগুলির পরিষেবা অচল হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা মারাত্মক প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। সবথেকে আঁতকে ওঠার মতো তথ্য হল, শিবিরের আশপাশের এলাকা থেকে মাটি খুঁড়ে বহু মূল্যের ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ওষুধ উদ্ধার করা হচ্ছে, যা বড় ধরনের বেআইনি কারবারের ইঙ্গিত দেয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ জানান, ''সেবাশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত মারাত্মক সব অভিযোগ সামনে এসেছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে এই ইস্যুতে বিধানসভায় সরকার পক্ষের তরফ থেকে বিবৃতি দেবেন।'' এ ব্যাপারে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ''এরা টার্গেট করছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যে ব্যক্তি এই সদনের সদস্য নয় তাকে টার্গেট করা যায় না। সেবাশ্রয় নিয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে একজন ব্যক্তিকে

● এরপর ৬ পাতায়...

'আমার পদ কাড়তে চাইছে!'

প্রিভিলেজ মোশন আসতেই ক্ষমা চেয়েও বিস্ফোরক কুণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ বুধবার বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধেছিল। স্পিকারের নির্দেশ অমান্য করায় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে সাসপেন্ড করেছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। এমনকি তাঁকে সভা থেকে বার করে দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। তুমুল হট্টগোল ও স্পিকারের আসনকে অসম্মান করার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের কালীঘাটপন্থী বিধায়ক কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস আনেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেন। সেই ঘটনায় এবার উল্টো সুর শোনা গেল বেলেঘাটার বিধায়কের গলায়। শুক্রবার নিজের আচরণের জন্য বিধানসভার স্পিকারের কাছে লিখিত ক্ষমা চাইলেন কুণাল। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। সেদিন স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ঋতব্রত শিবিরের বিধায়ক আখরুজ্জামান। তিনি বক্তব্য রাখার সময় হঠাৎই তাঁর আসনের সামনে চলে যান কুণাল ঘোষ। ক্ষুব্ধ কুণাল সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, আমার নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হচ্ছে কেন? স্পিকার বারবার তাঁকে শান্ত হয়ে নিজের আসনে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলেও তা কানে তোলেননি তিনি। পরিস্থিতি সামলাতে বিজেপি বিধায়করাও সেখানে চলে আসেন। শেষমেশ অধিবেশনের শৃঙ্খলা রক্ষায় কুণালকে সাসপেন্ড করে বাইরে বার করে দেওয়ার নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ। বুধবারের সেই উত্তাল পরিস্থিতির

● এরপর ৬ পাতায়...

'ককরোচ'দের পাশে মমতা

সোমবারই দিল্লিতে ধর্নায় যোগ দেবেন তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ নিট ইস্যুতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের পাশে এবার তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনে সরাসরি সামিল হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সোমবার যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির ধর্নায় যোগ দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই সিজেপির পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। জানিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দেবেন। সেই মতোই তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। এই রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর প্রথম কোনও জাতীয় স্তরের ইস্যুতে আন্দোলনে সামিল হবেন। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে উত্তাল দিল্লি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে দেশ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে দিল্লি। ককরোচ জনতা পার্টি বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সেখানে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সহ সমস্ত বিরোধী দলই আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। গতকালই রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদ-নেতারা

● এরপর ৬ পাতায়...

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় সিজেপি!

বৈঠকের পর শনিবার পর্যন্ত সময় চাইল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃ নিট দুর্নীতি কাণ্ডে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে কেন্দ্র ও আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রতিনিধিদলের দ্বিতীয় দফায় বৈঠক হলেও মেলেনি মুখোমুখি হয়ে সিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা জানান, সরকারের সঙ্গে আলোচনায় তাঁদের মোট তিনটি দাবির মধ্যে দুটি দাবি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। প্রথমত, নিট বিতর্কের জেরে আত্মহত্যা করা পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে

কোনও চূড়ান্ত রফা। সিজেপি-র সাফ বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ নিয়ে কোনও আপস করা হবে না। তবে আন্দোলনকারীদের এই অন। দাবির মুখে কেন্দ্র সিদ্ধান্ত জানাতে শনিবার দুপুর পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছে বলে জানা গেছে। দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক ধরে চলে এই বৈঠক। এরপর সাংবাদিকদের আন্দোলন চলাকালীন দায়ের করা এফআইআর এবং আইনি মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তবে আন্দোলনের মূল দাবি অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা নিয়ে এখনই স্পষ্ট কিছু জানায়নি কেন্দ্র। আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, ''আমাদের প্রধান দাবি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। এ

● এরপর ৬ পাতায়...

ককরোচদের সমর্থনে শহরে অভূতপূর্ব ছাত্র মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ দীর্ঘদিন পর কলকাতার রাজপথে ফের দেখা গেল এক জমজমাট, বাঁধভাঙা ছাত্র মিছিল। নিট পরীক্ষায় পূর্ণ স্বচ্ছতা ফেরানো এবং শিক্ষা কেলেঙ্কারির দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক বিশাল মিছিলের ডাক দিয়েছিল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি। তবে দিল্লির আন্দোলনের সরাসরি আঁচ যে কলকাতায় এইভাবে এসে পড়বে, তা হয়তো পুলিশ-প্রশাসনও আঁচ করতে পারেনি। অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলনের সমর্থকরা পুলিশের কাছে আলাদা মিছিলের

অনুমতি চেয়েও পাননি। কিন্তু অনুমতি না মিললে কী হবে? শেষ পর্যন্ত বামেদের ডাকা এই বিশাল মিছিলেই এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল কলকাতার 'ককরোচ'রা। প্রখ্যাত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের দীর্ঘ অনশন আন্দোলনকে সমর্থন জানানো এবং কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিক গলদের প্রতিবাদেই আয়োজিত হয়েছিল এই কর্মসূচি। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বর থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল যত এগোতে থাকে, ততই তাতে যোগ দিতে থাকেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের কারও মুখে ব্যাটম্যানের মুখোশ, কারও হাতে সরকারকে চরম কটাক্ষ করে পোস্টার, কারও মুখে স্লোগান। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, দিল্লির যন্তর মন্তরে যা চলছে, তা শুধু রাজধানী শহরের বিষয় নয়-গোটা দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের লড়াই। সেই কারণেই কলকাতার রাজপথে নেমে সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা।

অবশেষে ভাঙলেন অনশন! হাসপাতালে গিয়ে সোনমকে খাইয়ে দিলেন জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃ দীর্ঘ অনশনের সমাপ্তি ঘটালেন প্রখ্যাত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। সম্প্রতি হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তাঁদের উপস্থিতিতেই নিজের অনশন ভঙ্গ করেন তিনি। হাসপাতালে অসুস্থ ওয়াংচুকের শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর হাতে পানীয় তুলে দিয়ে অনশন ভাঙতে সাহায্য করেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সরকারের প্রতিনিধিদের এই উদ্যোগের পর অবশেষে দীর্ঘদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচির ইতি ঘটল। নিট পরীক্ষার

প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ড এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কারের দাবিতে দিল্লি উত্তাল। এর মাঝেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র নেতৃত্বে দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পরীক্ষার্থীরা। সেই আন্দোলনের সমর্থনে গত ২৮ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াংচুকের এই অনশন তরুণ সমাজের এই আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দেয়। অনশনে তাঁর অংশ নেওয়ার ফলে এই আন্দোলন দেশজুড়ে ব্যাপক জনসমর্থন ও নজর কাড়তে সক্ষম হয় এবং আন্দোলন ক্রমেই আরও জোরদার হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন অনশন চলার পর, গত ১৮ জুলাই ওয়াংচুককে যন্তর মন্তরের প্রতিবাদস্থল থেকে সরিয়ে দিল্লির সাফদারজং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে তাঁকে গুরুগ্রামের মেদন্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হওয়া সত্ত্বেও গুরুগ্রামের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত তিনি নিজের অনশন কর্মসূচি জারি রেখেছিলেন।

'আপনি যেভাবে ছুটছেন, আমি হয়তো পারিনি!' বিধানসভায় অগ্নিমিত্রার ভূয়সী প্রশংসায় ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের বাজেট আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেত্রী তথা নবনিযুক্ত পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সদ্য দফতর পাওয়ার পর অগ্নিমিত্রা যেভাবে কাজ করছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল ফিরহাদের গলায়। বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রীর কাজ প্রঙ্গে ফিরহাদ হাকিম এদিন খোলাখুলিই স্বীকার করে নেন, ''মাত্র আড়াই মাস আপনি সময় পেয়েছেন। এর মধ্যে আপনি যেভাবে চারিদিকে দৌড়াচ্ছেন, আমি হয়তো তা পারিনি। যেভাবে সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন, আমি হয়তো সেটা করতে পারিনি। এটা আমি স্বীকার করছি।'' বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময় ফিরহাদ যখন বিজেপি নেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ঠিক তখনই তাঁর দিকে টিপ্পনি কাটেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। সহকর্মীর কটাক্ষ শুনে নিজের বক্তব্য থামিয়ে ববি হাকিম তাঁর দিকে তাকিয়ে রসিকতার সুরেই বলেন, ''আমি আপনাদের সমর্থন করে বলবার চেষ্টা করছি, আর আপনি আমাকে জোর করে বিরোধী বানাবার চেষ্টা করছেন!'' রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সময়ের নিয়ম তুলে ধরে ফিরহাদ আরও যোগ করেন, ''বামেরা যখন ৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল, তখন তারা ৭৫ থেকে ৭৭ সালের কংগ্রেস শাসন নিয়ে সমালোচনা করেছিল। আমরা যখন ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসি, তখন বামেদের ৩৪ বছরকে আক্রমণ করেছি। আপনারাও যেদিন চলে যাবেন... ঠিক তখনই শাসক বেঞ্চ থেকে আওয়াজ ওঠে, আমরা ৫০ বছর থাকব!'' জবাবে মৃদু হেসে ববি হাকিম বলেন, ''৫০ বছর কেন, আপনারা একশো, দু'শো বা পাঁচশো বছরও থাকতে পারেন। কিন্তু কালের নিয়মে একদিন তো সরতেই হবে। তখন আপনাদের কাজ নিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম সমালোচনা করবে। শুভেন্দু অধিকারী বা অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে আমার শহর যদি ভাল হয়, তবে তো আমি গর্বিতই হব।'' শহরের অন্যতম ব। সমস্যা জলাভূমি বোজানো নিয়ে বর্তমান মন্ত্রীকে বিশেষ পরামর্শ ও অনুরোধ জানান ববি হাকিম। তিনি বলেন,

''পুরনো ইমারতের ভাঙা অংশ ফেলে বেআইনিভাবে জলাভূমি বোজানো হচ্ছে। এটা পুলিশের সাহায্য নিয়ে শক্ত হাতে বন্ধ করা উচিত। আমিও আমার সময়ে অনেক চেষ্টা করেছি। আপনি যেভাবে ছুটছেন, আপনিই পারবেন এটা বন্ধ করতে।'' প্রাক্তন পুরমন্ত্রীর মুখে প্রশংসা শুনে অবশ্য চুপ থাকেননি অগ্নিমিত্রা পালও। তিনি পালটা বলেন, ''প্রাক্তন মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে আমি সারাদিন ধরে শহরের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।'' তবে ফিরহাদ হাকিমকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি বর্তমান পুরমন্ত্রী। ববি হাকিমকে বিঁধে অগ্নিমিত্রার প্রশ্ন, ''১৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও কেন আপনারা এই সমস্যাগুলোর সুনির্দিষ্ট সমাধান করতে পারলেন না? জমা জল আর নিকাশি ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ সব টাকা গেল কোথায়? কেন শুধু প্রভাবশালী মন্ত্রী-নেতাদের পুরসভার জন্যই বাজেট বরাদ্দ হত? বিজেপির রাজত্বে এই পক্ষপাতিত্ব আর চলবে না।'' বাজেটের আলচনায় সৌন্দর্যায়ন, আবর্জনা মুক্ত পরিবেশ এবং নাগরিক পরিষেবা উন্নত করতে একগুচ্ছ নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য, প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা এবং রাস্তায় ময়লা ফেলা পুরোপুরি বন্ধ করা যার জন্য ময়লার গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের পাশাপাশি আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যজুড়ে চালু হচ্ছে 'স্বচ্ছ অ্যাপ'। পরিবেশবান্ধব উপায়ে আবর্জনা কমাতে বাজার ও মন্দিরের ব্যবহৃত ফুল থেকে ধূপকাঠি ও আবীর তৈরি এবং পুকুরের ৫০ শতাংশ কচুরিপানা দিয়ে হস্তশিল্প বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখাবে। প্লাস্টিক বর্জ্য কমাতে আনা হচ্ছে 'বটল ক্রাশার', যেখানে প্লাস্টিকের বোতল ফেললেই মিলবে বিনামূল্যে থলে। সংগৃহীত সেই প্লাস্টিক ব্যবহার করা হবে জামাকাপড় ও রাস্তা তৈরিতে। এছাড়া আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রকাশ্যে থুতু ফেলা বা প্রস্রাব করার ওপর জারি হচ্ছে কড়া জরিমানা। আবাসন ও বাড়িগুলিতে বাধ্যতামূলক বৃষ্টির জল সংগ্রহের মাধ্যমে তা বাথরুম ও কাপ। কাচার কাজে ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে। ইউআইডিএফ ফান্ড ব্যবহার করে কলকাতায় তৈরি হবে 'রিং রোড' এবং ঐতিহ্যবাহী কলেজ স্ট্রিটকে সাজিয়ে তোলা হবে লন্ডনের 'অক্সফোর্ড স্ট্রিট'-এর আদলে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য 'মা আহার'

● এরপর ৬ পাতায়...

পুরুলিয়ায় ফের ইডি-র অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি,পুরুলিয়া, ২৪ জুলাইঃফের রাজ্যে ইডি-র হানা। শুক্রবার সকালে পুরুলিয়ায় হানা দিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আধিকারিকরা। পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িযার পারবেলিয়ার একটি হোটেলে এ দিন আচমকা হানা দেন তাঁরা। জানা গেছে, ওই হোটেলের মালিকের বাড়িতেও শুক্রবার তল্লাশি চালান ইডি-র আধিকারিকেরা। ইডি-র আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। তাঁরা এলাকা ঘিরে ফেলেন। হঠাৎ কেন এই অভিযান, সেই বিষয়ে এখনও ইডি-র পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।উল্লেখ্য, এর আগে কয়লা পাচার মামলার সূত্রে নিতুড়িয়া ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ইডি এবং সিবিআই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। শুক্রবার সকালের এই আচমকা হানায় এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত, পালাবদলের পর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বিশ্বনাথন আনন্দ ফিডের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শুক্রবার আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের সভাপতি আরকাদি দভোরকোভিচ পদত্যাগ করলে, বিশ্বনাথন আনন্দকে এর অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।ফিদের উপ-সভাপতি আনন্দ, ফিদে সনদের ১৯.২ ধারা অনুযায়ী এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সেপ্টেম্বরে ফিদে ভোট নির্বাচন পদ্ধতির কথা রয়েছে।ফিদে এক বিবৃতিতে বলেছে, ফিদে সনদের ১৯.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে, যতক্ষণ পর্যন্ত দাভোরকোভিচ সুইজারল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রচলিত আইন ও প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিদের উপ-সভাপতি আনন্দ বিশ্বনাথন অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

হাওড়ায় পথ দুর্ঘটনায় পূর্ণবয়স্ক হনুমানের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৪ জুলাই ঃ উদ্বেগ পরিবেশ কর্মীদের, হাওড়ার জগবল্লভপুর ব্লকের ইসলামপুরে পথ দুর্ঘটনায় পূর্ণবয়স্ক হনুমানের মৃত্যু। দ্রুত গতির যানবাহনের ধাক্কায় একের পর এক বন্যপ্রাণীর এহেন মৃত্যুতে পরিবেশপ্রেমী মহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, ইসলামপুরের নিকটবর্তী ব্যস্ত রাস্তায় বৃহস্পতিবার হঠাৎই ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। হনুমানটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মর্মান্তিক এই দৃশ্যটি প্রথম নজরে আসে পরিবেশকর্মী হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সহ সম্পাদক তথা ডট ফাউন্ডেশনের সভাপতি দীপঙ্কর পোড়েলের ও সম্পাদক মহিদুল আলীর। দীপঙ্কর বাবু বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তক্ষণাৎ স্থানীয় বন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বন দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করেন। একের পর এক বন্যপ্রাণী এইভাবে পথ দুর্ঘটনার শিকার হওয়ায় দু ঃখপ্রকাশ করে দীপঙ্কর পোড়েল বলেন, একদিকে বন-জঙ্গল কেটে ফেলায় এদের স্বাভাবিক বাসস্থান ও খাদ্যের সঙ্কট ও অন্যদিকে, আমাদের আধুনিক ও গতিশীল যান্ত্রিক জীবনের নির্মম বলি হচ্ছে এই নিরীহ বন্যপ্রাণীরা। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য তিনি সাধারণ মানুষ ও গাড়ি চালকদের প্রতি সচেতনতার বার্তা দেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সংসদে আলোচনা আটকে দেওয়ার জন্য শর্ত আরোপ গণতান্ত্রিক রীতির পরিপন্থী, সরকার কোনও ইস্যু থেকে পিছু হটে নাঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুলাইঃ সংসদের চলতি অধিবেশনে অচলাবস্থার আবহে বিরোধী দলগুলির ভূমিকার সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে শর্ত আরোপ করা গণতান্ত্রিক পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর বক্তব্য, সংসদে প্রত্যেক সাংসদের নিজের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে এবং আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন ইস্যুর সমাধান ও জনস্বার্থের প্রশ্নে অবস্থান স্পষ্ট হওয়া উচিত।বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রিজিজু বলেন, সংসদ হল মতবিনিময় ও গণতান্ত্রিক বিতর্কের সর্বোচ্চ মঞ্চ। সেখানে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি বা অন্য যে কোনও বিরোধী দলের সাংসদ নিজেদের বক্তব্য নির্দ্বিধায় তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু আলোচনাকে আটকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্বশর্ত চাপিয়ে দেওয়া বা অচলাবস্থার পরিবেশ তৈরি করা গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য শুভ নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, সরকার কোনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু থেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না। বরং সংসদের মাধ্যমে দেশের মানুষের সামনে সরকারের অবস্থান ও কাজের বিবরণ তুলে ধরা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, সরকার সব ধরনের বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে প্রস্তুত এবং যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতেও আগ্রহী।রিজিজু আরও বলেন, সংসদের কার্যক্রম নির্ধারিত নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সেই নিয়ম মেনেই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সদস্যরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। তাঁর মতে, প্রথমে আলোচনা শুরু হতে বাধা দেওয়া এবং পরে অভিযোগ তোলা যে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি, তা যুক্তিসঙ্গত নয়।বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, এমন কোনও অবস্থান গ্রহণ করা উচিত নয় যাতে সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। গণতন্ত্রে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু তার সমাধান হওয়া উচিত সংসদের অভ্যন্তরে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে। সংসদ সচল থাকলে তবেই জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে গঠনমূলক আলোচনা সম্ভব হবে এবং জনগণের প্রত্যাশাও পূরণ করা যাবে বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী।

কড়া নিরাপত্তায় পুরীতে বাহুড়া যাত্রা শুরু, শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন ঘিরে ভক্তদের উচ্ছ্বাস

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুলাই ঃ পবিত্র নগরী পুরীতে শুক্রবার আয়োজিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বাহুড়া যাত্রা (জগন্নাথদেবের ফিরতি রথযাত্রা) । ভগবান জগন্নাথ, ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা গুণ্ডিচা মন্দির থেকে পুনরায় শ্রীমন্দিরের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। এই উপলক্ষে পুরী শহরে ব্যাপক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা বলব করা হয়েছে। পহণ্ডি বিহে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যাত্রার সূচনা হচ্ছে।সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্ত এই পবিত্র যাত্রার সাক্ষী হতে পুরীতে সমবেত হতে শুরু করেছেন। গ্র্যান্ড রোড বা বড়দাণ্ডায় উপচে পড়া ভিড়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে ওড়িশা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্তরা মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য একত্রিত হচ্ছেন। রথযাত্রার সমাপ্তি পর্ব হিসেবে আয়োজিত এই বাহুড়া যাত্রায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটেছে। রথগুলির সুশৃঙ্খল প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে প্রশাসন নিরাপত্তা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়োজন করেছে।শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে, বিশেষ করে বড়দাণ্ডা মার্গে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যে পথ ধরে তিনটি রথ শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে প্রশাসন পুরী ও তার আশেপাশের এলাকায় মোট ৩১টি পার্কিং জোন তৈরি করেছে। এই পার্কিং স্থানগুলিতে প্রায় ৭,৩৩০টি চার চাকা গাড়ি এবং ১৮,০০০-এরও বেশি দু-চাকার যানবাহন পার্ক করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্তঃ ট্রাফিক ডাইভারশন ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে পুণ্যার্থীদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।

দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সিজেপির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুলাই ঃ দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সোশ্যাল মিডিয়া অভিযান ‘ ককরোচ জনতা পার্টি’ (সিজেপি)। শুক্রবার দিল্লির যন্তর মন্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে অভিযান প্রধান অভিজি দীপকে বলেন, দেশের যুবসমাজের দাবি খুবই সহজ ও স্পষ্ট-ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ চলবে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বা সরকার যদি এই সমস্যার সমাধান করতে চায়, তাহলে একমাত্র সমাধান হল ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ।পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানান অভিজিৎ দীপকে। তিনি বলেন, সোনম ওয়াংচুক ২৬ দিন অনশন করেছেন। পড়ুয়াদের স্বার্থে তিনি অনশন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোনও পড়ুয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হোক, তা তিনি চাননি-এটাই ছিল তাঁর অন্যতম শর্ত। নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে তিনি গোটা দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলেছেন। দেশ ও আগামী প্রজন্মের জন্য তিনি যা করেছেন, তা ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।তিনি আরও বলেন, সোনম ওয়াংচুকের উদ্যোগের ফলে দেশজুড়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে এবং গোটা ভারতজুড়ে এত বড় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, শুক্রবার দেশের প্রতিটি জেলায় একদিনের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে সিজেপি। ‘প্রতিটি জেলা, একদিন, এক দাবি’-এই বার্তা সামনে রেখে দেশজুড়ে ঐক্য প্রদর্শনই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সিজেপির ‘ সংসদ চলো’ কর্মসূচির ডাকের পর গত ২০ জুলাই দিল্লিতে হাজার হাজার পড়ুয়া বিক্ষোভে সামিল হন। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবের ৮টি স্থানে অভিযান ইডি-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুলাই ঃ দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাবের ৮টি স্থানে শুক্রবার অভিযান চালালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। জানা গেছে, প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতি এবং অর্থপাচার সংক্রান্ত একটি মামলায় সন্তোষ ওভারসিজ লিমিটেড ও তার সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এদিন দিল্লি, উত্তর প্রদেশ এবং পঞ্জাবের ৮টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২-এর অধীনে এই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে।এদিন ইডি সূত্রে খবর, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর দায়ের করা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলার ওপর ভিত্তি করে এই তদন্ত শুরু করেছে ইডি-র লখনউয়ের জোনাল অফিস। অভিযোগ, সন্তোষ ওভারসিজ লিমিটেড কয়েকটি ব্যাঙ্কের কনসোর্টিয়াম থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার ঋণ নিয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেই অর্থের অপব্যবহার করা হয়েছিল। তদন্তে প্রকাশ, ঋণের টাকা বিভিন্ন মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ইডি এদিন সংস্থার প্রমোটার-সহ একাধিক ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে তল্লাশি চালায়।

নিট পেপার লিক নিয়ে বিক্ষোভ, দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৪ জুলাই ঃ নিট পেপার লিক এবং পড়ুয়াদের উপর পুলিশের পদক্ষেপের অভিযোগ নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে শুক্রবার দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হল রাজ্যসভার অধিবেশন।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী সাংসদদের স্লোগান ও বিক্ষোভের মধ্যে রাজ্যসভার কাজ ব্যাহত হয়। বিরোধীদের বিক্ষোভের মধ্যেই সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্য বিরোধী সাংসদদের সংসদ চলতে দেওয়ার আবেদন জানান। তবে বিরোধীদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকায় লোকসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায়। অন্যদিকে, রাজ্যসভা দুপুর ২টোয় ফের বসার কথা রয়েছে।উল্লেখ্য, ২০ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনের শুক্রবার ছিল পঞ্চম দিন। নিট পেপার লিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই সংসদের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে, সরকার বারবার জানিয়েছে যে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য তারা প্রস্তুত।

রাজকীয় আয়োজনে শুরু গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস

গ্লাসগো, ২৪ জুলাই ঃ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোয় এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল এবারের কমনওয়েলথ গেমস। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ওভিও হাইড্রো অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত জমকালো অনুষ্ঠানে স্কটল্যান্ডের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়। ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস গেমসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। রানী ক্যামিলাও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্যারেড অব নেশনস। ভারতের ১২৬ সদস্যের কনটিনজেন্টের নেতৃত্ব দেন অলিম্পিক পদকজয়ী দুই তারকা-ভারোত্তোলক মীরাবাই চানু এবং বক্সার লভলিনা বরগোহাইন। মীরাবাই হাতে তেরঙ্গা নিয়ে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন, অন্যদিকে লভলিনা বহন করেন কমনওয়েলথ ব্যাটন।২০২৬ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস অংশ নিচ্ছে ৭৪টি কমনওয়েলথ দেশ ও অঞ্চল। ১০টি খেলায় ১১ দিন ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স', বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃআইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স'... শুক্রবার সমাজ মাধ্যম ফেসবুকে এমনই বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী।তিনি এদিন সমাজ মাধ্যমে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। দুর্নীতি, তোলাবাজি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা সাধারণ মানুষকে হয়রানি, কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের রামপুর চেকপোস্টে একটি পণ্যবাহী ট্রাক (নং JH09BA3535) অবৈধভাবে আটকানো, চালককে ঘুষের জন্য চাপ সৃষ্টি এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক বিলুপ্ত একটি করের নামে বেআইনিভাবে <২২,০০০ দাবি করার অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবহণ দপ্তর দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।রামপুর চেকপোস্টে কর্মরত মোটর ভেহিকেল ইন্সপেক্টর নাজিমুল হক এবং অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিসেস (ক্লাসিফিকেশন, কন্ট্রোল অ্যান্ড আপিল) রুলস, ১৯৭১-এর বিধি ৭(১)(ক) অনুযাযী অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।বিষটি পূর্ণাঙ্গ ফৌজদারি তদন্ত ও প্রয়োজনী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অ্যান্টি -করাপশন ব্যুরো (ACB)-এর কাছে পাঠানো হয়েছে। অন্যায়ভাবে আটক করা যানবাহন দ্রুত মুক্ত করা এবং পরিবহণ ব্যবসায়ীদের হয়রানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের সকল স্তরের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দুর্নীতি, তোলাবাজি, ক্ষমতার অপব্যবহার বা অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নন। দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অঙ্গীকার স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা।

সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে উত্তমকুমারের ইতিবাচক পদক্ষেপ আজকের দিনে দৃষ্টান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ শুক্রবার মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবস। এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হলো পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে। তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে ইতিবাচক পদক্ষেপকে।এদিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে উত্তম কুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা হয়েছে, ভারতীয় সিনেমার অন্যতম মাইলস্টোন, মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে সেই মহান শিল্পীর আত্মার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।অভিনযের বাইরেও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে উত্তমকুমারের ইতিবাচক পদক্ষেপ আজকের দিনে দৃষ্টান্ত। বাংলা সিনেমার শিল্পী ও কলা-কুশলীদের স্বার্থ রক্ষায় সমস্তরকম রাজনৈতিক কুটকচালির বাইরে থেকেও তিনি গঠন করেছিলেন 'শিল্পী সংসদ' এর মতো প্রতিষ্ঠান। বাঙালির মননে ও নান্দানিকতাবোধে চিরকাল বেঁচে থাকবেন উত্তমকুমার।

রাশিফল

মেষঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজ নতুন সুযোগ ও উৎসাহব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে যেতে পারে। আপনি নিজেকে উদ্যমী ও উৎসাহী অনুভব করবেন, ফলে আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ ও সফল হতে পারে।

বৃষঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজ নতুন উদ্যম ও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দিন শুরু হতে পারে। আত্মবিশ্বাস আপনার কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাফল্য এনে দিতে পারে।

মিথুনঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তি ও নতুন সম্ভাবনায় ভরপুর হতে পারে। নিজের মতামত প্রকাশ করার এবং নতুন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পেতে পারেন।

কর্কটঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি আত্মবিশ্লেষণ এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক হতে পারে। আপনার চিন্তাভাবনা আরও গভীর হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পথ দেখাবে।

সিংহঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজ অনুপ্রেরণা, আত্মবিশ্বাস এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ মিলতে পারে। আপনার ভাবনা ও কাজ আশপাশের মানুষের প্রশংসা অর্জন করবে এবং সামাজিক মর্যাদা আরও বাড়াতে পারে।

কন্যাঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজ আপনার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার যথাযথ মূল্যায়ন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার একাগ্রতা ইতিবাচক ফল এনে দেবে এবং অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।

তুলাঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি প্রাণবন্ত এবং সামাজিকভাবে আনন্দদায়ক হতে পারে। মানুষের সঙ্গে দেখা করা এবং অর্থপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার আগ্রহ বাড়বে। পুরনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আনন্দ ও নতুন অনুপ্রেরণা এনে দেবে।

বৃশ্চিকঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজ নতুন অভিজ্ঞতা এবং অর্থবহ সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। আপনার প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগগত সচেতনতা আশপাশের মানুষকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

ধনুঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি উন্নতি এবং নতুন শুরুর সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনার সৃজনশীলতা নতুন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠবে।

মকরঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক শক্তি এবং বাস্তবসম্মত অগ্রগতি নিয়ে আসতে পারে।

কুম্ভঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি নতুন চিন্তাভাবনা এবং নতুন ধারণা অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা দেবে। সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আপনার আগ্রহ বাড়তে পারে এবং বন্ধু ও পরিবারের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে।

মীনঃ শ্রী গণেশ বলছেন, আজকের দিনটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং মানসিকভাবে পরিতৃপ্তিদায়ক হতে পারে। আপনি শান্তভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন এবং আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি আরও প্রখর হবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় বর্ষা। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। মূলত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে এবং তার সঙ্গে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া।শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রযেছে। সকাল থেকেই মূলত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার বৃষ্টির সর্তকতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া এবং বাঁকুড়ায়। বাকি জেলাগুলোতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও দমকা হাওয়া বইতে পারে। শনিবারেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও কমবে বৃষ্টির ব্যাপকতা।এদিকে, শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮৩শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫২মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৩মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি মমতা ও অভিষেকের

কলকাতা ২৪ জুলাই (হি. স.)ঃ শুক্রবার বাংলা চলচ্চিত্র জগতের মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবস। এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন- চলচ্চিত্র জগতের প্রাণপুরুষ মহানায়ক উত্তমকুমারের প্রয়াণ দিবসে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি সমাজ মাধ্যমে লেখেন, চলচ্চিত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

জয়নগররে ডাকাতির আগেই গ্রেফতার দুই জয়নগরে

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৪ জুলাই ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশ টিম। জয়নগর থানার আই সি অমিত হালদারের নির্দেশে এস আই শান্তনু ঘোষ সহ জয়নগর থানার পুলিশ টিমের অতি তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার কাশীপুর এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃত দুই ব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ প্রথমে তাদের আটক ও পরে গ্রেফতার করে।ধৃত দুই ব্যক্তি হল - বিশ্বজিৎ সরদার (৩৭),বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের মায়াহাউড়ি এলাকায় এবং নিতাই মন্ডল (৫৩),বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটসাড়ি এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একাধিক সরঞ্জাম। ধৃতদেরকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

রাজ্যের সব পুর এলাকায় স্বচ্ছ মোবাইল অ্যাপ চালু করছে সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ রাজ্যের পুর পরিষেবাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর ও সর্বজনীন করে তুলতে রাজ্য সরকার চলতি মাসের শেষেই রাজ্যের সব পুর এলাকায় স্বচ্ছ মোবাইল অ্যাপ চালু করছে। ওই অ্যাপ ব্যবহার করে শহরাঞ্চলের বাসিন্দারা এবার মোবাইল ফোন থেকেই জমে থাকা আবর্জনা, জল জমা বা অপরিচ্ছন্নতার ছবি তুলে অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ জমা পড়ার দু'ঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট পুরসভার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেবে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন। বিধানসভায় পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের বাজেটের জবাবি ভাষণে তিনি জানান ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্যজুড়ে ওই অ্যাপ চালু হবে। পাশাপাশি সপ্তাহে তিন দিন 'মুখোমুখি' কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের অভিযোগ শুনবেন বলেও পুরমন্ত্রী জানিয়েছেন। পানীয় জল, নিকাশি ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আগের সরকারের তীব্র সমালোচনা করে মন্ত্রী দাবি করেন, অমৃত প্রকল্পে বিপুল অর্থ ব্যয় করেও প্রায় ২৫ লক্ষ বাড়িতে এখনও জল সংযোগ পৌঁছয়নি। কোথাও পাইপ বসেনি, কোথাও ছোট ব্যাসের পাইপ বসানো হয়েছে, আবার কোথাও দূষিত জল সরবরাহ হচ্ছে। একইভাবে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও শহরের বাইরে এখনও আবর্জনার পাহাড় রয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। একবছরের মধ্যে জমে থাকা আবর্জনা সরিয়ে ফেলার তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। দু ঘণ্টার বাজেট আলোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের কানাইলাল আগরওয়াল, জাভেদ আহমেদ খান ও ফিরহাদ হাকিম, সিপিআইএম-এর মোস্তাফিজুর রহমান এবং বিজেপির তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, সুদীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু অধিকারী, ভারত কুমার ঝাওয়ার, অনুপ কুমার সাহা, সর্বরি মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর সিকদার, কৌস্তভ বাগচি, পাপিয়া অধিকারী ও সঞ্জয় সিংহ আলোচনায় অংশ নেন। শেষে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জবাবি ভাষণ দেন। এরপর ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের বাজেট প্রস্তাব ধ্বনিভোটে বিধানসভায় গৃহীত হয়।

রাজ্য সরকার মা আহার প্রকল্পে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ সাধারন মানুষের কাছে খুব কম মূল্যে রান্না করা খাবার পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার মা আহার প্রকল্পে ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। আজ বিধানসভায় নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের বাজেটের উপরে আলোচনার জবাবি ভাষণে দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন আগে প্লেট প্রতি গ্রাহককে পাঁচ টাকা এবং রাজ্য সরকার ভর্তুকি বাবদ পাঁচ টাকা দিত। বর্তমানে রাজ্য সরকারের ভর্তুকির হার বাড়িয়ে দশ টাকা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়া যে সব ক্যান্টিনে এখনও বসে খাওয়ার জায়গা নেই সেখানে চেয়ার টেবিল এর ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠানে থাকা একশোটি সহ মোট ৬৯০টি ক্যান্টিন চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ১৮ হাজার ৮০০জন মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। চলতি অর্থবর্ষে এই প্রকল্পের জন্য ১৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন বলে মন্ত্রী জানান।

জমি নিয়ে মারপিঠের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৪ জুলাই ঃ জায়গা জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের সাথে গন্ডগোল, বচসা ও মারপিঠের ঘটনায় গ্রেফতার এক জয়নগরে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,জয়নগরথানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিন বারাশত এলাকায় জমি জায়গা নিয়ে গন্ডগোল,বচসা ও মারপিঠের ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার। গন্ডগোল ও মারপিঠের অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত বাজার এলাকা থেকে শুক্রবার সকালে গ্রেফতার করা হয় প্রণবেশ্বর দাস (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে।

টানা তিন দিন ধরে হাজিরা বিধায়কের পরিবারের

পুর নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে ইডির মুখোমুখি মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে এবার ইডির মুখোমুখি হলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র। শুক্রবার সকালে তিনি ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্সে অবস্থিত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দপ্তরে হাজির হন। সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ তাঁকে ইডি অফিসে প্রবেশ করতে দেখা যায়। তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই তিনি সরাসরি লিফটে উঠে যান। তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত যে নথিপত্র

আনতে বলা হয়েছিল, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হয় বলে সূত্রের খবর। এর আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে মদন মিত্রের স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে তলব করে নোটিস পাঠিয়েছিল ইডি। সেই নির্দেশ মেনেই প্রথমে বুধবার ইডি দপ্তরে হাজির হন ছোট ছেলে শুভরূপ মিত্র। প্রায় ন'ঘণ্টা ধরে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। পরদিন, বৃহস্পতিবার হাজিরা দেন বড় ছেলে স্বরূপ মিত্র। তাকেও দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করা হয়। বৃহস্পতিবারই স্বরূপ জানিয়েছিলেন, ইডির তলব অনুযায়ী শুক্রবার তাঁদের মা অর্চনা মিত্র তদন্তকারীদের সামনে হাজিরা দেবেন। সেই ঘোষণামতোই এদিন তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত হন। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে ইডির নোটিস পাওয়ার পরই মদন মিত্র রাজনৈতিক অবস্থান বদল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে হাত মেলান। সেই সময় বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে মদন মিত্র মন্তব্য করেছিলেন, ইডির থেকে তিনি ' বেশি ভয় পান। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছিলেন, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও তদন্তকারী সংস্থার ডাকে সাড়া দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একে একে পরিবারের সদস্যরা ইডির সামনে হাজিরা দিচ্ছেন। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, টিটাগড় পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্তে উঠে এসেছে, মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে প্রায় ১২৫ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই তদন্তকারীদের নজরে আসে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের নাম। এরপর তাঁর বাড়ি, অফিস-সহ একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তল্লাশির পাশাপাশি মদন মিত্রকেও এই মামলায় দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কোনও আর্থিক অনিয়ম বা অবৈধ লেনদেনের যোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা। সেই কারণেই মদন মিত্রের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন আর্থিক নথি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র চাওয়া হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর। তদন্তকারীদের দাবি, আর্থিক লেনদেনের ধরণ বিশ্লেষণ করে পুরো ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এবং অর্থের উৎস ও গন্তব্য কী ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। সূত্রের খবর, এই মামলায় আগামী ২৯ জুলাই আবারও ইডির দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে মদন মিত্রকে। তার আগে পরিবারের তিন সদস্যের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পাওয়া তথ্য ও নথি বিশ্লেষণ করে তদন্তের পরবর্তী দিক নির্ধারণ করা হবে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক জিজ্ঞাসাবাদ ও নথি সংগ্রহের মাধ্যমে তদন্ত আরও গভীরে পৌঁছতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এখন তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল থেকে প্রশাসনিক মহল-সবার।

হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ শুনানির আগেই এসএসসিতে বড় রদবদল, সরানো হল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র আইনি লড়াইয়ে বড় পরিবর্তন ঘটল। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানির মাঝেই কমিশনের পক্ষে দীর্ঘদিন সওয়াল করা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে এসএসসির নতুন আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ইন্দ্রনীল রায়কে। তাঁকে সহযোগিতা করবেন জুনিয়র আইনজীবী সুনীত রায়। ফলে এখন থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আদালতে কমিশনের হয়ে সওয়াল করবেন নতুন এই আইনি দল। সূত্রের খবর, শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসির মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানির ঠিক আগের রাতে, অর্থা বৃহস্পতিবার, কমিশনের তরফে আইনজীবী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। এর ফলে শুক্রবারের শুনানি থেকেই কমিশনের হয়ে নতুন আইনজীবীরা আদালতে উপস্থিত থাকার কথা। এই পরিবর্তনকে ঘিরে প্রশাসনিক এবং আইনি মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, চলতি মাসেই আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর কমিশনের আইনি কৌশলেও পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। সেই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই কমিশনের আইনজীবী বদলের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। বর্তমানে এসএসসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। দুষ্মন্ত নারিওয়ালার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্বে ছিলেন। পরে সেই পদে মনোজ আগরওয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হলে দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনার হিসেবে পাঠানো হয়। বর্তমানে সেই দায়িত্বের পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি কাজ করছেন। চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই কমিশনের প্রশাসনিক এবং আইনি কার্যক্রমে একাধিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল। আইনজীবী পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলায় কমিশনের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। তবে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে তাঁকে এসএসসির হয়ে আদালতে সওয়াল করতে আর দেখা যাচ্ছিল না। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নতুন আইনজীবী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্যানেলের বৈধতা, মেধাতালিকা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে নিয়মিত শুনানি চলছে। শুক্রবার যে মামলার শুনানি রয়েছে, তা মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা। কমিশনের ভবিষ্য আইনি অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এই মামলাকে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন আইনজীবী ইঃ দ্রনীল রায় এবং তাঁর সহকারী সুনীত রায়ের উপরই এখন এসএসসির আইনি লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়েছে। চলমান বিভিন্ন মামলায় তাঁরা কী ধরনের আইনি কৌশল গ্রহণ করেন এবং আদালতে কমিশনের অবস্থান কীভাবে তুলে ধরেন, সেদিকেই নজর থাকবে শিক্ষা মহল, চাকরিপ্রার্থী এবং প্রশাসনিক মহলের। আইনজীবী বদলের এই সিদ্ধান্ত এসএসসির চলমান মামলাগুলিতে কোনও নতুন মোড় আনে কি না, তা আগামী দিনের আদালতের শুনানিতেই স্পষ্ট হবে।

নতুন কর নয়, রাজস্ব লিকেজ বন্ধেই জোর নবান্নের সব দপ্তরকে আয়ের রূপরেখা তৈরির নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ সাধারণ মানুষের উপর নতুন করে করের বোঝা না চাপিয়েই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে এবার রাজস্ব বৃদ্ধির পথে জোর দিল নবান্ন। সেই লক্ষ্যেই মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের তরফে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরকে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজস্ব লিকেজ হচ্ছে, কীভাবে তা বন্ধ করা সম্ভব এবং অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধির জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তার পূর্ণাঙ্গ ব্লুপ্রিন্ট জমা দিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, উন্নয়নমূলক প্রকল্পের গতি বজায় রাখতে এবং সরকারি কোষাগার আরও শক্তিশালী করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি দপ্তরকে শুধু বর্তমান পরিস্থিতির রিপোর্টই নয়, অতীতের রাজস্ব আদায়ের তথ্যও জমা দিতে বলা হয়েছে। আগের সরকারের আমলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল, বাস্তবে কত টাকা আদায় হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ঘাটতি থেকে গিয়েছে, তার বিস্তারিত হিসাবও চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শেষ কবে সংশ্লিষ্ট কর বা ফি সংশোধন করা হয়েছিল, বর্তমানে কোন কোন খাতে রাজস্ব ফাঁকির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই ফাঁকি রোধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, তারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে প্রতিটি দপ্তরকে। বিশেষভাবে আবগারি, পরিবহণ, ভূমি ও ভূমিসংস্কার, পূর্ত এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর বা।তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এই দপ্তরগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে লিকেজ বন্ধ করা গেলে সরকারি আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। মুখ্যসচিবের পাঠানো নির্দেশিকার পর বিভিন্ন দপ্তর ইতিমধ্যেই নিজেদের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা

শুরু করেছে এবং সম্ভাব্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে। নবান্নের দাবি, নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাত্র এক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরে রাজস্ব লিকেজ রোধ করে অতিরিক্ত প্রায় এক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এটি কেবল শুরু, আগামী দিনে আরও কার্যকর নজরদারি চালানো হলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আরও বা।তে পারে। অন্যদিকে, এই ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি রাখা হয়েছিল এবং এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কোষাগারের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। দলের দাবি, এই বিষয়টিকে একটি বৃহ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে দেখা উচিত। সূত্রের খবর, সরকার ভবিষ্যতে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের কথাও বিবেচনা করছে। সেখানে কোন কোন খাতে রাজস্ব ফাঁকি হয়েছে, কীভাবে সেই ফাঁকির সুযোগ তৈরি হয়েছিল এবং তার ফলে রাজ্যের কত হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, সেই তথ্য তুলে ধরা হতে পারে। প্রশাসনের এক কর্তার বক্তব্য, পরিবহণ দপ্তরেই বহু গা।রি কর বছরের পর বছর বকেয়া পড়ে রয়েছে। সেই বকেয়া করের সঙ্গে জরিমানার অঙ্ক যোগ করলে আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকায় পৌঁছতে পারে। একইভাবে আবগারি দপ্তরেও রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের লক্ষ্য, নতুন কর আরোপ না করে বিদ্যমান ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বন্ধ করে রাজস্ব আদায় বাড়ানো এবং সেই অর্থ উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

লেকটাউনে ৬ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার, ভিন রাজ্যের দুই যুবক গ্রেপ্তার মিলল পুরনো নোটও

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ কলকাতার লেকটাউন এলাকায. বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। লেকটাউনের বি ব্লকের লেকের সামনে থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট-সহ ভিন রাজ্যের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে লেকটাউন থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে মোট চারটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে পুরনো ১ ও ২ টাকার বেশ কিছু নোটও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে নিয়মিত টহলদারির সময় লেকটাউন থানার পুলিশ বি ব্লকের লেক সংলগ্ন এলাকায় দুই যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখতে পায়। দু'জনেরই পরনে ছিল একই রঙের রেনকোট এবং মাথায় হেলমেট। তাঁদের আচরণে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জেরায় সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় তাঁদের আটক করা হয় এবং তল্লাশি চালানো হয়। তদন্তে জানা যায়, ধৃতদের নাম ভগিরথ জানা এবং অজিত মহিতা। ভগিরথ ওড়িশার বাসিন্দা, অন্যদিকে অজিতের বাড়ি মহারাষ্ট্রে। তল্লাশির সময় ভগিরথের কাছ থেকে চারটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে পুলিশ। প্রতিটি বিস্কুটের ওজন প্রায় এক কেজি। উদ্ধার হওয়া. মোট সোনার বাজারমূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁদের কাছ থেকে পুরনো ১ ও ২ টাকার নোটও উদ্ধার হয়েছে, যা তদন্তকারীদের কৌতূহল আরও বাড়িয়েছে। শুক্রবার সকালে সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘটনার বিস্তারিত জানান বিধাননগরের নগরপাল রাঠোর অমিত কুমার ভারত। তিনি জানান, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ঘটনায. হাওয়ালা চক্রের যোগ থাকতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানি নিবন্ধক (Registrar of Companies), কলকাতা-র নিকট 'লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮'-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৩) এবং 'লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলস, ২০০৯'-এর বিধি ১৭-এর প্রেক্ষিতে এবং **'অস্কার কমোসেলস এলএলপি'** (OSKAR COMMOSALES LLP)-র বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১, ভারত-এ অবস্থিত।

ং.............................আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত এলএলপি (LLP)-টি 'লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ অ্যাক্ট, ২০০৮'-এর ১৩(৩) ধারার অধীনে কলকাতার 'রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ'-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করছে। এই আবেদনের মাধ্যমে তাদের নিবন্ধিত কার্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে স্থানান্তরের অনুমতি চাওয়া হবে। এলএলপি-র নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের এই প্রস্তাবিত পদক্ষেপের ফলে যদি কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা-সহ তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন। এই আপত্তি 'রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা'-র কাছে সরাসরি জমা দিয়ে বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং একই সাথে আবেদনকারী এলএলপি-র উপরে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় আপত্তির একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।

পক্ষে ও হয়ে
অস্কার কমোসেলস এলএলপি
স্বাক্ষর-
পুনীত তালসারা
(নির্ধারিত অংশীদার)
(ডিআইএনঃ ০০৯০২১৪৬)

তারিখঃ ০৬.০৫.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

ব্যারাকপুর থেকে বাবুঘাটে চালু হচ্ছে ওয়াটার ট্যাক্সি

ভাটপাড়া, ২৪ জুলাই (হি. স.) ঃ সড়কপথের যানজট কমানো এবং যাত্রীদের দ্রুত ও আরামদায়ক যাতায়াতের সুবিধা দিতে ব্যারাকপুর থেকে বাবুঘাট এবং মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ওয়াটার ট্যাক্সি পরিষেবা চালুর ঘোষণা করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। শুক্রবার ভাটপাড়ার গোলঘর পার্কে খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন। পরিবহণ মন্ত্রী জানান, গঙ্গাপথকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ব্যারাকপুর থেকে বাবুঘাট ও মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ওয়াটার ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি, দূরপাল্লার ভেসেল পরিষেবাও চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে নদীপথে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী সহজে যাতায়াত করতে পারেন।মন্ত্রী বলেন, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিদিন সড়কপথে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। জলপথের আরও বেশি ব্যবহার হলে সড়কের উপর চাপ কমবে, যাত্রীদের সময়ও বাঁচবে। একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব এই পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীপথের সম্ভাবনাকেও কাজে লাগানো সম্ভব হবে। ওয়াটার ট্যাক্সি ও দূরপাল্লার ভেসেল পরিষেবা চালু হলে ব্যারাকপুর মহকুমা-সহ উত্তর ২৪ পরগনার বহু মানুষের যাতায়াতে নতুন দিগন্ত খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিষেবা চালুর দিনক্ষণ ও রুট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে বলে ইঙ্গিত দেন পরিবহণ মন্ত্রী।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়ার্স লিমিটেড
CIN: L21300WB1973PLC028854
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ফাল্টা এসইজেড (SEZ), সেক্টর-২, পাম্প হাউস নং ৩-এর কাছে,গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ),পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪
কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯
ই-মেইলঃ investors@iclbelting.com ওয়েবসাইটঃ www.iclbelting.com

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪ (৬) অনুযায়ী 'বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল' (IEPF)-এ ইকুইটি শেয়ার হস্তান্তর

এতদ্বারা **'ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়ার্স লিমিটেড'** (কোম্পানি)-এর শেয়ারহোল্ডারদের জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৬) এবং সংশোধিত 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬' (যাকে পরবর্তীতে 'বিধিমালা' বলা হয়েছে)-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানির যেসব ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে লভ্যাংশ (dividend) টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত বা দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে, সেসব শেয়ার 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড' (IEPF)-এ হস্তান্তর করা হবে। বিধিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারকে-যারা টানা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি-তাদের নিজ নিজ নিবন্ধিত ঠিকানায় পৃথক নোটিশ পাঠিয়েছে এবং তাতে দাবিহীন লভ্যাংশের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছে। উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iclbelting.com-এর Investors (বিনিয়োগকারী) বিভাগের অন্তর্গত UnpaidUnclaimed Dividend (অপরিশোধিত দাবিহীন লভ্যাংশ) ট্যাবে পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করুনঃ

১) **আপনার কাছে যদি ফিজিক্যাল বা কাগজের আকারে শেয়ার থাকে ঃ** সেক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে এবং তা IEPF-এ হস্তান্তর করা হবে। আপনার নামে নিবন্ধিত এবং আপনার কাছে থাকা মূল শেয়ার সার্টিফিকেটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

২) **আপনার কাছে যদি ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার থাকেঃ** সেক্ষেত্রে IEPF-এ হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত শেয়ারগুলোর সমপরিমাণ শেয়ার আপনার ডিমেট (demat) অ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট করা হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, এই ধরনের শেয়ার থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ভবিষ্য সুবিধা ও লভ্যাংশও (dividend) আইইপিএফ (IEPF)-এ জমা করা হবে। নিয়মাবলী অনুযায়ী আইইপিএফ-এ শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষয়ে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিস্তারিত তথ্যকেই যথাযথ নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য করা হবে।এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ২০১৮-১৯ এবং পরবর্তী অর্থবছরগুলোর বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ (সোমবার)-এর মধ্যে কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার **'মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'**-এর কাছে জমা দিন, যাতে শেয়ারগুলো আইইপিএফ-এ হস্তান্তর না করা হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, যদি ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ (সোমবার)-এর মধ্যে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রারের কাছে কোনো দাবি না পাওয়া যায়, তবে কোম্পানি উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই উক্ত শেয়ারগুলো হস্তান্তর করবে।

উল্লেখ্য যে, এই ধরনের হস্তান্তরের পরেও শেয়ারহোল্ডাররা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবির আবেদন করতে পারেন। এর জন্য অনলাইনে নির্ধারিত 'আইইপিএফ-৫' (IEPF-5) ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং ওই ফর্মে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের হার্ড কপি (physical copy) কোম্পানির **নোডাল অফিসার অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট** (RTA) **'মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড'**-এর কাছে পাঠাতে হবে। এছাড়া আপনাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা আরটিএ (RTA)-র কাছে হালনাগাদ (update) করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।এই বিষয়ে কোনো তথ্য বা স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ (RTA)-**'মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড', ৫ম তল, ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১**-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন (যোগাযোগ নম্বর.ঃ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮ ই-মেইল আইডিঃ **contact@mdplcorporate.com)**

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়ার্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-
দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৪শে জুলাই, ২০২৬

নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তায় কড়া নজর লালবাজারের, শুরু 'সিকিউরিটি অডিট' বাড়বে সিসিটিভি ও পুলিশি নজরদারি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে কয়েক মাস আগেই। আগামী লোকসভা নির্বাচন এখনও প্রায় তিন বছর দূরে। তবে তার অনেক আগেই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, তথ্য এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চলতি সপ্তাহ থেকেই কমিশনের দপ্তরে 'সিকিউরিটি অডিট' বা নিরাপত্তা পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, এই নিরাপত্তা মূল্যায়নের কাজে পূর্ত দপ্তর-সহ একাধিক সরকারি বিভাগও অংশ নিচ্ছে। লক্ষ্য একটাই-সম্ভাব্য সমস্ত নিরাপত্তা ঘাটতি চিহ্নিত করে কমিশনের দপ্তরকে আরও সুরক্ষিত করে তোলা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের দপ্তর শিপিং কর্পোরেশনের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সেই ভবন থেকেই সফলভাবে বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমানে ওই ভবনের তৃতীয় তলায় রয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও), অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের অফিস। এখানেই সংরক্ষিত থাকে নির্বাচন সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি, তথ্যভাণ্ডার এবং প্রশাসনিক নথিপত্র। ফলে ভবনটির নিরাপত্তা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। পুলিশের একাংশের মতে, অতীতের অভিজ্ঞতাও নিরাপত্তা জোরদারের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে এনেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে কমিশনের দপ্তরের সামনে রাজনৈতিক কর্মসূচি, বিক্ষোভ এবং আংেদালন হয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে আংেদালনকারীদের কমিশনের দপ্তরে প্রবেশের চেষ্টার ঘটনাও সামনে এসেছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ঝুঁকি মাথায় রেখে আরও কঠোর নিরাপত্তা বলয় তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের সময় কমিশনের দপ্তরের নিরাপত্তায় কলকাতা পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরাও মোতায়েন ছিলেন। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেন। সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে এখন শুরু হয়েছে ' অডিট'। এই পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবনের ভিতর ও বাইরে কোথায় কোথায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে, কোন জায়গাগুলিকে আরও সুরক্ষিত করতে হবে এবং কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি আরও কার্যকর করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের কক্ষের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা রয়েছে। তবে নতুন পরিকল্পনায় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কক্ষ নয়, গোটা ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই নতুন করে সাজানো হতে পারে। ভবনের কোন কোন অংশে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী ও সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা প্রয়োজন, কতজন অফিসার এবং নিরাপত্তারক্ষী দায়িত্বে থাকবেন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো হবে, সেই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে পর্যালোচনা করছেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহারেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, ভবনের একতলার বাইরের অংশ থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ করিডর, প্রবেশপথ, লিফট এলাকা এবং নির্বাচন কমিশনের অফিস সংলগ্ন প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রয়োজন হলে নতুন করে আরও উন্নত মানের নজরদারি ক্যামেরা বসানো হবে, যাতে ভবনের প্রতিটি কোণ সার্বক্ষণিক পুলিশের পর্যবেক্ষণে থাকে। এর ফলে সন্দেহজনক গতিবিধি দ্রুত চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সহজ হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। এই নিরাপত্তা পরিকল্পনায় পূর্ত দপ্তরের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ভবনের কোথায় নতুন ক্যামেরা বসানো হবে, কীভাবে প্রয়োজনীয় কেবল ও বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করা হবে এবং নিরাপত্তা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কী ধরনের নির্মাণ বা পরিবর্তন প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখছেন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শুধু ভবনের ভিতরের নিরাপত্তাই নয়, বাইরের নিরাপত্তা বলয়ও আরও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে নতুন করে কড়াকড়ি আরোপ করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। শিপিং কর্পোরেশনের এই ভবনে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি আরও একাধিক সরকারি ও বেসরকারি অফিস রয়েছে। প্রতিদিন বহু মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে সেখানে যাতায়াত করেন। সেই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও ব্যক্তি অপ্রয়োজনে বা অনুমতি ছাড়া নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট অংশে প্রবেশ করতে না পারেন, সেজন্য প্রবেশপথে নজরদারি বাড়ানো, পরিচয়পত্র যাচাই এবং দর্শনার্থীদের চলাচলের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রশাসনের মতে, নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের যে কোনও নির্বাচনকে সামনে রেখে সংবেদনশীল তথ্য, প্রশাসনিক নথি এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে সুরক্ষিত রাখতেই এই বিস্তৃত নিরাপত্তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৩৪ সংখ্যা, শনিবার , ৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩

'জঙ্গিপুর সংবাদ'

আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করেছেন ঠিক তেমন তিনি ততটা কঠোর হয়েছেন দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। তাই তিনি স্মরণীয়, বরণীয়, শ্রদ্ধেয়। সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার, নীচতা, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে এই দাদাঠাকুরকেই দেখা গেছে অন্য মূর্তিতে, সে-মূর্তি বিদূষকের নয়, তিনি তখন ভয়ঙ্কর সিরিয়াস। পণপ্রথা একটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি। যে বিয়েতে পাত্রপক্ষ বরপণ গ্রহণ করে সে বিয়েতে নিমন্ত্রণ হলে দাদাঠাকুর জলগ্রহণ করেন না। করতেন না। এই বিয়ের নাম দিয়েছিলেন 'বেটা বেচা বিয়ে'। সমাজ হতে পণপ্রথার মতো বর্বর প্রথা দূর করার জন্য তিনি বহু কবিতা, গান, ছড়া 'বিদূষক' ও 'জঙ্গিপুর' সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক চৌষট্টি দিন রোগভোগের পথ নিজের পুত্র প্রয়াত হলে দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎ পণ্ডিত এসেছিলেন ' কল্লোল'এ। যেন কিছুই হয়নি! অদ্ভুত একটা ভাবলেশহীন মুখে বললেন, চৌষট্টি দিন ড্র রেখেছিলাম আজ গোল দিয়ে দিল। নিজের পুত্রের অকাল মৃত্যু কোনও পিতা এভাবে বর্ণনা করতে পারবেন সত্যি আমাদের অজানা। এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে বের হয় তিনি দার্শনিক! হয়ত! হয়ত বা নয়! কিন্তু দাদাঠাকুর ঠিক এখানেই সবার চেয়ে আলাদা যিনি ভুলে ভরা কলকাতা দেখেছেন সঙ্গে হয়ত জগৎ সংসারকে। তিনি যদি শুধুমাত্র হাস্যরসিক বা পরিহাসপ্রিয় অথবা কৌতুকপ্রিয় হতেন বহুদিন আগেই লোকে তাঁকে ভুলে যেত। দাদাঠাকুর ভারতের গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক যিনি লোককবি চিরকাল সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে গান বেঁধেছেন, কবিতা লিখেছেন। বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলতেন, দাদাঠাকুর সেই মানুষ যাঁর জন্য ধনীর প্রসাদ থেকে গরিবের কুটির সর্বত্র তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা থাকত। কথার পিঠে কথা বলার সহজাত ক্ষমতা ছিল সহজাত, সেই সব কথায় যেমন চাতুরি তেমন মাধুরী। প্রচণ্ড শীতে পরিধান শুধু খালি গায়ের উপর একটা চাদর। কেউ বোধহয় জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন এমন ঘোর শীতে মাত্র একটা চাদর। ট্যাঁক থেকে সেদিন এক পয়সা বের করে দা- ঠাকুর বললেন, পয়সার গরম। লোককে কাঁদানো অনেক সহজ কঠিন মানুষকে হাসানো। সেই কাজটা দাদাঠাকুর পারতেন অতি সহজেই। এক দুর্লভ চরিত্র যিনি বাঙালি, খাঁটি বাঙালি সারাজীবন ধরে ফেরি করেছেন দুর্লভ হাসি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন দাদাঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহভাজন একদিন তিনি বললেন, 'দ্যাখো সুভাষ, আমার মনে হয় তুমিই বিদেশিদের তাড়াবে।' সুভাষচন্দ্র হেসে বললেন, 'কী করে বুঝলেন? দেশে তো অন্য নেতারাও আছেন।' -'তা অবশ্য আছেন। আর থাকলেই বা কি, তোমার ঠোক্করটা ইংরেজদের একেবারে কাবু করে ফেলবে। কেননা, তোমার নামের গোড়াতেও 'সু'। শেষেও 'সু'। তোমার জুতোর ঠোক্কর হজম করা বড়ো মারাত্মক হবে তাদের।' দাদা ঠাকুরকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন সুভাষ চন্দ্র বোস। আনন্দবাজারের সম্পাদক সুরেশ মজুমদার বলেছিলেন, আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিতে। দাদাঠাকুর তা গ্রহণ করেননি।

পুলিশ চর নেত্র সেন

চট্টগ্রামের মাস্টারদা এবং তার ছাত্ররা। মাস্টারদার শরীরে ওরা কত ছিদ্র করেছিল বোধহয় গুনতেও পারেনি। হাত আর পায়ের নখগুলো উপরে ফেলা ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। চার বছর ধরে ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রামে ধর্মত্রাস সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলায় জামিনে মুক্ত ব্যক্তিদের উপর নৃশংসতা মাত্রা ছাড়ায়। বিপ্লবীদের যিনি সাহায্য করছিলেন, সেই চিত্তরঞ্জন সেনের বাবা রজনীকান্তকে পিটিয়ে মারে পুলিশ। আরেক সহযোগী বিপিনবিহারী সেনের দুই ছেলেকে তুলে নিয়ে যায়। তারা আর কখনো ফিরে আসেনি। ফিরে আসে পুলিশ, তারপর একমাত্র কন্যাকে বেআব্রু করে। বিপ্লবীদের হাতে যে পুলিশ অফিসার খান বাহাদুর নিহত হন, তাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ধর্মীয় সন্ত্রাস ছড়াতে চায়। চট্টগ্রাম থানার ইনচার্জ সিদ্দিকী দেওয়ান সাহেব বলেন, ধর্মীয় কারণেই বিপ্লবীরা খানবাহাদুরকে হত্যা করেছে। কিন্তু বিপ্লবীরা খান সাহেবকে মেরেছিল পুলিশের চর বলে মুসলমান বলে নয়। রাতবিরেতে পুলিশ বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করত, ভোর রাতে অর্ধচেতন অবস্থায় ফেলে দিয়ে যেত রাস্তায়। থমথমে চট্টগ্রাম শহর। একদিন পুলিশ আশ্রিত গুন্ডা বাহিনী শহর জুড়ে মাইক হাতে প্রচার করতে থাকে, 'হিন্দুদের দোকান লুঠ হতে চলেছে। প্রতিহিংসার প্রতিশোধ।' অসংলগ্ন এমন সব কথা! 'হিন্দুরা সাবধান!' অপরদিকে পুলিশের চর আব্দুল আজিম জানালো ব্রিটিশ পুলিশের মাস্টার প্ল্যান সহযোগে ৫-৬ হাজার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষকে গ্রেফতার করা হবে। চট্টগ্রামের বকশিরহাট, পাতিয়া অঞ্চলে সন্ত্রাসের মাত্রা ছিল সর্বাধিক। পুলিশের পরিবর্তে চটি পুলিশের রমরমা। খাতুনগঞ্জে হলধর সাহা, উমেশ চন্দ্র পাল, ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র দাস প্রভৃতি মুসলিম প্রধান অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর এবং হিন্দু প্রধান অঞ্চলে মুসলিমদের উপর চলতে থাকে স্টেট স্পন্সর্ড টেরোরিজম। চট্টগ্রাম এবং সংলগ্ন গুয়াতলী, সারওয়াতলি, কানুনগো পাড়া, শ্রীপুর, পোপাদিয়া, কাহুড়ান্দাপ সর্বত্র একই চিত্র। শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ওরা। নিস্তার পায়নি বিপ্লবীদের সহযোগী প্রশান্ত কুমার সেনের বাড়ি । গইরোলা গ্রামে তখন ক্ষীরদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আশ্রিত নেতা সূর্যসেন এবং তার সাথীরা। বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন পুলিশকে খবর দিল। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি। বিপ্লবী ব্রজেন সেন নজর রাখছেন, বিপ্লবী নেতারা বিশ্রামরত। দীর্ঘ পলাতক জীবনে ক্লান্ত। ব্রজেন দেখলেন, দাদা নেত্র সেন হেরিকেন হাতে সাংকেতিক ভাষায় পুলিশের চরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

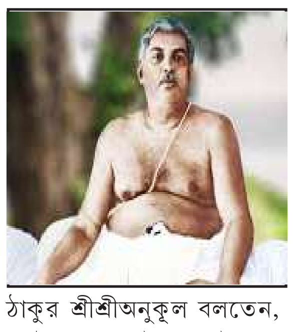

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা।

মা সারদা দেবী

মা সারদা দেবী বলতেন, ঈশ্বর আছেন বলেই মানুষ শারীরিক এবং মানসিক শক্তি লাভ করে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন। মা কালী দর্শন তিনি লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরও বলতেন, বিশ্বমাতাকে পুজো করতে হবে। বিশ্বমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাকে ভালো বাসতে হবে।

বাংলার নবজাগরণে দেওয়ান রামকমল সেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রাক কথন

ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে জটিলতম শতাব্দী হল অষ্টাদশ শতাব্দী। সেই সময়ে মোঘল সম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আঞ্চলিক প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু দেখা গেল গেল যে এই প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থাকেও স্তব্ধ হতে শুরু করেছে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে। শুরু

হয়েছে কোম্পানির দৌরাত্ম্য। বাংলাই প্রথম ইংরেজ চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাতে দেখা গেল যে নবাবী শাসন ধ্বংসের মুখ উপস্থিত। ইংরেজ কোম্পানি বাংলার মাস্টার মাইণ্ড হয়ে উঠে এবং ১৭৭২ সাল থেকে ইংরেজ দের হাতে বাংলার শাসন ক্ষমতা এসে গেল। লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমি সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন আইন চালু করার ফলে বাংলায় ধনী জমিদার শ্রেণি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে।

ঠিক এই রকম সময়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪)। তখন পুরানো রাজনীতি, প্রচলিত সামাজিক নিয়মকানুন ও ধ্যান ধারনা এবং চিরাচরিত সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিদায় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেই স্থানে এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে নতুন ধ্যানধারনা। বাংলা তখনও এই নতুন স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়নি। যেসব চিরন্তন রীতিনীতি বাংলায় চালু ছিল তার সঙ্গে ক্রমাগত সংঘাত দেখা দিতে শুরু করল ইউরোপ থেকে আসা নতুন ধ্যান ধারনার সঙ্গে। এই রকম সঙ্কটপূর্ণ সময়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায় এবং রামকমল সেন। এই সম্পর্কে ডোনাল্ডসে লিখেছেন, "a few strong characters stood our exceptions, notably Raja Rammohan Roy and Dewan Ramkamal Sen, who welcomed what they perceived to be good in the civilisation of the West for its own sake, and who doubtless believed that a synthesis of all that was best in the thought and pratice of East and West was both desirable and possible"।

রামকমল সেন ছিলেন গোকুলচন্দ্র সেনের চতুর্থ সন্তান। ২৪ পরগনার গোরিফা গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। এই সেন'রা ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়। গোকুলচন্দ্র সেন পার্শি ভাষা ভালো করে জানতেন বলেই তিনি হুগলি আদালতে সেরেস্তার কাজ করতেন মাসিক ৫০ টাকা মাইনেতে। রামকমলের মায়ের নাম দ্রৌপদী। তিনি হালিশহরের নারায়ণ রায়ের কন্যা। গোরিফা থেকে হালি শহরের দূরত্ব খুব বেশি নয়। রামকমল ১৭৮৩ সালে ১৫ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। রামকমল সেন সোনার চামচ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেননি। তাঁর পিতার ছয় পুত্র এবং কয়েকজন কন্যাও ছিল। পরিবারটি ছিল আকারে বিশাল। ফলে আর্থিক সঙ্কট মাঝে মধ্যে দেখা দিত।

গ্রাম বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নড়বড়ে। সেই সময়ে খুবই অল্প সংখ্যক টোল ছিল যেখানে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষা শেখানো হতো। দুই একজন পণ্ডিত টোল খুলে সেখানে ছাত্রদের পড়াতেন। সেই রকম একটি সাধারণ গ্রামীণ টোলে রামকমলের পড়াশুনা শুরু হয়। সংস্কৃত পণ্ডিত শিরোমণি বৈদ্য ছিলেন রামকমলের শিক্ষক। তাঁর কাছ থেকেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে শিশু রামকমলের আগ্রহ ছিল প্রবল। ফলে তিনি অতি দ্রুত সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। শৈশব কাল থেকে তিনি যেভাবে আগ্রহ নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন তাতে পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের চলার পথকে মসৃন হয়ে ওঠে। ১৮০০ সালে নিজ জন্মভিটা ত্যাগ করে কলকাতায় এসে তিনি উপস্থিত হলেন। গোকুল চন্দ্র সেন বুঝতে পেরেছিলেন যে পুত্র রামকমল গ্রামে থাকলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না। কলকাতায় নতুন শহর তৈরি হচ্ছে। সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় এসেছে আধুনিকতা। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ইংরেজরা আগামি দিনে বাংলার প্রকৃত শাসক হয়ে উঠবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন পিতা গোকুলচন্দ্র। সেই কারণে এদিক ওদিক চিন্তা ভাবনা না করে বালক পুত্র রামকমলকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা শহরের শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে বড় হতে পারে। কলকাতা তখন আধুনিক সাজে সাজতে শুরু করেছে। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা করে কলকাতার বাঙালিরা ধনবানে পরিণত হচ্ছে। গ্রাম বাংলার আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে কলকাতার আর্থিক পরিবেশের তফাৎ দেখা দিতে শুরু করেছে। বাংলার গ্রামগুলিতে তখন নিদারুন দারিদ্রতায় পরিপূর্ণ। অপর দিকে কলতাতা যথেষ্ট আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী একটি আধুনিক শহর। সেই সময়ে দেখতে পাওয়া যায় যে গ্রাম বাংলার যুবকেরা কাজের খোঁজে বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে কলকাতায় এসে উপস্থিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করে সাহেবদের কাছে কর্ম ও শিক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উচ্চপদে আসীন হচ্ছে। পার্শি ভাষা ক্রমশ অচল ভাষায় পরিণত হতে শুরু করেছে। সেই স্থানে এসে উপস্থিত হচ্ছে ইংরেজি ভাষা। রামকমল কলকাতায় এসেছিলেন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে ভালো চাকরি গ্রহণ করার লক্ষ্য নিয়ে। পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পেলাম যে রামকমল বাঙালি ছাত্রদের জন্য নিজেই একটি ইংরেজি বাংলা অভিধান রচনা করেছেন যা সেই সময়ে হিন্দু কলেজের নবিশ ছাত্রদের পড়তে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় তখন ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠে নি। তখন কলকাতায় কয়েকটি ইংরেজি কোচিং স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে নামমাত্র কয়েকজন বাঙালি ইংরেজি পড়াতো ছাত্রদের। রামকমলের প্রবল আগ্রহ ছিল ইংরেজি ভাষা শিখবেন। ১৮০১ সালে তিনি কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুলে ভর্তি হলেন। ইংরেজি ভাষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহই রামকমলকে ইংরেজি ভাষায় পারদর্শি করে তোলে। ইংরেজি ভাষাকে দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করে পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করলেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি এবং পার্শি ভাষা ভালো করে জানতেন। ফলে কাজ পেতে তাঁর কোনও অসুবিধা হল না। ইংরেজ সাহেবরা তাঁকে সাদরে বরণ করে নিল। তার একটি মাত্র কারণ রামকমল যেমন পার্শি, বাংলা জানতেন পাশাপাশি তিনি আবার ইংরেজি এবং সংস্কৃত ভাষাও ভালো করে রপ্ত করেছিলেন। ফলে এই রকম ভাষা দক্ষ বাঙালির সন্ধান পেয়ে ইংরেজরা আপ্লুত।

কলকাতার জীবনের প্রথম দিকে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে 'ন্যামে' একজন সাহেবের কাছে চাকরি করতে শুরু করলেন রামকমল। এই 'ন্যামে' সাহেব ছিলেন কলকাতার সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট ব্ল্যাককিয়ারির সহকারী কর্মচারি। খুব সম্ভবত 'ন্যামে' অ্যালো ইণ্ডিয়ান ছিলেন। ১৮০৩ সালে রামকমলের পিতা সরকারি সিভিল আর্কিটেক আর ব্লেচিন্ডেনের কাছে পুত্রকে শিক্ষার্থী হিসাবে পাঠালেন। ১৮০৩-০৪ সালে রামকমল এশিয়াটিক সোসাইটির 'রাইটার' হিসাবে কাজে যোগদান করলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্পর্শে আসার পর থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে তিনি নিজ দক্ষতায় সমাজের উচ্চ স্থানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান সংগ্রহ করার পিপাসা ছিল তার দরজা ক্রমশ খুলতে শুরু করে দিল। ১৮০৪ সালে জুলাই মাসে তিনি হান্টার সাহেবের 'হিন্দুস্তানি-প্রেস'-এ মাসে ৮ টাকার মাইনেতে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৮০৮ সালে তিনি চাঁদনি হাসপাতালে চাকরি করেন। এই হাসপাতালে চাকরি করার সময়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করে. ছিলেন তাকে কাজে লাগান কলকাতা মেডিকেল কলেজ তৈরি হওয়ার সময়ে। তিনি ওষুধ সংক্রান্ত একটি বাংলায় বইও রচনা করেছিলেন। সেই বইটির নাম 'ওষুধ সার সংগ্রহ'। একদিকে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে আগ্রহী এবং অন্যদিকে ভারতীয় ভেষজ ওষুধ সম্পর্কে বই রচনা করে ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৮১০ সালে তিনি ডাক্তার এইচ এইচ উইলসনের সঙ্গে কাজ করেন দক্ষতার সঙ্গে। ডাক্তার উইলসন রামকমলের 'ফ্রেন্ড ফিলোজফার এবং গাইড' হয়ে উঠলেন। সারা জীবন ধরেই রামকমল ডাক্তার উইলসনের মতামত এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যাপারেও পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন ডাক্তার উইলসনের। ১৮১২ সালে কর্ণেল রমসয়-এ অধীনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন।

স্বাধীনতা লাভের সময়ে বাংলা ভাগের রাজনীতি বহু জটিল

সুভাষ মুখার্জি

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, বঙ্গের মুসলিম লীগ সরকারঙ্ক এবং মন্ত্রীত্ব। এটি একটি অরাজনৈতিক পোস্ট। কোনো রাজনৈতিক দলকে সঠিক বা ভুল প্রমাণ করবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু বার বার একই মিথ্যা বললে শেষে মানুষ সেটাকেই সত্যি বলে ধরে নেয়। আজকের দিনে সেটা আরো একবার প্রমাণ হচ্ছে হিন্দু মহা সভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাথে মুসলিম লীগের নাম জড়ানোর মাধ্যমে। নানা রাজনৈতিক দলের ভুলভাল পোস্ট দেখতে দেখতে মানুষ বিশ্বাস করছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বুঝি সত্যিই এককালে মুসলিম লীগের সমর্থন করেছেন। যেখানে সত্যিটা একেবারেই উল্টো।

ইন্টারনেট একই সাথে অতীব প্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর মাধ্যম। সোসাল মিডিয়ার প্ররোচনায় ইতিহাস না জেনে কেউ যখন অতি সস্তায় Google করে জানতে চায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কি মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিলেন? তখন উত্তর আসে -হ্যাঁ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪১ সালে অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগের জোট সরকারে যোগ দিয়েছিলেন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।...এতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে আপনি বোকা হলেন, কিন্তু...

যদি google কে প্রশ্ন করা হয় যে অবিভক্ত বাংলার সেই জোট সরকারে কোন কোন দল ছিল?

তাহলে উত্তর আসবে; ১৯৪১ সালে অবিভক্ত বাংলার সরকারে দুটি ভিন্ন জোট ক্ষমতায় ছিল। বছরের প্রথম ভাগে (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) ছিল কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের জোট সরকার। এরপর ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটলে, প্রধানমন্ত্রী (তখনকার মুখ্যমন্ত্রী পদের নাম) ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত প্রগতিশীল জোট সরকারে (শ্যামা-হক কোয়ালিশন) যে দলগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় তারা হল কৃষক প্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং স্বতন্ত্র বা অন্যান্য গোষ্ঠী (কংগ্রেসের শরৎ বসু পন্থী কয়েকজন সদস্য ও অন্যান্য মুসলিম উপ দল।) এই জোট সরকারেরই মন্ত্রী হন শ্যামাপ্রসাদ বাবু।

বেশ তাহলে তখন না হোক পরে হয়তো শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছিলেন? ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসেই তো প্রগতিশীল জোট সরকারের পতন ঘটলে মুসলিম লিগ ফের সরকার গঠন করে! কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৩ সালের সেই মুসলিম লীগ সরকারে কোনো মন্ত্রী পদে তো নয়ই এমনকি সমর্থনকারী সদস্যও ছিলেন না। এ সবই কিন্তু সরকরি নথীভুক্ত তথ্য। তাহলে? আসলে সত্যিটা বুঝতে গেলে ওই সময়ের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। বর্তমানের কৃষক-শ্রমিক দরদী পার্টিরা যতই বদনাম করুক কিন্তু ফজলুল হক বঙ্গ রাজনীতির প্রথম নেতা যিনি জমিদারি ব্যবস্থার অবসান চেয়ে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গরিব কৃষকদের এক সুতোয় বাঁধতে পেরেছিলেন। ফজলুল হক মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন আবার একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসেরও নেতা ছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্না সুচতুর ভাবে তাঁকে দিয়েই পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ভিত্তিক বিভাজনের রাজনীতি সহ্য করতে না পেরে (KPK) কৃষক প্রজা পার্টি নামে গরিব চাষিদের নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দল গড়ে তিনি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বাইরে অবিভক্ত বাংলায় এক তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে হকের কৃষক প্রজা পার্টি তার কৃষক দরদি এজেন্ডা নিয়ে লড়াইয়ে নামে। ভোটের ফল কোনও দল একক ভাবে সরকার গড়ার জায়গায় নেই। মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৪টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়। মুসলিম লীগ ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৪০, বাকিটা অন্যান্য। পরে কিছু দল বদল হওয়ায় কংগ্রেস বাংলায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল না। তবে মজার কথা কংগ্রেস এবং কৃষক-প্রজা দলের ৯০ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন স্বদেশী আন্দোলন করে জেল ফেরত। মুসলিম লীগের তেমন প্রার্থী ছিল না। এবং বাঙালি মুসলিম ভোটার দেরই একটা বড় অংশ মুসলিম লীগের মুসলিম প্রার্থীদের সেবার ভোট দেননি। তাঁরা অর্থনৈতিক দাবির সমর্থনে কৃষক প্রজা পার্টিকে ভোট দিয়েছিলেন। মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত বহু আসনে মুসলিম লীগকে হারিয়ে দেয় কৃষক প্রজা দলের মুসলিম প্রার্থীরা। কৃষক প্রজা দলের সরকার গঠন করতে কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু কোন দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নিয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে বিরোধ বাধে। ফজলুল হক কংগ্রেসের সমর্থন পেলেন না। কৃষক প্রজা দল বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে মন্ত্রিসভা গঠন করল। ফজলুল হকের এই ভাবে মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হল।

'এক সময়ে কলম ধরবেন না ঠিক করেন'- তারাশঙ্কর

চিত্তজিৎ দত্ত

আচমকাই লেখা ছেড়ে দিলেন। টানা তিন বছর কিচ্ছু লিখলেন না। অথচ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তখন মধ্যগগনে। পরে আত্ম জীবনীতে লিখেছেন, ''লিখতে ইচ্ছে হয় না। লিখি না। লেখা ছেড়েই দিলাম। বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করলাম। বসে বসে ভাবি। আর কাঁদি। একলা কাঁদি। পূজার সময় কাঁদি। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে কাঁদি।'' শাক্ত-পরিবারের ছেলে। বাড়ির বিশ্বাস, মা তারার দয়ায় তার জন্ম হয়েছে, তাই নাম রাখা হয়েছিল তারাশঙ্কর।

এক সাধুকে মনে ধরল। রক্তে আধ্যাত্মিকতা। মন অশান্ত, কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছেন না। কীসের অতৃপ্তি বুঝতে পারছেন না। এরই মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমির মতো পুরস্কার পেলেন কিন্তু পুরস্কার পাবার আনন্দ কই? কিছুই যেন স্পর্শ করছে না। ছটফট করছে ভেতরটা।

কলকাতার রাস্তায় এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে গেল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সারাদিন সে সন্ন্যাসী আগুন ছুঁয়ে সাধনা করেন। মনে ধরল সেই সাধুকে। জানলেন তার বাস কাশীতে। সংসার ছেড়ে দিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব নেবেন ঠিক করে যেদিন আবার দেখা করতে গেলেন শুনলেন সন্ন্যাসী ফিরে গেছেন।

তাঁর সন্ধানে তারাশঙ্করও রওনা দিলেন কাশী। দেখা হয়ে গেল সেই সময়ের বিশিষ্ট বাঙালি আনন্দসুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে। কথায় কথায় তারাশঙ্কর তাঁকে জানালেন, ''একটা কিছু ধরতে চেয়ে যেন ধরতে পারছি না। তার জন্য আমার মনে অশান্তির শেষ নেই।'' তা শুনে আনন্দসুন্দর বললেন, ''আপনার সাধনার পথ হল সাহিত্য। তাকেই জীবনের সাধনা করুন, শান্তি পাবেন।'' ফিরে এলেন কলকাতায়। নিজের মা-কে গুরু করে দীক্ষা নিলেন। নিত্য পুজো, চণ্ডী, গীতা-পাঠ চলতে থাকল। তাও যেন শান্তি মিলছে না, কী যেন জীবন ছেড়ে চলেই গেছে চিরকালের মতো।

এমনই এক সময়ে বর্ধমানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা।

হাওড়া-স্টেশন পৌঁছেও তিনি ট্রেনে না চেপে বসে রইলেন প্ল্যাটফর্মে। দেখা হল বহুদিনের বন্ধু ভ্রাতৃপ্রতিম জগদীশ ভট্টাচার্যর সঙ্গে। ধমকই দিয়ে বসলেন তিনি।; ''এসব কী করছেন দাদা! আপনার এমন আচরণে গোটা বাংলার মানুষ ছি ছি করছে! আপনার নিন্দুকদের কথাই তা'হলে সত্যি হল?'' ''কী সত্যি হল?'' ''তাঁরা বলে আপনি শেষ। আর কখনও লিখতে পারবেন না।'' এমন কথায় যেন যেন কেঁপে উঠলেন তারাশঙ্কর। এবার সাহিত্যিকের অহংকারে ধাক্কা লাগল বহুকাল পর।

পুজোর আর মাত্র আড়াই-মাস বাকি। ভেবেছিলেন কিছুই লিখবেন না, আর সেই বছরই ওই অল্পসময়ে চারটে পুজো সংখ্যায় লিখলেন গল্প। দেশ পত্রিকায় 'রাধা', আনন্দ বাজার-এ 'বিচারক' শনিবারের চিঠি-তে একটি একাঙ্কিকা আর তরুণের স্বপ্ন-য় 'পঞ্চ পুত্তলী'। প্রকাশ পাওয়া মাত্র আবার হই- হই পড়ে গেল পাঠক মহলে। ফিরে এসেছেন, তারাশঙ্কর আবার ফিরে এসেছেন! আর গণদেবতা-র লেখক ফিরে পেলেন তার হারিয়ে যাওয়া শান্তি। সজনীকান্ত ও বনফুলের মাঝে তারাশঙ্কর। পাখির মৃত্যু ও প্রথম কবিতা। গোটা জীবনটা যেন অমসৃণতায় ভরা। বারবার অশান্তির বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছেন। আঘাত পেয়েছেন অসংখ্য। জীবনের সাহিত্যচর্চা শুরুর সঙ্গেও তো জুড়ে আছে আঘাত পাওয়ারই কাহিনি। তখন বয়স সাত, কী আট। তিন বন্ধু মিলে বাড়ির উঠোনে খেলছে, হঠাৎই গাছ থেকে খসে পড়ল একটি পাখির ছানা। দৌড়ে গেল ওরা। ছানাটিকে নিজের মুঠোয় তুলে নিল কিশোর তারাশঙ্কর। বাঁচানোর চেষ্টা চলল নানা উপায়ে। তবু পাখি বাঁচল না। মা পাখিটা এসে ওদের মাথার ওপর ঘুরতে লাগল। তাই দেখে তিন কিশোরের কী কষ্ট! ভেতরে ভেতরে জমে ওঠা দুঃখকে উগরে দিতে তারাশঙ্কর চকখড়ি নিয়ে বাড়ির দরজায় লিখে ফেলল; 'পাখির ছানা মরে গিয়েছে, মা ডেকে ফিরে গিয়েছে, মাটির তলায় দিলাম সমাধি, আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।' জীবনের প্রথম কবিতা। যন্ত্রণা পেয়ে লেখা। কিন্তু এর পর যেন লেখা নেশায় পেয়ে গেল।

ওই বয়সেই এক বার পুজোর সময় দুই বন্ধু মিলে কবিতা লিখে লিফলেটে ছাপিয়ে পাড়ায় বিলি করলেন। খাতাটা আগুনে গুঁজে দিলেন। আরেকটু পরের দিকের কথা। তখনও লেখক হিসেবে তেমন পরিচিতি মেলেনি। মাঝেমাঝে কবিতাই লেখেন। সে কবিতা ছাপাও হয়। সম্পাদকরা কবিতা লিখতে উৎসাহও দেন, কিন্তু কবিতা লিখে যেন তাঁর মন ভরে না। নাটক লেখার শখ হল। লিখেও ফেললেন। আত্মীয়-বন্ধু নির্মল শিববাবু তখন নাট্যকার হিসেবে নাম করেছেন। তারাশঙ্করের নাটক পড়ে উচ্ছ্বসিত। বললেন, ''তোমার এই নাটক মঞ্চস্থ হলে চারদিকে হই হই পড়ে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকো।'' স্বপ্ন দেখলেন তারাশঙ্কর। শহরের পোস্টারে নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম। কিন্তু সে নাটক কলকাতার এক নামকরা গ্রুপের ম্যানেজারকে জমা দিতে গিয়ে প্রবল অপমানিত হতে হল নির্মলবাবুকে।

অধ্যক্ষ নাটকটি তো পড়লেনই না। উল্টে বললেন, ''শুনুন মশাই, নিজে নাটক লিখে নাম করেছেন ঠিক আছে, কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজনকে এনে ঢোকাবেন না।'' ''আপনি একবার পড়ে তো দেখুন। ভাল লেখা।'' ''সে যেমনই হোক। আমরা এখানে কোনও শরিক বরদাস্ত করব না। আজকে সুচ ঢোকাব কাল ফাল হয়ে বেরোলে আমাদের পস্তাতে হবে। আপনি ও নাটক নিয়ে যান।''

মাথা নিচু করে ফিরে এলেন নির্মলবাবু। সব শুনে এত অপমানিত বোধ করলেন তারা শঙ্কর যে বাড়ি ফিরে পুরো খাতাটাই উনুনে গুঁজে দিলেন। ছারখার হয়ে গেল নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন। লজ্জা করে না আপনার? অপমান যেন কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ে না। তা যে শুধু সাহিত্যের জীবনে, তা নয়, যখন রাজনীতিতে এলেন, সেখানেও। পৈতৃক জমিদারি থেকে পাওয়া ক্ষতিপূরণের সমস্ত টাকা একবার দেশের স্বার্থে বিনোবাজির ভূদান আন্দোলনে দেওয়ার জন্য ভাবলেন। তিনি কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ বলেন, বিনোবাজিকে টাকা দেন নাম কেনার জন্য।

ধান্যকুড়িয়ার রাজবাড়িগুলি বাংলার ঐতিহ্যের প্রতীক

রানা সরকার

বাংলার বুকে এক টুকরো বিলেত। আজ থেকে প্রায় দুশো তিরিশ বছর আগের কথা। সুবিশাল এই রাজবাড়ি বানিয়েছিলেন ধান্য কুড়িয়ার জমিদার মহেন্দ্রনাথ গায়েন। সেসময় ফুলেফেঁপে উঠেছিল তাঁর পাটের ব্যবসা। মূলত ইংরেজদের সঙ্গেই চলত তাঁর লেনদেন। আর সেই সুবাদেই উত্তর ২৪ পরগণার এই প্রান্তিক অঞ্চলেও নিত্যদিন লেগে থাকত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের আনাগোনা। তাঁদের বিলিতি সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে উস্কে দিতেই ইউরোপীয় দুর্গের আদলে এই রাজবাড়ি নির্মাণ করেন মহেন্দ্রনাথ। ৩০ একর জায়গায় জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই রাজবাড়ির মধ্যেই রয়েছে আস্ত এক পুষ্করিণী, যাতে রাজবাড়ির প্রতিচ্ছবি ঝলমল করে সারাদিন। গোটা দুর্গটিকে কেন্দ্র করে রয়েছে বিশাল এক বাগানও। দুর্গের ভেতরে ঢুকলেও রীতিমতো চমকে যেতে হবে। নানা ধরনের ভিক্টোরিয়ান কারুকাজ থেকে শুরু করে রয়েছে ইতালিয় কাচের তৈরি আসবাব যা এক কথায় মন্ত্রমুগ্ধকর। গ্রীষ্মকালে এই রাজবাড়িতে এসে অনেক সময়ই ছুটি কাটাতেন ব্রিটিশ সাহেবরা। তাঁদের জন্য ছিল পৃথক নহবতখানা, অতিথিশালা ছিল। এমনকি সেসময় এই রাজবাড়ির জন্য পৃথক রেল স্টেশনও তৈরি করেছিল মার্টিন কোম্পানি। গায়েন গার্ডেন নামের সেই স্টেশনে এসে থামত ন্যারো গেজের ছোট্ট বাষ্পচালিত ট্রেন। বর্তমানে অবশ্য সেই স্টেশনের অস্তিত্ব নেই আর। ২০০৮ সালে তা অধিগ্রহণ করে সরকার। গড়ে ওঠে অনাথ মেয়েদের সরকারি হোম। তবে মূল বাড়িটির কিছু অংশের পুনর্নির্মাণ

হলেও, সামগ্রিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যটি।

বাড়ির সামনে অবস্থিত শ্বেত পাথরের দুটি সিংহ মূর্তির একটি চুরি গিয়েছিল বহু আগেই। কয়েক বছর আগে আরেকটি সিংহও চড়া দামে বিক্রি করে দেন মহেন্দ্রনাথের উত্তরসূরিরা। তবে শুধু ঔপনিবেশিক ইতিহাসই নয়, এই বাড়িতে শুটিং হয়েছে 'সত্যান্বেষী', 'সাহেব-বিবি-গোলাম', 'সূর্যতপা'-সহ একাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রেরও। অভিনয় করে গেছেন স্বয়ং উত্তমকুমার। এমনকি বিদেশি বিভিন্ন চলচ্চিত্রেরও শুট হয়েছে এই দুর্গেই। এই ধান্যকুড়িয়াতে গিয়ে উপস্থিত হলেও বুঝতে পারা যায় বাঙালি জমিদাররা বেশ শৌখিন ছিলেন। বাবু কালচার আর কি!

খড়ি নদীতে নৌকাডুবি, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন স্কুল পড়ুয়া-সহ একাধিক যাত্রী! স্থায়ী সেতুর দাবিতে সরব এলাকাবাসী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৪ জুলাই ঃ সাত সকালে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন কয়েক সেকেন্ড আগে দুর্ঘটনা ঘটায়, উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত তৎপরতায় সকলেই নিরাপদে তীরে উঠতে

একাধিক স্কুল পড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দা। পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত দাদপুর এলাকায় খড়ি নদী পারাপারের সময় আচমকাই উল্টে যায় একটি যাত্রীবোঝাই ছোট নৌকা। তবে নৌকাটি নদীর পাড়ে পৌঁছানোর মাত্র সক্ষম হন। ফলে বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দাদপুর ও কুতিরডাঙ্গা গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে খড়ি নদী। বর্ষা এলেই নদীর জলস্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। পাশাপাশি নদীর উপর ভেসে আসে বিপুল পরিমাণ কচুরিপানা ও জঞ্জাল আগাছা, যার ফলে নৌকা চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতোই স্কুল পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ ও অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে নদী পার হচ্ছিল একটি ছোট নৌকা। নদীর পাড়ে পৌঁছানোর ঠিক আগের মুহূর্তে ভাসমান কচুরিপানার নৌকার বৈঠা ও তলা আটকে যায়। ভারসাম্য হারিয়ে আচমকাই উল্টে যায় নৌকাটি। পরিস্থিতি বুঝে যাত্রীরা দ্রুত নৌকা থেকে লাফ দিয়ে তীরে উঠে আসেন। স্কুল পড়ুয়াদের স্থানীয়দের সহায়তায় নিরাপদে উদ্ধার হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাটি সম্পূর্ণভাবে নদীর জলে ডুবে যায়। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এই ঘটনা ফের সামনে এনে দিয়েছে দীর্ঘদিনের পারাপার সমস্যাকে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে দাদপুর ও কুতিরডাঙ্গার বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এই খড়ি নদী পার হতে হয়। বর্তমানে নদীর দুই পাড়ে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি টেনে ছোট নৌকার সাহায্যে মানুষ যাতায়াত করেন। বর্ষার সময় একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু নির্মাণ করা হলেও প্রবল স্রোতে প্রায় প্রতিবছরই সেটি ভেঙে যায়। এই বছর এখনও পর্যন্ত সেই অস্থায়ী সেতুও তৈরি করা হয়নি। ফলে একমাত্র ভরসা দড়ি-টানা নৌকাই। এদিনের নৌকাডুবির ঘটনার পর ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে খড়ি নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিদিন ছাত্রছাত্রী, প্রবীণ, কর্মজীবী মানুষ-সহ বহু মানুষকে এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে যাতায়াত করতে হয়। আজ অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ানো গেলেও ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চালু হচ্ছে ওয়াটার ট্যাক্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ২৪ জুলাই ঃ সড়কপথের যানজট কমাতে এবং মানুষের দ্রুত ও আরামদায়ক যাতায়াতের সুবিধা দিতে ব্যারাকপুর থেকে বাবুঘাট এবং মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ওয়াটার ট্যাক্সি পরিষেবা চালুর ঘোষণা করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। ব্যারাকপুর ভাটপাড়া গোলঘর পার্কে খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন। পরিবহণ মন্ত্রী জানান, গঙ্গাপথকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ব্যারাকপুর থেকে বাবুঘাট ও মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ওয়াটার ট্যাক্সি পরিষেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি, দূরপাল্লার ভেসেল পরিষেবাও চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যাতে নদীপথে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সহজে যাতায়াত করতে পারেন। মন্ত্রী বলেন, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রতিদিন সড়কপথে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। জলপথের আরও বেশি ব্যবহার হলে সড়কের উপর চাপ কমবে, যাত্রীদের সময়ও বাঁচবে। একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব এই পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীপথের সম্ভাবনাকেও কাজে লাগানো সম্ভব হবে। ওয়াটার ট্যাক্সি ও দূরপাল্লার ভেসেল পরিষেবা চালু হলে ব্যারাকপুর মহকুমা-সহ উত্তর ২৪ পরগনার বহু মানুষের যাতায়াতে নতুন দিগন্ত খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ANNEXURE
NI(e)T
B.D.O. Baghmundi, Purulia Invites e-Tender for 2 no. works. For details visit www.tenders.wb.gov.in Ref. Tender ID: 2026_DM_5017243_1 to 2
Sd/-
B.D.O., Baghmundi
Memo 1005/ ICA/PURU Dt.24/7/26

CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. : **WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-35/ 2026-27** (Tender Id No. : **2026_WBPWD_5016553_1**) is hereby extended up to **3.00 P.M.** on **29.07.2026**.
Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website : **https://wbpwd.gov.in** and e-Tender portal : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Electrical Construction Division

Annual Tender Notice 2026-2027
Memo No.: 375 Date: 21-07-2026
Sealed tenders are invited from the bona-fide/ reputed firm for supplying Computer Peripherals, Printing Items & Stationery Articles, of S.A.P. 8th Bn Establishment. Details can be obtained from the Police Office, S.A.P. 8th Bn., Barrackpore at any working hrs. of the working day. Last day of submission of tender is 14 (fourteen) days from the date of publishing.
স্মারক নং. ২১৪ /(২) তথ্য / মুর্শিঃ

বিজ্ঞপ্তি
১) বিভূতি কয়াল, পিতা- গোকুল কয়াল, বাসস্থান-রাজচন্দ্রপুর, হাওড়া, (২) সমীর বিশ্বাস, পিতা- শ্রীপতি বিশ্বাস, বাসস্থান বালি, হাওড়া। ইংরাজীর 09.01.20 তারিখে হাওড়ার A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে অজিত মন্ডল, রঞ্জিত মন্ডল, আশীষ মন্ডল, সুকুমার মন্ডল, সকলের পিতা- স্বর্গীয় সুরেন্দ্র চন্দ্র মন্ডল, সকলের বাসস্থান- সাপুঁইপাড়া, বালি, হাওড়া নিকট হইতে বালি মৌজা হাল ১৯৬২১ দাগে, হাল ৪৫১৩৭ খতিয়ানে মোট ৪২ কাটা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত এই বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল তপতী দাস স্বামী-সৌম্য দাস, সাং ও পোঃ দেউলপুর, থানা- পাঁচলা, জেলা-হাওড়া ৭১১৪১১, মহাশয়া উক্ত সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী পিতা - গোপাল চক্রবর্ত্তী সাং. ৮৩সি / ১বি.আর.আর.এল.এম. রোড, পোঃ ও থানা- বেলিয়াঘাটা, কোলকাতা-৭০০০৮৫, মহাশয়ের ১০।০৬।২০২৪ তারিখে হাওড়া ডিঃ এসঃ আর ঃ-১ সাব অফিসে রেজিস্ট্রী কত ৩৭৯২ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার প্রানেশ রঞ্জন মিশ্রা পিতা সুধাংশু মিশ্রা মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা-হাওড়া, থানা-পাঁচলা, মৌজা জয়নগর গ্রামে ১৬ নং জে. এল. ভূক্ত, হাল এল, আর, ৪৪৪০ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল এল আর ৭ ও ৮ নং এই দুইটি দাগে কমিবেশি ৬.৬০ শতক সম্পত্তি ১৮।৬।২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিঃ কৃত ০২৮৮৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া নাম পত্তনে আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো আপত্তি থাকিলে বিঞ্জপ্তি প্রকাশের ৩০ দিলের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ বি. এল এন্ড এল আর ও পাঁচলা এর নিকট আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।
SUMAN SHAW
ADVOCATE
Howrah Judges Court, Mob 9038217117

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইলেকট্রিক্যাল কাজ
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এপি/ইএল/১১/ ২৬-২৭; তারিখ: ১৬-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে: ২০০০০ -এর বেশি টিভিইউ বিশিষ্ট এমএসিএল -গুলির সাথে এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং সংক্রান্ত ইলেকট্রিক্যাল কাজ (১৭টি এলসি গেট)। **টেন্ডার মূল্য:** ৯,৯৯,৪২৯.৩২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২০,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১০-০৮-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে এসএন্ডটি সংক্রান্ত কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এন-২০২৬-২৭-টিএসকে-এনআইটি-০৩; **তারিখ ঃ** ২০-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ এন-২০২৬-২৭-টিএসকে-টি-০৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** নর্থ লখিমপুর-মুরকংসেলেক সেকশনের মধ্যে কার্ভ অ্যালাইনমেন্ট (বাঁক সংশোধন) সংক্রান্ত এস এন্ড টি -এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৩,৫৬,০৩০.৩২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,২৭,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিও ও সময় **১২-০৮-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১২-০৮-২০২৬** তারিখ বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম/এসএন্ডটি, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পর্যটনে ঠাঁই পাক 'উত্তম-স্মৃতি'

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৪ জুলাই ঃ ঝাড়গ্রামের পর্যটনের কথা উঠলেই প্রথমে আসে রাজবাড়ি, চিল্কিগড়, কনকদুর্গা, ডুলুং কিংবা জঙ্গলের কথা। অথচ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও এই জেলার একটি আলাদা পরিচয় রয়েছে। মহানায়ক উত্তম কুমারের একাধিক ছবির শুটিং হয়েছে ঝাড়গ্রামে। সেই সূত্রে ঝাড়গ্রামের নামও বাংলা ছবির ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তা আর হয়ে ওঠেনি। উত্তম কুমার ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন একাধিকবার। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' দিয়ে শুরু। পরে 'সন্ন্যাসী রাজা', 'বাঘ বন্দি খেলা' এবং 'রাজবংশ'-এর মতো ছবির শুটিং হয় এই জেলায়। তার মধ্যে বেশির ভাগ ছবির গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ধারণ করা হয় ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে। রাজবাড়ির অলিন্দ, সিঁড়ি, বারান্দা কিংবা প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ আজও সেই ছবিগুলির সাক্ষী হয়ে রয়েছে। শুটিং চলাকালীন রাজবাড়ির অতিথিশালার বিশেষ কক্ষেই থাকতেন মহানায়ক। দিনের কাজ শেষে কখনও রাজবাড়ির চত্বরে হাঁটাহাঁটি, কখনও ইউনিটের সদস্যদের সঙ্গে আড্ডা-প্রবীণদের স্মৃতিতে সেই সব ছবি আজও স্পষ্ট। শুধু রাজবাড়ি নয়, সরডিহা রেলস্টেশনও জড়িয়ে রয়েছে উত্তম কুমারের স্মৃতির সঙ্গে। 'বাঘ বন্দি খেলা' ছবির কয়েকটি দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল সেখানে। খবর পেলেই স্টেশনে ভিড় জমাতেন মানুষ। মহানায়ককে একবার কাছ থেকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজ সেই স্টেশনে দাঁড়িয়ে কিছুই বোঝার উপায় নেই, বাংলা ছবির ইতিহাসের এমন একটি মুহূর্তের সাক্ষী ছিল এই জায়গা। এই ইতিহাসকে সামনে রেখেই কয়েক বছর আগে 'ঝাড়গ্রাম ট্যুরিজম' নামে একটি পর্যটন সংস্থা ফিল্ম ট্যুরিজমের উদ্যোগ নিয়েছিল। রাজবাড়ি, সরডিহা রেলস্টেশন-সহ মহানায়কের শুটিং-স্থলগুলিতে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া শুরু হয়। সিনেমাপ্রেমীদের কাছেও সেই উদ্যোগ সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু রাজবাড়িতে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাঝপথেই থেমে যায় ফিল্ম ট্যুরিজমের সেই উদ্যোগ। কারণ, উত্তম কুমারের অভিনীত বেশির ভাগ ছবির শুটিং হয়েছে রাজবাড়িতে। সেই রাজবাড়িই যদি দেখা না যায়, তা হলে সেই ভ্রমণের মূল আকর্ষণই আর থাকে না। এখনও ঝাড়গ্রামে এমন কোনও স্মারক নেই, যেখানে মহানায়কের এই ইতিহাসের উল্লেখ থাকবে। অথচ

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তম-অনুরাগীদের দাবি, ঝাড়গ্রাম শহরে অথবা সরডিহা রেলস্টেশনের অদূরে উত্তম কুমারের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানো হোক। তার পাশে থাকুক একটি স্মারকফলক। সেখানে লেখা থাকুক, কত বার তিনি ঝাড়গ্রামে এসেছেন, কোন কোন ছবির শুটিং হয়েছে এখানে, কোথায় থেকেছেন, কী ভাবে এই জেলার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর স্মৃতি। তাতে শুধু মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধাই জানানো হবে না, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও সংরক্ষিত থাকবে। জন্মশতবর্ষের আবহে উত্তম কুমারকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু ঝাড়গ্রামের মতো একটি জায়গা, যেখানে তাঁর এত স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে, সেখানে সেই ইতিহাসকে ধরে রাখার উদ্যোগ এখনও চোখে পড়ে না। রাজবাড়ির দরজা হয়তো আজ বন্ধ। কিন্তু মহানায়কের ঝাড়গ্রামকে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়ার দরজা এখনও খোলা। সেই সুযোগটি আর কত দিন অপেক্ষা করবে, সেটাই এখন দেখার। আমার মনে হয় এতে লেখার ফোকাস আরও স্পষ্ট হয়েছে। অশোকা রেস্তোরাঁ ও কাটলেটের গল্পটি আলাদা একটি মানবিক ফিচার হিসেবে করলে আরও বেশি প্রভাব ফেলবে।

গুলি কাণ্ডে গ্রেফতার বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ জুলাই ঃ মালদায় বিএসএফ ক্যাম্পে গুলি কাণ্ডে বিএসএফ জওয়ান শিবম কুমার মিশ্রকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গুলি কান্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃত ওই বিএসএফ জওয়ানকে আজ তোলা হয়েছে মালদা জেলা আদালতে। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। যদিও আদালতে তোলার পথে কি কারণে খুন এনিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে নিরন্তর থাকে ওই জওয়ান। এরআগে গতকাল বিকেল নাগাদ মালদার বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ হেড কোয়াটারে শিবম মিশ্র নামে ১১৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে আচমকা গুলি চালিয়ে ৭১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের দুই বিএসএফ জওয়ানকে খুনের অভিযোগ ওঠে। তার গুলিতে গুরুতর জখম আরও এক জওয়ানের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনার পরে শিবমকে ধরে ফেলে অন্য জওয়ানরা। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাত পর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশের তদন্তকারীরা। এরপরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, হতাশাজনিত কারণে এই খুনের ঘটনা। যদিও খুনের প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য পাওয়ার আশা করছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি
তাপস সরকার,পিতা- সুকুমার সরকার, বাসস্থান- চকপাড়া, ভট্টনগর, লিলুয়া, হাওড়া ০১.০৫.২০১৭ সালে হাওড়া A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৫০২০০০ নং আমমোক্তার দলিল বলে ১) অমর মাইতি,২) সন্ন্যাসী মাইতি উভয়ের পিতা মদন মাইতি বাসস্থান ঘুসুরি মালী পাঁচঘড়া, হাওড়া নিকট হইতে চকপাড়ার মৌজার হাল ১৭৩১ দাগে হাল ৫৫৮৩ ও ৫৫৮৪ খতিয়ানে ১ কাটা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে বালি জগাছা B.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল প্রশান্ত খাঁড়া পিতা- জয়ন্ত খাঁড়া, সাং মহিয়াড়ী, পোঃ- আন্দুল মৌড়ী, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া ৭১১৩০২, মহাশয় উক্ত শেফালী দেবনাথ স্বামী- বলরাম দেবনাথ, সঙ্গীতা দাস স্বামী- রমেশ দাস, সবিতা ভান্ডারী পিতা- যামিনীকান্ত ভান্ডারী, সাং ও পোঃ -আড়গোড়ী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া-৭১১৩০২, মহাশয়া গনের ১৮।১০।২০১৭ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিঃ কৃত ৩২৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার অঞ্জনা ভান্ডারী স্বামী - নীলকমল ভান্ডারী ও সুনীতা ভান্ডারী স্বামী - তপন ভান্ডারী উভয়ের নিকট হইতে জেলা - হাওড়া, থানা -সাঁকরাইল, মৌজা আড়গোড়ী গ্রামে ২৭ নং জে. এল, ভুক্ত, হাল এল. আর. ১৫০৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৫১৬ হাল এল আর ১৫২৮ নং দাগে কমিবেশি ২.৪১৭৭ শতক সম্পত্তি ২৯।১।২০২৬ তারিখে হাওড়া সাব রেজিস্ট্রী ১ অফিসে রেজিঃ কৃত ০০৩৯০ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া নাম পত্তনে আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো আপত্তি থাকিলে বিঞ্জপ্তি প্রকাশের ৩০ দিলের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ বি. এল এন্ড এল আর ও সাঁকরাইল এর নিকট আপত্তি জানাতে পারেন। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেক।
SUMAN SHAW
ADVOCATE
Howrah Judges Court, Mob 9038217117

E-TENDER NOTICE
E-NIT-03 OF 2026-2027
Memo. No. 1768/BH-I/BDO
Dt. 23.07.2026
Online Tender is invited by the Block Development Officer, Bhangar-I Development Block, South 24 Parganas. Number of works: **09(Nine).** Last date of submission of rates online: **01.08.2026 (up to 18:50 Hours)**. Opening date of Tech. & Fin. bids: **04.08.2026.** Details including corrigendum (if any) will be available in the **'www.wbtenders.gov.in'** and office notice board.
Sd/- Block Development Officer, Bhangar-I Development Block, South 24 Parganas
Memo no-3022/DICO/S-24Pgs,Dt-24.07.26

NIT No. 01/BDO/MAN-I/2026-27 on behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) nos, sealed tender consisting of 01 (One) nos. for Construction of Different Development Schemes are invited by the Undersigned from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.IT. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Tender amount etc. may be viewed from **http//tenders.wb.gov.in** & office Notice Board in office hour. Last date of application for NIT No. - **01/BDO/MAN-I/2026-27** is 06.08.2026 upto 6 PM
Sd/-
Block Development Officer
Manbazar-I Development Block
Memo No: 1004/ICA/PURU Dt.-24/7/26

রামপুর চেকপোস্টে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে অপসারিত দুই মোটর যান পরিদর্শক, তদন্তে এসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ২৪ জুলাই ঃ পশ্চিম বর্ধমান ও ঝাড়খণ্ড সীমানায় অবস্থিত রামপুর তল্লাশি চৌকিতে ব্যাপক ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে প্রশাসনিক স্তরে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য পরিবহন বিভাগ। যানবাহন আটকে বেআইনিভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগে সেখানে কর্মরত দুই মোটর যান পরিদর্শক (এমভিআই-এনটি) অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাজিমুল হককে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করে পুরো বিষয়টি দুর্নীতি দমন বিভাগের (এসিবি) হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পরিবহন বিভাগের প্রধান সচিব রবি ইন্দর সিং জানান, দায়িত্বে থাকাকালীন এই দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে বেআইনি আর্থিক সুবিধা গ্রহণ ও অর্থ দাবির গুরুতর অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের সত্যতা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বরখাস্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনার প্রসঙ্গে রাজ্যের দুর্নীতি বিরোধী কঠোর অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানানো হয়েছে, দোষীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। দীর্ঘদিন ধরেই ওই তল্লাশি চৌকিতে পণ্যবাহী গাড়ি ও পরিবহন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নথিপত্র পরীক্ষার নামে বাড়তি অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠছিল। দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে সেখানে নতুন পরিদর্শকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতি দমন বিভাগকে দ্রুত তদন্তের বিবরণ জমা দিতে বলা হয়েছে। দুটি পরিদর্শকের বিরুদ্ধে একসঙ্গে এমন পদক্ষেপের ঘটনায় পরিবহন মহল ও আন্তঃরাজ্য সীমানা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ট্রাক-টোটোর সংঘর্ষে আহত ৪ জন, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৪ জুলাই ঃ ট্রাকের সঙ্গে একটি টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন টোটো চালক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দুই শিশু- সহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের মাথাভাঙা-শীতলকুচি সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ৪ জন যাত্রী নিয়ে এক টোটো চালক মাথাভাঙা পঞ্চানন মোড় থেকে শীতলখুচির দিকে যাচ্ছিলেন। উল্টো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে টোটোটির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের অভিঘাতে টোটোটি দুমড়ে- মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টোটো চালকের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত চালকের নাম নজরুল ইসলাম। দুর্ঘটনায় টোটোতে থাকা দুই শিশু-সহ চারজন যাত্রী গুরুতর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** টিএনপিআর-পার্কিং; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১০.৫০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-টিএনপিআর - এমএক্স-১৭৫-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান চার্কুলেটিং এলাকায়-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি - এমএক্স-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	স্থান আলুয়াবাড়ী রোড-এ দু চাকা, তিন চাকা ও চার চাকা জন্য পার্কিং লট।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৩-০৭-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৬শে আগস্ট, ২০২৬, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সদস্যদের পৃথকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে। সভার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়, অর্থাৎ ১৪৯, বি.টি. রোড, কামারহাটি, কলকাতা ৭০০ ০৫৮-কে গণ্য করা হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা-যার সাথে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (MCA)-এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪ /২০২০ (তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০), ১৭/ ২০২০ (তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০), ২০২০২০ (তারিখ ৫ মে, ২০২০), ০২২০২১ (তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১), ২১/ ২০২১ (তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১), ০২/২০২২ (তারিখ ৫ মে, ২০২২), ১০/ ২০২২ (তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২), ০৯/ ২০২৩ (তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), ০৯/ ২০২৪ (তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এবং ০৩/ ২০২৫ (তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)-এর বিধানসমূহ পঠিতব্য-এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (SEBI লিস্টিং রেগুলেশনস)-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ-যার সাথে SEBI বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (তারিখ ১২ মে, ২০২০), SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 (তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১), SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/ 62 (তারিখ ১৩ মে, ২০২২), SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 (তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩), SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/ P/ CIR/ 2023/167 (তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩) এবং SEBI বিজ্ঞপ্তি (তারিখ...)-এর বিধানসমূহ পঠিতব্য-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে... সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক যথাক্রমে ৩রা অক্টোবর, ২০২৪-এ জারি করা নির্দেশনার প্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আহ্বান করছে। সদস্যরা তাঁদের লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে VC/OAVM-এর মাধ্যমে এই সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা www.evoting.nsdl.com-এ সরাসরি সম্প্রচার (ওয়েবকাস্ট) দেখতে পারবেন এবং VC সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের এই উপস্থিতিকে সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৩ ধারার অধীনে সভার কোরাম গঠনের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে। উপরন্তু, উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('RTA') অথবা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যরা জেনে রাখতে পারেন যে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.ntcind.com)-এ এবং যেসব স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-অর্থাৎ বিএসই (BSE: https://www.bseindia.com) এবং সিএসই (CSE: www.cse-india.com)-সেগুলোর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমে এই বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ ওএভিএম -এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিঃ
কোম্পানি তার সকল শেয়ারহোল্ডারকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য 'রিমোট ই-ভোটিং' (সরাসরি সভায় উপস্থিত না হয়ে দূর থেকে ভোট প্রদান)-এর সুবিধা প্রদান করবে পাশাপাশি সভার চলাকালীন সময়েও ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।
কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান এবং ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনার জন্য 'ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড'-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যেসব সদস্য তাঁদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি- তাঁদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র কোম্পানির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা -এর দিন পর্যন্ত (ঐ দিনটি সহ) ইলেকট্রনিকভাবে উপলব্ধ থাকবে। যে সদস্যরা এই নথিপত্রগুলি পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের নাম, ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি (DP ID) ও ক্লায়েন্ট আইডি এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি উল্লেখ করে investors@ntcind.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ
যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ভৌত আকারে রয়েছে এবং যারা এখনও কোম্পানি, ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা আরটিএ -র কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা নিচের নথিপত্রগুলোর স্ক্যান করা কপি nvestors@ntcind.com বা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় ইমেল করে পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি এবং / অথবা পোস্টাল ব্যালটে অংশগ্রহণের জন্য লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনঃ
ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত একটি অনুরোধপত্র
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি এবং
গ. কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন-আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা অনুলিপি।
যেসব সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণ করেন এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা আপডেট করেননি, তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রয়েছে এমন ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা আপডেট করেন।
কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং 'ই- ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন অথবা ১৮০০ ১০২০ ৯৯০, ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ কিংবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ টোল-ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন কিংবা evoting@nsdl.com-এ সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রে-র কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) সদস্যদের অনুমোদনের জন্য বোর্ড ৩১ শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। তবে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করে রাখেন, যাতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
তানিয়া বনসাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫শে জুলাই, ২০২৬

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/Q-03/26-27 Dated 24.07.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1034245_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

PUBLIC NOTICE
SURRENDER OF RESEARCH ANALYST REGISTRATION
UDAY RAJ MITTAL
SEBI Registration No: INH300005404
FLAT NO-B3, 2ND FLOOR, 18/3 BANERJEE PARA ROAD, NEAR SUKHORANJAN SCHOOL, PASCHIM PUTIARI, CIRCUS AVENUE, KOLKATA, WEST BENGAL, 700041
NOTICE is hereby given that Uday Raj Mittal is desirous of making an application for the surrender of his Individual Research Analyst Registration bearing registration number INH300005404 and BSE Enlistment No.: NA. Any aggrieved party may make any representation against the surrender to Uday Raj Mittal at her relevant Registered Office address as indicated above, and they can lodge their compliant at SEBI Head Office Plot No. C4-A, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra, or at https://scores.sebi.gov.in/ within 15 days of the date of Notice.

গাজোলের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩ কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেফতার চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ জুলাই ঃ বাড়ির দোতলায় গড়ে উঠেছিল মাদক কারবারের গোপন আস্তানা! ১০০ গ্রামের ছোট ছোট প্যাকেটে ভরা হচ্ছিল ব্রাউন সুগার। গোপন সূত্রের খবরে পুলিশের হানায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক। মালদহের গাজোলে বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গাজোলের শিক্ষকপল্লী এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে গাজোল থানার পুলিশ। ঘটনায় বেআইনি মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষকপল্লীর ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরেই নিষিদ্ধ মাদক ব্রাউন সুগারের বেআইনি কেনাবেচা চলছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে গাজোল থানার আইসি কৌশিক বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই বাড়িতে হানা দেয়। তল্লাশির সময় বাড়ির দোতলার একটি ঘর থেকে একাধিক ছোট ছোট প্যাকেটে ভরা ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মাদক পাচারের সুবিধার জন্য প্রতিটি প্যাকেটের ওজন প্রায়

১০০ গ্রাম করে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। খুচরো বাজারে সরবরাহের উদ্দেশ্যেই এইভাবে প্যাকেটজাত করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত প্যাকেট মিলিয়ে প্রায় ৩ কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা হতে পারে বলে তদন্তকারী সূত্রের অনুমান। অভিযানের পর ঘটনাস্থলেই ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে উপস্থিত ছিলেন গাজোলের বিডিও সুমন ঘোষ। তিনি উদ্ধার হওয়া মাদক, প্যাকেটজাত করার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখেন। আইন মেনে বাজেয়াপ্তির পুরো প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়। ধৃত চারজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ। এই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কারা এর মূল চক্রের সঙ্গে জড়িত, কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে এই প্যাকেটগুলি তৈরি করা হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আন্তঃজেলা বা আন্তঃরাজ্য কোনও মাদক চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে আরও কয়েকজনকে নজরে রাখা হয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

আগস্ট/২০২৬ মাসের ই-নিলাম কার্যক্রম

জিএসডি পান্ডু ডিপোর এখতিয়ারভুক্ত স্ক্র্যাপ লট ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য **আগস্ট/২০২৬ মাসের** ই-নিলাম সময়সূচি নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে:

ক্র.নং.	মাস/বছর	নিলাম সময়সূচি নম্বর	তারিখ/সময়
১	আগস্ট/২০২৬	GSDPNO26N2711	০৩-০৮-২০২৬/১১:০০
২		GSDPNO26N2712	১৯-০৮-২০২৬/১১:০০

আগ্রহী বিডারদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ ও ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) -এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সিনিয়র ডিএমএম/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 25th July 2026	AS,464, Hatiara, Major Arterial Road, New Town KOLKATA	1:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

বিজ্ঞপ্তি DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 25th July 2026	H Rd, Anandapuri, Barrackpore, KOLKATA	5:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম
কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-৫৬-কেআইআর-আরজিজে-২৬, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ** ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১০:০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১০:৪০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,**ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-আরজিজে-টিওআই-২১৩-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নকল ৫০ টাকার নোটে বাড়ছে প্রতারণা, লেনদেনের আগে এই সহজ উপায়ে যাচাই করুন আসল নোট

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত ৫০০ বা ২০০০ টাকার নোট নিয়ে মানুষের সতর্কতা বেশি থাকে। কারণ উচ্চ মূল্যের নোট জাল হওয়ার আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে বেশি বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কম মূল্যের নোটও জালিয়াতদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ৫০ টাকার নকল নোট বাজারে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। অনেকেই ছোট মূল্যের নোট যাচাই না করেই গ্রহণ করেন, আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে প্রতারক চক্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনন্দিন কেনাকাটা, গণপরিবহণ, ছোট ব্যবসা বা খুচরো লেনদেনে ৫০ টাকার নোটের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। এই কারণে নকল নোট সহজেই মানুষের হাতে পৌঁছে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ধরা পড়ে না। ফলে সাধারণ মানুষ অজান্তেই আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। তাই শুধু বড় অঙ্কের নোট নয়, ছোট মূল্যমানের নোট গ্রহণের ক্ষেত্রেও সমান সতর্ক থাকা জরুরি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫০ টাকার আসল নোট চেনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছে। এগুলি খেয়াল করলে নকল ও আসল নোটের মধ্যে পার্থক্য বোঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। প্রথমত, নোটের সামনের অংশের নিচের বাম দিকে ' সংখ্যাটি বিশেষভাবে মুদ্রিত থাকে। নোটটি আলোয় ধরলে এই অংশটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এটি আসল নোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, নোটের মাঝখানে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি থাকে। ছবির প্রিন্টিং অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সূক্ষ্ম হয়। নকল নোটে অনেক সময় ছবির মান ঝাপসা বা অস্পষ্ট দেখা যায়। তৃতীয়ত, নোটের পিছনের

অংশে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল হাম্পির বিখ্যাত স্থাপত্যের ছবি মুদ্রিত থাকে। ছবির রং, নকশা এবং সূক্ষ্ম বিবরণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আসল ও নকলের পার্থক্য ধরা পড়তে পারে। চতুর্থত, নোটের ডান দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোগো এবং গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। এগুলির প্রিন্টিংও স্পষ্ট ও নিখুঁত হওয়া উচিত। অস্পষ্ট বা নিম্নমানের ছাপ থাকলে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে। পঞ্চমত, নোটের উপরের বাম দিকে এবং নিচের ডান দিকে ইউনিক সিরিয়াল নম্বর থাকে। দুটি অংশের নম্বর একই হবে এবং ছাপার মানও সমানভাবে পরিষ্কার থাকবে। এছাড়া নোটে অশোক স্তম্ভের প্রতীক এবং দেবনাগরী লিপিতে ' লেখা থাকে, যা আসল নোটের অন্যতম পরিচয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলিও ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। প্রশ্ন উঠতেই পারে, মাত্র ৫০ টাকার নোট জাল করে প্রতারকদের লাভ কী? এর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে মানুষের অসতর্কতার মধ্যেই। বড় অঙ্কের নোট হাতে পেলে অধিকাংশ মানুষ ভালোভাবে পরীক্ষা করেন। কিন্তু ৫০ টাকার মতো ছোট মূল্যমানের নোট সাধারণত যাচাই না করেই গ্রহণ করা হয়। এই অভ্যাসের সুযোগ নিয়ে জাল নোট বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়ে যায়। তাই যেকোনও নগদ লেনদেনের সময় কিছুটা সময় নিয়ে নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলি দেখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সন্দেহজনক কোনও নোট হাতে এলে তা ব্যবহার না করে নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক শাখায় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াই উচিত। সামান্য সচেতনতা আপনাকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এবং জাল নোটের বিস্তার রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নগদ লেনদেনের সময় অধিকাংশ মানুষ ৫০০ বা ২০০ টাকার নোট পরীক্ষা করলেও ৫০ টাকার নোট সাধারণত না দেখেই গ্রহণ করেন। আর এই অসতর্কতার সুযোগ নিচ্ছে জাল নোট চক্র। সম্প্রতি বাজারে ৫০ টাকার নকল নোটের চলাচল নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। ছোট মূল্যমানের হওয়ায় এই নোট সহজেই মানুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা ধরা পড়ছে না।ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক -এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, আসল ৫০ টাকার নোটে বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকে। নোটের মাঝখানে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি, পিছনের দিকে হাম্পির বিখ্যাত স্থাপত্যের ছবি, ডান পাশে গভর্নরের স্বাক্ষর ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোগো, উপরে ও নিচে ইউনিক সিরিয়াল নম্বর এবং দেবনাগরী লিপিতে ' লেখা থাকে। এছাড়া আলোয় ধরলে নিচের বাম দিকে '৫০ সংখ্যাটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিয়ে দেখলে আসল ও নকল নোটের মধ্যে পার্থক্য বোঝা সহজ হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, ছোট অঙ্কের নোট মানুষ সাধারণত যাচাই করেন না বলেই প্রতারকরা ৫০ টাকার নকল নোট বেশি ছড়ানোর চেষ্টা করে। তাই দোকান, বাজার বা অন্য কোনও নগদ লেনদেনের সময় সামান্য সতর্ক থাকাই বড় ক্ষতি এড়ানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। সন্দেহজনক নোট হাতে এলে সেটি ব্যবহার না করে নিকটবর্তী ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৫০ বছর ধরে মহাকাশে বাজছে এক ভারতীয়র কণ্ঠ

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ আজ থেকে প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগে পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাত্রা করেছিল ভয়েজার ১ ও ভয়েজার ২ নামক মহাকাশযান। ইতিহাস বলে, এই যাত্রায় নাকি সঙ্গী হয়েছিল ভারতের এক অতিক্ষুদ্র গ্রামের এক কোকিলকণ্ঠী! অথচ সময়ের সঙ্গে তাঁর নাম প্রায় ভুলতেই বসেছে ভারতবাসী। ১৯৭৭ সাল, নাসার উদ্যোগে ভয়েজার ১ ও ২ মহাকাশযাত্রা করে। এই যানে কোনও অভিযাত্রী ছিলেন না। অচেনা গ্রহগুলির সম্পর্কে আরও জানার উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে লক্ষ করা হয়েছিল সেটি। এ সময় পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক হিসেবে এই দুই মহাকাশযানের সঙ্গে পাঠান হয় এক তামার ডিস্ক, যা ' গোল্ডেন রেকর্ড' নামে পরিচিত। এ যানটির উৎসস্থল যে পৃথিবী, ডিস্কটি তারই বার্তাবাহক। ডিস্কটিতে ভরা ছিল ১১৫টি ছবি, পৃথিবীর নানান প্রাকৃতিক শব্দ, ৫৫টি ভিন্ন ভাষায় জানান শুভেচ্ছাবার্তা এবং মোট ২৭টি গান। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগানের নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি গানগুলি নির্বাচন করেছিল। কিন্তু মহাকাশে এমন গান-ছবি পাঠানোর প্রয়োজন কী? ভারতের গানটি ছিল একখানা তিন মিনিটব্যাপী ক্লাসিক্যাল মিউজিক ট্র্যাক। গেয়েছিলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী কেসরবাই কেরকর। পরিবেশিত রাগ ভৈরবীর বন্দিশ 'যাত কাহা হো'। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ, অসাধারণ কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আর নির্দ্বিধায় বেছে নিয়েছিলেন সুরশ্রী কেসরবাই কেরকরকে।

প্রিভিলেজ মোশন আসতেই

১-র পাতার পর- পর বৃহস্পতিবার রাতে কালীঘাট শিবিরে বিধায়কদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই কুণালকে হুঁশিয়ারি দেন নেত্রী। ভবিষ্যতে যেন আর এমন পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেই বিষয়ে কুণালকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। যদিও দলীয় বৈঠকের বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি বেলেঘাটার বিধায়ক। তবে নেত্রীর বার্তার পরেই যে শুভেন্দুর স্পিকারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কুণাল, তা স্পষ্ট। কিন্তু ক্ষমা চাইলেও বিধানসভার প্রেস কর্নারে এসে সাংবাদিকদের সামনে বরাবরের মতোই আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তোপ দেগে কুণাল বলেন, ''আমার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন আনা হয়েছে। বুঝতে পারছি আমি ওদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছি। ওরা কী চাইছে? আমার বিধায়ক পদ খারিজ করতে চাইছে তো? করে দিক! আসলে পেছন দরজা দিয়ে এরা কাজটা করতে চাইছে।'' বিধানসভায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে কুণাল আরও যোগ করেন, ''আমাকে কোনও বিতর্কে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। ৯০ সাল থেকে সাংবাদিক হিসেবে বিধানসভায় আসছি, এখন আমিই নাকি সরকার পক্ষের গলার কাঁটা! আমি অধ্যক্ষ বা হাউস-কাউকেই অপমান করিনি। অধ্যক্ষের চেয়ারকে সম্মান জানিয়েই আমি চিঠি দিয়েছি যাতে আমাকে বলতে দেওয়া হয়।'' বিজেপি ও সরকার পক্ষকে একবন্ধনীতে রেখে তাঁর মন্তব্য, ''সরকার আসলে নির্জীব ও নির্বিষ বিরোধী চাইছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের বেঞ্চটাই আসল বিরোধী। আমরা মানুষের কথা বলছি বলেই এত সমস্যা। ভোটে হারাতে পারেনি, তাই এখন প্রিভিলেজ নোটিস এনে বিধায়ক পদ কাড়তে চাইছে। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এই বিজেপি কীভাবে পুরো অধিবেশন বানচাল করেছিল দেখা আছে। ওরা এখন আমাকে শিষ্টাচার শেখাবে?'' একদিকে স্পিকারকে চিঠি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ, আর অন্যদিকে প্রেস কর্নারে দাঁড়িয়ে বিজেপি ও সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার-শুক্রবার কুণাল ঘোষের এই দ্বিমুখী অবস্থানে চড়েছে বিধানসভার রাজনৈতিক পারদ।

সোমবারই দিল্লিতে ধর্নায়

১-র পাতার পর- গান্ধি স্মৃতিস্থলে গিয়েছিলেন। এবার দিল্লির আন্দোলনে অংশ নিতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই আন্দোলনে এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমর্থন জানালেও, এবার সরাসরি তাতে সামিল হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্দোলনে যোগদান করে তৃণমূল নেত্রী জাতীয় রাজনীতিতে বার্তা দিতে চাইছেন যে দেশে যেখানেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই, সেখানে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গেও দেখা করতে পারেন। কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধি-রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির সিজেপি আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিয়ে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ''আদোলনটা উঠে যাবে, নিশ্চিত থাকুন, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার হাত ধরেছেন, সেই ডুবেছে। প্রতিটা জায়গায় রাষ্ট্রদ্রোহের চর্চা করে যাওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার সমস্ত পাঠ পড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করার চক্রান্তে নিত্য ছিলেন। এটা নিয়ে বলার কিছু নেই।'' শতরূপ ঘোষ বলেন, ''কে মমতা বনেন্দ্যাপাধ্যায়? যিনি বাড়িতে বৈঠক ডাকলে নিজের দলের সাংসদ-বিধায়করা যান না, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? এর আগে বিজেপির বিরুদ্ধে বামপন্থীরা যখন আন্দোলন করত, তখন উনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন লাঠি মেরে সেই মিছিল ভাঙতেন, যারা আন্দোলন করতেন, তাদের জেলে ভরতেন, এখন নিজে ভোটে হেরে গিয়ে আমাদের সামনে ভিক্ষের বাটি নিয়ে ঘুরছেন, আমাদের সঙ্গে এসো। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে প্রতি বছর মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের প্রশ্ন ফাঁস হত। সরকারি চাকরি বিক্রি হয়েছে। তিনি ফালতু প্রতিবাদে গিয়ে কেন প্রতিবাদকে কলুষিত করছেন?''

লোকসভায় তৃণমূলের নতুন ডেপুটি

১-র পাতার পর- লিক আর দিল্লির যন্তর মন্তরে চলা ছাত্র বিক্ষোভের জন্য উত্তাল রয়েছে সংসদও। এদিকে আবার মহিলা সাংসদদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, কুরুচিকর মন্তব্য এবং অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে লোকসভার চলতি বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ জানান তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। সেই অভিযোগে দাবি করা হয়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা সাংসদদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন এবং এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সংসদের মর্যাদার পরিপন্থী ও অসংসদীয়। অন্য এক এনসিপিআই সাংসদ মিতালী বাগের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়ে পড়েন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধেও কটূক্তি করার অভিযোগ ওঠে। একাধিক মহিলা সাংসদের তরফে অভিযোগ সামনে আসার পর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

অগ্নিমিত্রার ভূয়সী প্রশংসায়

১-র পাতার পর- প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে ডিম, মাছ ও নিরামিষ পদ, মিলবে বসে খাওয়ার সুব্যবস্থা। অন্যদিকে, নগর পরিষেবা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে নেওয়া হয়েছে একাধিক কঠোর পদক্ষেপ। পুর এলাকার পার্কিংয়ে তোলাবাজি বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এবার থেকে কোনও কর্মীদের নগদ টাকা দেওয়া যাবে না, সব পেমেন্ট হবে অনলাইনে। পাশাপাশি, টাকা নিয়ে বেআইনিভাবে হকার বসানোর যে প্রবৃত্তি তৈরি হয়েছে এবং যার জেরে নাগরিকদের কালঘাম ছুটছে, তার বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত মিলেছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে থাকবে 'জিরো টলারেন্স' নীতি, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ক্ষেত্রে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বাকি জায়গাগুলোতেও তা দ্রুত শুরু হতে চলেছে, যাতে গার্ডেনরিচ বা তারাতলার বেআইনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কোনওভাবেই না ঘটে।

বিমানসংস্থা চালুর জল্পনায় ইতি, সরকারের কাছে নিয়ম বদলের দাবি অস্বীকার করল আদানি গোষ্ঠী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ দেশের বিমান পরিবহণ ক্ষেত্র নিয়ে সম্প্রতি নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, বিমানবন্দর পরিচালনার পাশাপাশি এবার নিজস্ব বিমানসংস্থা চালু করার পরিকল্পনা করছে আদানি গোষ্ঠী। এমনকি সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিদ্যমান নিয়ম শিথিল করার আবেদনও নাকি জানানো হয়েছে বলে খবর ছড়ায়। তবে এই সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে স্পষ্ট অবস্থান জানিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। সংস্থার পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, বর্তমানে বিমানসংস্থা পরিচালনার কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই এবং এ সংক্রান্ত কোনও নীতিগত পরিবর্তনের দাবিও সরকারের কাছে জানানো হয়নি। আদানি গোষ্ঠীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর বাস্তবসম্মত নয়। সংস্থা স্পষ্ট করেছে যে, তারা বিমান পরিবহণ পরিষেবায় প্রবেশের জন্য কোনও প্রস্তাব তৈরি করেনি বা সেই উদ্দেশ্যে সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা চালাচ্ছে না। ফলে বিমানসংস্থা চালু করা বা সংশ্লিষ্ট নিয়ম পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছে তারা। এই জল্পনার মূল কারণ ছিল দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর গুলিতে আদানি গোষ্ঠীর শক্তিশালী উপস্থিতি। বর্তমানে মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালনাকারী সংস্থায় প্রায় ৭৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে আদানি গোষ্ঠীর। পাশাপাশি দেশের আরও একাধিক বড় বিমানবন্দরের পরিচালনার দায়িত্বও তাদের হাতে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকের ধারণা ছিল, বিমানবন্দর পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সংস্থাটি ভবিষ্যতে বিমান পরিষেবা ক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে পারে। জল্পনার কেঃদ্র ছিল দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দরকে ঘিরে একটি পুরনো নিয়ম। ২০০৬ সালে এই দুই বিমানবন্দর বেসরকারিকরণের সময় চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, বিমানবন্দর পরিচালনাকারী সংস্থা কোনও নির্দিষ্ট বিমানসংস্থায় ১০ শতাংশের বেশি অংশীদারিত্ব রাখতে পারবে না। সম্প্রতি দাবি করা হয়েছিল, আদানি গোষ্ঠী এই শর্ত শিথিল করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে, যাতে ভবিষ্যতে বিমানসংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও বাধা না থাকে। যদিও সংস্থার তরফে এই দাবিও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছরের ডিসেম্বর মাসেই গৌতম আদানির ছেলে জি আদানি প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন যে, আদানি গোষ্ঠীর বিমানসংস্থা চালুর কোনও পরিকল্পনা নেই। সাম্প্রতিক বিবৃতিও সেই অবস্থানকেই পুনর্ব্যক্ত করেছে। ফলে আপাতত বিমান পরিবহণ ব্যবসায় নতুনভাবে প্রবেশের সম্ভাবনা নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই থেমে গেল। বর্তমানে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবার বাজারে ইন্ডিগো এবং এয়ার ইন্ডিয়ার আধিপত্য রয়েছে। এই দুই সংস্থাই দেশের মোট অভ্যন্তরীণ যাত্রী পরিবহণের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সেই কারণে অনেকেই মনে করেছিলেন, আদানি গোষ্ঠীর মতো বড় কর্পোরেট সংস্থা এই খাতে প্রবেশ করলে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং যাত্রীরা আরও বেশি বিকল্প ও উন্নত পরিষেবা পেতে পারেন। তবে সংস্থার সর্বশেষ অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, অন্তত এই মুহূর্তে এমন কোনও পরিকল্পনা তাদের নেই। ফলে বিমানসংস্থা চালু নিয়ে যে জল্পনা কয়েকদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, তা আপাতত থেমে গেল। আদানি গোষ্ঠীর দাবি, তারা বর্তমানে বিমানবন্দর পরিচালনা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নের দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছে এবং বিমান পরিবহণ পরিষেবা ব্যবসায় প্রবেশের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

রথযাত্রা থেকে উল্টোরথ অবধি সন্দরবনে বীজ বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী, ২৪ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের সুন্দরবনের ঝড়খালিতে সুমনা এন্ড ফ্রেন্ডস, চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এবং সৃষ্টি সুন্দরবন এনজিও - এর যৌথ উদ্যোগে রথযাত্রা উপলক্ষে সুসম্পন্ন হল এক অভিনব প্রয়াস। সুন্দরবনের খুব প্রান্তিক অঞ্চলের প্রায় ৫০টি দুর্গত চাষী পরিবার এবং ব্যাঘ্র-বিধবা পরিবারদের মধ্যে রথযাত্রা থেকে উল্টোরথ অবধি এই দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফ থেকে বিতরণ করা হল বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ। এই বীজগুলির মধ্যে যেমন ছিল আদার বীজ, তেমনই একইসাথে বিতরণ করা হয় বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ যেমন - চালকুমড়ো, লাউ, পুঁইশাক ইত্যাদির বীজ। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুর্গত চাষী পরিবার এবং সহায়-সম্বলহীন ব্যাঘ্র-বিধবা পরিবারের মধ্যে বীজ বিতরণ করে তাঁদের একটু সহযোগিতা করার সামান্য প্রচেষ্টাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এই অভিনব উদ্যোগের দুই সহযোগী, কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, 'সুমনা এন্ড ফ্রেন্ডস এর চেয়ারপার্সন, সুমনা সেনগুপ্ত এবং সৃষ্টি সুন্দরবন এনজিও -এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌতম মন্ডল উভয়ের বক্তব্য একই। তাঁরা মনে করেন, উৎসবের প্রকৃত উদযাপন আসলে লুকিয়ে থাকে মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর মধ্যেই তাইতাঁরা সেবাব্রতেই এবারের রথযাত্রা উদযাপনের কথা ভেবেছেন। এবারে ওঁনারা প্রায় ৫০টি দুর্গত চাষী পরিবার এবং বিশেষত ব্যাঘ্র-বিধবা পরিবারের মধ্যে বীজ বিতরণ করেছেন। ওঁনারা বলেন, আগামীতে সুন্দরবনের আরো বেশিসংখ্যক পরিবার যাতে আমাদের এই উদ্যোগের দ্বারা উপকৃত হয়, আমাদের সে চেষ্টাই থাকবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের অরণ্য সপ্তাহ পালন

নামখানা, ২৪ জুলাইঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের দ্বারিকনগর শাখায় গত বুধবার ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা সঙ্ঘের সেক্রেটারি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক ফাল্গুনী মন্ডল, গুরুপদ পাল, অরবিন্দ মাইতি, সন্ধ্যা মন্ডল, তারাপদ পাল, প্রসেনজিৎ পড়ুয়া সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, এলাকার মায়েরা এবং সংঘের সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচির মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানোর গুরুত্ব, গাছের পরিচর্যা এবং সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তাও তুলে ধরা হয়।ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। এদিনের এই অরণ্য সপ্তাহ পালন কর্মসূচি স্থানীয় মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আয়োজকদের আশা।

বৈঠকের পর শনিবার পর্যন্ত সময়

১-র পাতার পর- বিষয়ে সরকার শনিবার দুপুর পর্যন্ত সময় চেয়ে নিয়েছে। আমরা আশা করছি সরকার তাঁকে দ্রুত পদ থেকে সরিয়ে দেবে।'' একই সঙ্গে সিজেপি নেতৃত্ব কড়া বার্তা দিয়ে রেখেছে, শিক্ষামন্ত্রী পদে না ইস্তফা দিলে আন্দোলন আরও বড় আকার নেবে। উল্লেখ্য, গত এক মাস ধরে যন্তর মন্তরে সিজেপি-র নেতৃত্বে নিট কাণ্ড নিয়ে লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভ চলছে। গত ২০ জুলাই সংসদ ভবন অভিযানের সময় সেই আন্দোলন চরম হিংসাত্মক রূপ নেয় এবং পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সেই উত্তপ্ত আবহের পরই কেন্দ্র সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তা স্পষ্ট করতে শনিবার আবারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে সিজেপি প্রতিনিধিদলের তৃতীয় দফার বৈঠক হতে চলেছে।

অভিষেকের সেবাশ্রয় নিয়ে আজ

১-র পাতার পর- টার্গেট করা হচ্ছে। তাহলে তাকে জবাবী ভাষণ দিতে দেওয়া হোক। তাকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানাক। সে তো সাংসদ। লোকসভায় আপনাদের লোক আছে। সেখানে প্রশ্ন করুন, যাতে সেখানে উত্তর দিতে পারে। এখানে কেন করা হচ্ছে? যে নেই তাকে বিঁধছে।'' তৃণমূল জমানায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'সেবাশ্রয়' শিবির চালু করেছিলেন। দূরদূরান্ত এমনকী ভিন রাজ্য থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ নিখরচায় নিখুঁত চিকিৎসার আশায় এখানে আসতেন। সেই সময় রাজ্যজুড়ে এই ধরনের শিবির ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের শোচনীয় পরাজয়ের পর দৃশ্যপট বদলে যায়। একের পর এক আইনি ও আর্থিক তদন্তের মুখোমুখি হতে হয় অভিষেককে, আর তার পরেই প্রকাশ্যে আসতে থাকে সেবাশ্রয়ের অন্ধকার দিকটি। শিবিরে চিকিৎসা করাতে গিয়ে চরম প্রতারণা ও দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ। পায়ে সামান্য ব্যথা নিয়ে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে চিকিৎসা করাতে গিয়ে শেষমেশ সংক্রমণ ছড়িয়ে সম্পূর্ণ পা হারাতে হয়েছে মালতী বিশ্বাস নামে এক মহিলাকে। অন্যদিকে, এক শিশুর সঠিক চিকিৎসার আশায় মা-বাবা তাকে শিবিরে নিয়ে এলেও ভুল চিকিৎসার বলি হয়ে হাত খোয়াতে হয় বাচ্চাটিকে। উভয় ক্ষেত্রেই থানায় লিখিত এফআইআর দায়ের হয়েছে। নিছক গাফিলতি নাকি এর নেপথ্যে বড় কোনও চক্র কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই তদন্তের জোর দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার কেবিন ও মেদিনীপুরের মধ্যে ৪৪০ কোটি টাকার তৃতীয় লাইন প্রকল্পের অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার কেবিন ও মেদিনীপুরের মধ্যে ৪৪০ কোটি টাকার তৃতীয় লাইন প্রকল্পের অনুমোদন দিল ভারতীয় রেলদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহন করিডোরে রেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে, ভারতীয় রেল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার কেবিন এবং মেদিনীপুরের মধ্যে ১৪.৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ তৃতীয় লাইন নির্মাণের জন্য ৪৪০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।এই প্রকল্পটি ভারতীয় রেলের সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই অংশ, যার লক্ষ্য হলো অধিক ঘনত্বের রুটগুলিতে নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর ফলে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের দ্রুত চলাচল যেমন সহজ হবে, তেমনই শিল্প ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্রমবর্ধমান পরিবহনের চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হবে।নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার কেবিন ও মেদিনীপুরের মধ্যে তৃতীয় লাইনঅনুমোদিত এই প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার কেবিন ও মেদিনীপুরের মধ্যে ১৪.৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি তৃতীয় লাইন নির্মাণ করা হবে।এই অংশটি 'হাই ইউটিলাইজেশন নেটওয়ার্ক' (HUN-2) রুটের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এই রুটের নিমপুরা ওয়েস্ট আউটার কেবিন-গোকুলপুর অংশটি একটিমাত্র লাইন (সিঙ্গেল লাইন) হিসেবে চালু রয়েছে, তবে সেখানে ডাবলিং বা লাইন দ্বিগুণ করার কাজ ইতিমধ্যেই চলছে। অতিরিক্ত এই তৃতীয় লাইনটি এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ করিডোরে লাইনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে এবং পরিচালনগত নমনীয়তা বা।।বে।পণ্য পরিবহন সক্ষমতা ও যাত্রী পরিষেবায় গতিএই রুটে প্রচুর পরিমাণে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা হয়। এখানে ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লোহা, কঃটইনার, কয়লা, ক্লিংকার, পেলেট আয়রন, লোহা ও ইস্পাত, গম, পাথর, স্লিপার, স্ল্যাগ, লবণ, চাল, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, চুনাপাথর, জিপসাম, সার, ভোজ্য তেল, রাসায়নিক লবণ, কাঠকয়লা, সিমেঃট, ব্যালাস্ট এবং ছাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহন করা হয় যার মোট পরিমাণ বছরে প্রায় ২৩.৮০ মিলিয়ন টন (গ্বঙ্খগুক)।বিদ্যমান অংশটিতে লাইনের সক্ষমতা ব্যবহারের হার ১১৫.৭১, যা তীব্র যানজট বা অত্যধিক চাপের ইঙ্গিত দেয়। তৃতীয় লাইনটি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাপ সামলানোর জন্য অতিরিক্ত সক্ষমতা তৈরি করবে এবং পুরো করিডোর জুা পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।উন্নত রেল সক্ষমতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বছরে অতিরিক্ত ৩.৫২ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহনের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নত পরিকাঠামো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের চলাচল সহজ করবে, পরিচালনগত বাধা কমাবে, নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াবে ।

NAME CHANGE
I, Bablu Bhakta my father's (Old Name) Late Mahendra Bhakta resident of Vill-Betai Itkholapara , Po-Betai , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my father's name from Mahendra Bhakta to Mahendranath Bhakta and henceforth my father's name shall be known as Mahendranath Bhakta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/07/2026. My father's name Mahendranath Bhakta & Mahendra Bhakta both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Abdul Salam Malik S/O- Jaynal Mallik, resident of Vill- Banshipur, P.O.- Chopa P.S.- Gurap, Dist.- Hooghly, West Bengal, PIN-712308, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL SALAM MALLIK vide Affidavit No.-1558 dated 24/07/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Abdul Salam Malik and Abdul Salam Mallik both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Pijush Das S/O- Prabhat Kumar Das @ Probhat Kumar Das, resident of - 41/1 Shri Adwaita Sadak, Shantipur, P.O. & P.S.- Shantipur, Dist.- Nadia, West Bengal, PIN-741404, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as PIJUSH KUMAR DAS vide Affidavit No.-1557 dated 24/07/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Pijush Das and Pijush Kumar Das both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Pravat Kumar Mukherjee S/O-Umapada Mukherjee, resident of - Nari More, Khanpukur, Kalna Road, P.O. & P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as PRABHAT KUMAR MUKHERJEE vide Affidavit No.- 1556 dated 24/07/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Pravat Kumar Mukherjee and Prabhat Kumar Mukherjee both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, UTTARA RANI ROY, W/O SHANKAR ROY RESIDING AT 17 SUDHIR ABASAN, UTTARAYAN, P.O.&P.S. MADHYAMGRAM, DIST. NORTH 24 PGS. DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTTARA ROY IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 2957 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT ON 23/7/2026. UTTARA RANI ROY AND UTTARA ROY BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি সুভাঙ্গিনী দাস, পিতাঃ নরেন্দ্র নাথ দাস বয়স -৩৩, ঘোষনা করিতেছি যে গত ১৬.৫.১২ তারিখে সেখ হামিদুল আলিকে বিবাহ করিয়াছিলাম, এবং সুহানা খাতুন নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম, বর্তমানে ১৬.৪.২৬ তারিখে আমার স্বামীর সহিত বৈধ বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের পর আলিপুরের মহামহিম 1st Class Judicial Magistrate Court এর এফিডেভিট বলে আমি পূর্বের সুভাঙ্গিনী দাস হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। সুভাঙ্গিনী দাস, পিতা নরেন্দ্র নাথ দাস ও সুহানা খাতুন একই অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Quased Seikh (old name) S/o-Saiid Sk residing at Khoisbaspur, Khoisbaspur, Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742136 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from QUASED SEIKH to KASED SK and henceforth I shall be known as KASED SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 23/07/2026. QUASED SEIKH (old name) and KASED SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MADHUMITA BANDYOPADHYAY alias MITA BANERJEE(Old Name) S/O– Salil Bandyopadhyay resident of Memari Nabapally, P.O. & P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, PIN-713146 WB I have changed my name and shall henceforth be known as MADHUMITA BANERJEE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 24/06/2026. My name MADHUMITA BANDYOPADHYAY, MITA BANERJEE and MADHUMITA BANERJEE all are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sk Ali Hossain & Sk Ali Hassain (Old Name) S/O–Motahar Sekh resident of Vill-Darbarpur Paschim Para , Po-Dwarka, Ps-Labpur , Dist-Birbhum, West Bengal, Pin-731303 do hereby declared that I have changed my name from Sk Ali Hossain & Sk Ali Hassain to Seikh Ali Hossain and henceforth I shall be known as Seikh Ali Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 24/07 / 2026. My name Seikh Ali Hossain & Sk Ali Hossain & Sk Ali Hassain both are same and one identical person.

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর রাতেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১০০টি নতুন শয্যা, জেলাবাসীর জন্য বড় স্বস্তি

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুলাই ঃ সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর ঝটিকা সফরের পর জেলাবাসীর জন্য বড় সুখবর দিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশের পর রাতেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নতুন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ চালু সহ সেখানে নতুন মোট ১০০টি শয্যা বরাদ্দ করার নির্দেশিকা জারি করেছে। এর ফলে জেলাবাসী কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১০ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদ সফরে এসে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগে আসন বৃদ্ধি এবং চিকিৎসক নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন এতদিন ঝুলে ছিল। বৃহস্পতিবার ফের জেলায় এসে তিনি প্রথমেই খোঁজ নেন সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েছে কিনা। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে কান্দির কর্ণসুবর্ণ এলাকায় সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর তিনি সরাসরি চলে যান মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে দুর্ঘটনায় আহত এক ছাত্রী এবং এক সাধারণ নাগরিকের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। ওয়ার্ড ঘুরে দেখার সময়ই তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চান, ১০ জুলাই ঘোষিত নতুন বিভাগ চালু করার কাজ কতদূর এগিয়েছে। সূত্রের খবর, তখনই জানা যায় এখনও নতুন বিভাগগুলি চালু করার কোনও নির্দেশিকা জারি হয়নি। এই খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের আধিকারিকদের সামনে ‘ ক্ষোভ ’ প্রকাশ করেন। তিনি হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়েই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের ফোন করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া মনোভাবের জেরে রাতেই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবারই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে সরকারি নির্দেশনামা জারি করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২০ শয্যা বিশিষ্ট নিউরো মেডিসিন বিভাগ এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট নিউরোসার্জারি বিভাগ চালু করা হবে। পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকে কার্ডিওলজি বিভাগে ২০টি এবং ইন্টেন্সিভ ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICCU)-তে আরও ১০টি, নেফ্রলজি বিভাগে ২০টি ও একই সঙ্গে কার্ডিওথোরাসিক এবং ভাসকুলার সার্জারি বিভাগেও ১০টি শয্যা চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে এই ১০০টি শয্যা যাতে অতি দ্রুত রোগীদের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বেড, অক্সিজেন, মনিটর-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরির কাজও শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা, কান্দি, ডোমকল, জঙ্গিপুর, লালবাগ-সহ প্রত্যন্ত এলাকার বহু মানুষ জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য এই মেডিক্যাল কলেজের উপর নির্ভরশীল। নিউরো, কার্ডিও, নেফ্রোলজি এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মতো বিভাগগুলো মেডিক্যাল কলেজে না থাকায় রোগীদের ভুগতে হয়। অন্য কিছু বিভাগেও পর্যাপ্ত শয্যা না থাকার ফলে অনেক সময় রোগীদের কলকাতায় রেফার করে পাঠাতে হয়। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে জেলাবাসী উপকৃত হবেন বলেই মত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্তাদের। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি না থাকায় অনেক কষ্ট করে চিকিৎসার জন্য জেলার বাইরে যেতে হয়। নতুন বিভাগগুলি চালু হওয়ায় আমাদের অনেক সুবিধা হবে।

মাছ ধরার নৌকায় অস্ত্র পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার চার, উদ্ধার অস্ত্রসস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ২৪ জুলাই ঃ এবারে সুন্দরবনে মাছ ধরার নৌকায় অস্ত্র পাচারের ঘটনা। বিপুল

পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার চার। চারজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ।মাছ ধরার নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ও বেশ কয়েকটি কার্তুজ। সু ন্দরবন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় নৌকায় থাকা ৪ জনকেই আটক করে ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও বন দপ্তর। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও বন দপ্তর। যৌথ অভিযান চালিয়ে তারা সুন্দরবন এলাকা থেকে প্রথমে ‘আইএফবি ঝুমা’ নামে একটি ভারতীয় মাছ ধরার নৌকা আটক করে। নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ৫টি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। সেই সময় নৌকায় ৪ জন ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই আটক করে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজও পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড ও বন দপ্তরের আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রগুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, কী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতদেরকে শুক্রবার আলিপুর সদর আদালতে পেশ করে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না তা জানতে ধৃতদের পুলিশ হেফাজতের জন্য আবেদন করেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমি শ্রী ভাস্কর চক্রবর্তী, পিতা- নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, সাং- ৩৬ নং এইচ রোড বেলগাছিয়া, থানা লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, এতদ্বারা জানাইতেছি, আমি লিলুয়া থানার অন্তর্গত চামরাইল মৌজার হাল-৯৫৭ নং খতিয়ানে হাল-২৭৪৮ নং দাগে-০.০৪৯৫ একর পরিমান জমি-৪২৪৭ নং দলিল মূলে ১৭.০৫.২০১২ সালে D.S.R. কর্তৃক খরিদ করিয়া ভোগ দখলে কায়েম আছি বর্তমানে উক্ত জমিটি আমি মিনতি দাস হইতে খরিদ করি, মিনতি দাস, জগন্নাথ দাস তার পক্ষে আমমোক্তার রাজ কুমার মন্ডল, পিতা-বলাই চন্দ্র মন্ডল এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছি, Power No. IV-00409, তারিখ-২৬.০৩.২০০৯ D.S.R. হাওড়া, উক্ত পাওয়ার সম্বন্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা ব্লক B.L. & L.R.O এর অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি মনষা রবিদাস, স্বামী-অজিত রবিদাস, সাং- গোবরা নেতাজী নগর, পোঃ চণ্ডীতলা, থানা-ডানকুনি, জেলা-হুগলী-৭১২৭০২,এতদ্বারা জানাইতেছি লিলুয়া থানার অধীন চকপাড়া মৌজার অন্তর্গত হাল-১১২৭৮ নম্বর খতিয়ানে হাল ১২৬৩ নং দাগে ০.০২৪৮ একর জমি অদ্য-২৯/১/২০২৪ তারিখে A.D.S.R. কর্তৃক I-593/24 নং দলিলমূলে জয়ন্ত পাল, পিতা-স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র পাল এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ১) রাম প্রসাদ অধিকারী ও ২) পূর্ণিমা অধিকারী হইতে খরিদ করিয়া ভোগদখলে কায়েম আছি। Power No. -০৫০২১২০১৬/২০২৩। উক্ত পাওয়ার সম্বন্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি জগাছা ব্লক B.L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, পিঙ্কি দলুই, স্বামী- শ্রী নিমাই দলুই, সাং-গ্রাম ও পোঃ-চকপাড়া, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, লিলুয়া থানার অধীন চকপাড়া মৌজার অন্তর্গত হাল-৬৭২ নং খতিয়ানে হাল-২৫৬৩ নং দাগে ০.০২৪৮ একর পরিমান জমি অদ্য ০১-০৬-২০২৩ তারিখে I-5244 নং দলিল মূলে খরিদ করিয়া ভোগ দখলে কায়েম আছি উক্ত জমিটি সোমা দাস হইতে খরিদ করি সোমা দাস উক্ত জমিটি কানন বালা প্রধান এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ১) গৌতম কুমার, ২) শিবু রায় হইতে খরিদ করিয়াছেন, উক্ত Power নং -IV-৮৬ তারিখ ২০/০২/০৬ D.S.R.হাওড়া-উক্ত পাওয়ার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.বালিজগাছা ব্লক এ যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

কবীরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

(সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৭৪পিএলসি১৫৭৫৯৮)
রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউজ, ৭ ক্যামাক স্ট্রিট,
ইউনিট নং. ৩বি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১৭, ফোন নং.ঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩,
ই-মেলঃ kilgroup2010@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
		জুন ৩০, ২০২৬	মার্চ ৩১ ২০২৬	জুন ৩০ ২০২৫	মার্চ ৩১ ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে আয়	২.৬২	১০.৫৩	৭.০১	৪৭.৩৮
২.	অন্যান্য আয়	২.১২	১.৩০	-	১.৩০
৩.	মোট আয়	৪.৭৪	১১.৮৩	৭.০১	৪৮.৬৮
৪.	মোট অপারেশন ব্যয়	৪২.০৮	৬০.২৮	৪৬.২৫	২০৭.৯২
৫.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ দেওয়ার পূর্বে#)	(৩৭.৩৪)	(৪৮.৪৫)	(৩৯.২৩)	(১৫৯.২৪)
৬.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ দেওয়ার পর#)	(৩৭.৬২)	(৫০.৬০)	(৩৯.১৫)	(১ ৬১ .০৭)
৭.	নির্দিষ্ট সময়কাল/বছরের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো উক্ত সময়কালের মুনাফা/(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী))	১৬৩.৮৪	(২৯৪.৪৪)	২৩১.৭৩	(২৮২.৮২)
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (প্রতিটি ১০ টাকা)	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯.	অন্যান্য ইক্যুইটি				৩,৩৩৭.১৭
১০.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) মৌলিক	(০.৯৫)	(১.২৮)	(০.৯৯)	(৪.০৭)
	মিশ্রিত	(০.৯৫)	(১.২৮)	(০.৯৯)	(৪.০৭)

#কোম্পানিটির কোনো ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ আইটেম নেই।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল পরিসংখ্যান (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
		জুন ৩০, ২০২৬	মার্চ ৩১ ২০২৬	জুন ৩০ ২০২৫	মার্চ ৩১ ২০২৬
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে আয়	৪.৭৪	১১.৮৩	৭.০১	৪৮.৬৮
২.	অন্যান্য আয়	(৩৭.৩৪)	(৪৮.৪৫)	(৩৯.২৩)	(১৫৯.২৪)
৩.	মোট আয়	(৩৭.৬২)	(৪৯.৮৫)	(৩৯.১৫)	(১৬০.৩২)
৪.	মোট অপারেশন ব্যয়	১৬৩.৮৪	(২৯৪.৮০)	২৩১.৭৩	(২৬৩.১৮)

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত অংশটি হলো এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি এমএসই-এর ওয়েবসাইট (www.msei.in) এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.kabirdasinvestments.com) পাওয়া যাবে।
২. ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানি/গ্রুপের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং ২৪শে জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এছাড়া উক্ত ফলাফল সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়েছে।
৩. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ জুন ৩০, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য কোম্পানির ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (একক ও সমন্বিত) ওপর একটি অপরিবর্তিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
কবীরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- জুবিন দীপক মেহেতা
স্থানঃ কলকাতা — ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখঃ ২৪শে জুলাই, ২০২৬ — ডিআইএনঃ ০৬৫৫৮২৫৫

ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ভারত সাংস্কৃতিক উৎসবের আনুষ্ঠানিক সময়সূচি ঘোষনা বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ জুলাই ঃ দেশ-বিদেশের শিল্পী, ছাত্রছাত্রী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এক মঞ্চে আনার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে ১৯তম ভারত সংস্কৃতি উৎসব

২০২৬- এর আনুষ্ঠানিক কাউন্টডাউন। শুক্রবার বর্ধমানের গুডস শেড রোডের লায়ন্স ক্লাব কনফারেন্স হলে আয়োজিত প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে উৎসবের সূচি, কর্মসূচি এবং অংশগ্রহণের নিয়মাবলি ঘোষণা করেন উদ্যোক্তারা। উৎসবের পরিচালক প্রসেনজিত পোদ্দার জানান, উৎসবের প্রথম পর্ব আগামী ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পূর্ব বর্ধমানের টাউন হল ময়দান ও অডিটোরিয়াম, রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চ এবং রাজেন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এই পর্বে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। দ্বিতীয় পর্ব ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর কলকাতার বরিশা হাই স্কুল মাঠ ও বেহালা শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে অনুষ্ঠান। আয়োজকদের দাবি, এ বছরের উৎসবে ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (দুবাই), ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা থেকে শিল্পী ও প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগীদেরও অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। হিন্দুস্থান আর্ট অ্যান্ড মিউজিক সোসাইটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান অন্তরা সঙ্গীত বিদ্যালয় এই উৎসবের আয়োজন করছে। উদ্যোক্তাদের দাবি, এবারের উৎসবে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ও হরিয়ানার বিভিন্ন সরকারি সাংস্কৃতিক সংস্থার সহযোগিতা রয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য, সমকালীন নৃত্য, হিন্দুস্তানি ও কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, বাদ্যযন্ত্র, তবলা, আবৃত্তি, চারুকলা ও অঙ্কন-সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ীদের জন্য থাকবে বৃত্তি, নগদ পুরস্কার এবং বিদেশে সাংস্কৃতিক সফর ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ। এছাড়া বর্ধমান পর্বের প্রথম স্থানাধিকারীরা কলকাতার মূল উৎসবে বিনামূল্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানে ভারত সংস্কৃতি উৎসব ২০২৫-এর মাধ্যমে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও দুবাই সফর করা প্রতিযোগীরাও তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আয়োজকদের বক্তব্য, ভারত সংস্কৃতি উৎসব শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার একটি বৃহত্তর উদ্যোগ। উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন নিবন্ধন শুরু হবে ২৫ জুলাই। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্যামল দাস, অমৃতা দাস, নিখিল চক্রবর্তী ও দেবেশ ঠাকুর।

ডুলুংয়ে স্থায়ী সেতুর দাবিতে বিধানসভায় সরব প্রণত টুডু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ জুলাই ঃ চিল্কিগড়ের ডুলুং নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবিতে শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় সরব হলেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু। স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, চিল্কিগড়ের ঐতিহাসিক কনকদুর্গা মন্দির জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। অথচ ডুলুং নদীর উপর স্থায়ী সেতু না থাকায় ভারী বৃষ্টিতে নদীর জলস্তর বাড়লেই চিল্কিগড় ও জামবনি এলাকার মধ্যে যোগাযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটক-সকলকেই সমস্যায় পড়তে হয়। বিধায়ক জানান, বর্ষাকালে ডুলুং নদীর কজওয়ে জলের তলায় চলে গেলে জামবনি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে ব্লক সদর গিধনির সহজ যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই সময় রোগী, প্রসূতি, পড়ুয়া, ব্যবসায়ী ও নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। জরুরি পরিষেবা পৌঁছাতেও নানা সমস্যা তৈরি হয়। বিধানসভায় প্রণত টুডু আরও জানান, প্রস্তাবিত সেতুর জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর), নকশা এবং অন্যান্য কারিগরি নথি ইতিমধ্যেই প্রস্তুত রয়েছে। তাই জনস্বার্থের পাশাপাশি চিল্কিগড়ের পর্যটন শিল্পের বিকাশের কথা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী যাতে দ্রুত স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেন, সেই আবেদন জানান তিনি। স্থানীয়দের আশা, এই সেতু নির্মিত হলে বর্ষাকালের যোগাযোগ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়ার পাশাপাশি কনকদুর্গা মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটনেরও আরও বিকাশ ঘটবে।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৪ জুলাই ঃ ভিন রাজ্যে পাচারের আগেই প্রায় ১,২০০ বোতল নিষিদ্ধ কোডিন কাফ সিরাপ উদ্ধার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে লোহার পাইপবোঝাই একটি লরি থেকে ওই কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় লরির চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপের সঙ্গে আন্ত ঃ রাজ্য মাদক পাচারচক্রের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা থেকে ওড়িশার দিকে লোহার পাইপবোঝাই একটি লরি যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ বালিভাসা ফ্লাইওভারের সামনে নজরদারি শুরু করে। কিছুক্ষণ পর সন্দেহভাজন লরিটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় লরির ভিতরে লোহার পাইপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা প্রায় ১,২০০ বোতল নিষিদ্ধ কোডিন কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। এরপর লরির চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রাজু মুন্ডারি। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয়।

মিউটেশন আবেদরকারী রায়তের নামঃ- দেবব্রত রায়, আশ্রাফুল আলম, বর্ণালী রায়, শুভেন্দু ঘোষ, মনোজ প্রসাদ, অভিরূপ নস্কর, প্রবীর কুমার পাল, বিশ্বজিত সরকার, অনন্ত রায়, কাজলী চন্দ্র, শান্তনু দাশগুপ্ত, প্রনব সরকার।
আমমোক্তার দাতা ঃ- LAXMI BUILDERS
ঠিকানা- GHARE BAIRE ABASAN-2, SEAL PARA, JALPAIGURI, PIN-735101.
আমমোক্তার নং ও সনঃ- I- 2349 নং ও সন বহি, ১০.০৫.২০২২ নং বহি।
আমমোক্তার বলে দলিল নং ও সনঃ- I-3200/23 Dt. 21.06.2023.
নামজারি কেস নংঃ- MN/——/0702———
উক্ত আমমোক্তার নামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিদের করনে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশীল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা/ দাতারনাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ- Mouza- Kharia, Sheet No -23, R.S Khatian No- 3879 2860, L.R Khatian No- 1380,1381,1382,1383,1384 and 1349. R.S Plot No - 151 and 152. L.R Plot No-226 and 227, Pargana-Baikuntapur. Ward No- 17, Jalpaiguri, P.S- Kotwali, Pin-735101.
(আদেশ নং ১০০০ I.S /22 /2024 তারিখ 27 / 2 / 2024 অনুসারে বিজ্ঞপ্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রান ও পূর্নবাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম - বিশ্বজিত সরকার
পিতা- মৃত ফনীন্দ্রনাথ সরকার
ঠিকানা- পাবনা কলোনি হলদিবাড়ি
থানা- হলদিবাড়ি
জেলা- কোচবিহার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites online quotation rate e-Tender in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/MDPS/BSTP/GR/SERV/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing and servicing of 3 nos. gear boxes at grit chambers and Primary setting Tank No.-2 incl. other allied works at Bangur STP under MDPS.** Estimated cost: **Open Quotation**. Earnest Money: ₹ **5,320.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.08.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2026, 5 p.m.** onwards from the website: **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed.

The **Dy. Chief Engineer (M)/(Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/S_D/DLPS/LA/26-27/R (2nd Call)
Name of the Work: **Arrangement of lightning arrester at HT switchgear rooms and pump house with office room under Dhapa Lock Drainage Pumping.** Estimated Amount: ₹ **2,98,310.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.08.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.07.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-Tender online two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EWS/ELEC/RA/06/2026-27
Name of the Work: **Repairing of damaged electrical distribution panel and allied electrical works at miscellaneous shop under EWS.** Estimated Amount: ₹ **2,91,101.19**. Earnest Money: ₹ **5,900.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid (Online): **05.08.2026 (1 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **24.07.2026 (5 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (C)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/105 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road (in patches) at James Long Sarani and surrounding area in Ward No.-119 under Br.-XIII.** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **2,92,719.00** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **150 days.**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/104 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road (in patches) at Mahatma Gandhi Road near Cancer Hospital area in Ward No.-143 under Br.-XVI.** Estimated Amount (Incl. GST & Cess): ₹ **4,78,017.62** (Excl. Contingency Amount). Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **150 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.08.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **28.07.2026 at 12 Noon** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-III, KMC** invites open e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/35
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping of decorative lighting system in Ward No.-72, under Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **3,43,830.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **365 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/36
Name of the Work: **Arrangement for removing of old wiring and installation of new electrical accessories after civil work at the District Vaccination Store (DVS) at 36 Ballygunge Circular Road in Ward No.-69, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,69,054.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/37
Name of the Work: **Operation of the Central A.C. Plant (2 x 40 Ton capacity) at Mahanayak Uttam Mancha in Ward No.-84, Br.-VIII.** Estimate Amount: ₹ **3,55,524.00.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.08.2026 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **06.08.2026, 2.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on **28.07.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).
(266/26-27)

উল্টো রথে জনসমুদ্র মায়াপুরে! লক্ষাধিক ভক্তের ঢল, হরিনাম-সংকীর্তন আর রথের রশিতে ভক্তির টান

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ২৪ জুলাই ঃ সাত দিন গুন্ডিচা মন্দিরে লীলা করার পর শুক্রবার রাজাপুর নিজের মন্দিরে ফিরলেন প্রভু জগন্নাথ। আর সেই উল্টো রথযাত্রাকে ঘিরে ভক্তিস্রোতে ভাসল নদীয়ার মায়াপুর। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর বিশ্ব সদর দফতরে দেশ-বিদেশের লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। ভোর থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন, চারদিকে হরিনাম সংকীর্তনের ধ্বনি আর ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে শ্রীধাম মায়াপুর। সকাল থেকেই বিশেষ পূজা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, ধর্মীয় আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। দুপুরে ঐতিহ্য মেনে গুন্ডিচা মন্দির থেকে ‘পাহন্ডি বিজয়’- এর মাধ্যমে শ্রী শ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার বিগ্রহ সুসজ্জিত রথে আরোহন করানো হয়। আরতি ও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান শেষে বিকেল তিনটে নাগাদ শুরু হয় উল্টো রথযাত্রা। হাজার হাজার ভক্ত রথের রশিতে হাত রেখে প্রভুকে মূল মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কীর্তনের সুর, করতালের ধ্বনি এবং ভক্তদের উচ্ছ্বাসে এক অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তদের জন্য প্রসাদ বিতরণ, পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা এবং নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করে ইসকন কর্তৃপক্ষ। সুষ্ঠুভাবে উৎসব সম্পন্ন করতে স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি প্রশাসনেরও নজরদারি ছিল। ইসকন

মায়াপুরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, শ্রীধাম মায়াপুরে মহাসমারোহে উল্টো রথ বা পুনঃরথযাত্রা পালিত হচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে আসা লক্ষাধিক ভক্ত এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। শুধু মায়াপুরেই নয়, গঙ্গাসাগর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রাজ্যের শতাধিক স্থানে এবং আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এই উসবে অংশ নেন। বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন সুদৃঢ় করাই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে যায়। রথযাত্রার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরে রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, ১৯৬৭ সালে সানফ্রান্সিসকো শহরে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরে রথযাত্রার সূচনা করেন। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই উৎসব পালিত হচ্ছে। শাস্ত্রের বাণী রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, মানুষের কল্যাণ এবং আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ঘটানোই এই রথযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতি, ধর্মীয় আচার, কীর্তন এবং ভক্তিমূলক আবহে এদিন আবারও প্রমাণিত হলো, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি ভক্তি, সম্প্রীতি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক মহামিলন উৎসব।

আত্রেই নদীতে স্নান করতে নেমে নিখোঁজ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ জুলাই ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে শুক্রবার আত্রেই নদীতে স্নান করতে নেমে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরের জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ, জেলা প্রশাসন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নিখোঁজ কিশোরের নাম সাহিল কুমার (১৭)। সে বিহারের নওয়াদা জেলার বাসিন্দা ছিল। জানা গেছে, সাহিল তার দুই বন্ধুর সঙ্গে তারাপীঠে পুজো দিতে এসেছিল। বৃহস্পতিবার রাতে পুজো দেওয়া শেষ করে তারা ভুল ট্রেনে উঠে পড়ে এবং যাত্রাপথে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ঘুম ভাঙলে তারা নিজেদের বালুরঘাটে আবিষ্কার করে। ফেরার ট্রেন বিকেলে থাকায় সময় কাটানোর জন্য তারা দুপুরবেলা আত্রেই নদীতে স্নান করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্নান করার সময় সাহিল আচমকা গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ পৌঁছায় এবং উদ্ধারকাজ শুরু করে। জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল স্পিড বোটের সাহায্যে নদীতে জোরদার তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৭৭১, তারিখ ২৩.০৭.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নংঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৬৩৪-আর। কাজের নাম ঃ** ‘‘হাওড়া ডিভিশনে প্যানেল ইন্টারলকিং স্টেশনের ১০০টি অবস্থানে/স্টেশনে/কেবিনে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা’’। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮৩,২১,৪২২ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৭,৬৬,৪০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬১৫। কাজের নাম ঃ** ১) হাওড়া ডিভিশনের এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে নন-ইন্টারলকযুক্ত লেভেল ক্রশিং গেটে (০৪টি কাটোয়া-আজিমগঞ্জ শাখায় এবং ০২টি আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখায়) রিলে হাট-এর ব্যবস্থা’’র জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ২) হাওড়া ডিভিশনের নন-ইন্টারলকযুক্ত লেভেল ক্রশিং গেটে (০১টি লিলুয়া-বেলুড় মঠ শাখায়, ০২টি বর্দ্ধমান-কাটোয়া শাখায়, ০২টি রামপুরহাট-দুমকা শাখায়) রিলে হাট-এর ব্যবস্থা’’র জন্য বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৯,৬৮,০৯১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৯৯,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন (উভয়ের জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায় (উভয়ের জন্য)। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/ স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরই পিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে। (HWH-236/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

এসঅ্যান্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন-২০২৬-২৭-টিএসকে-এনআই টি-০২, তারিখঃ ২০-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্র. নং.১। ই-টেন্ডার নং.ঃ** এন-২০২৬-২৭-টিএসকে-টি-০২। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** শিমলুগুড়ি জং. - মরাণহাট এবং ফরকাটিং জং.- মরিয়নী জং. (এসএল)-টিএসআর (পি)- যথাক্রমে ২৮.৮০০ টিকেএম এবং ১৭.২০০ টিকেএম এর সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৪,৮৭,৩৯৭.৩৮ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২৯,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১২-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে টিআরডি সংক্রান্ত কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি/এলএমজি/২১ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ২০-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি৭০আর; **কাজের নাম ঃ** শালচাপরা -নতুন নির্মিত গুডস হ্যান্ডলিং লুপ লাইন নং ৮-এ আরই কাজের সংস্থান এবং বিদ্যমান গুডস লুপ লাইন নং ৬-এ টিআরডি পরিবর্তনের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫৫,৫৪,৩৭৯.৭৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১১,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১১-০৮-২০২৬** তারিখে **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদক্ষেপের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন পরিষেবা আরও মজবুত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৪ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কে পণ্য পরিবহনের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্য পরিবহন পরিষেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের জন্য পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত, দক্ষ ও সুবিধাজনক করে তোলা। পার্সেল হ্যান্ডলিং সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত নারেঙ্গি স্টেশনটিকে ১০ জুন, ২০২৬ তারিখ থেকে অন্তর্মুখী ও বহির্গামী উভয় ক্ষেত্রেই, লিজ-এ দেওয়া পার্সেলসমূহের বুকিং ও হ্যান্ডলিং, এসএলআর ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস-এর অগ্রিম বুকিং এবং ইন্ডেন্টেড পার্সেল ট্র্যাফিকের জন্য চালু করা হয়েছে। মালবাহী পরিবহন আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে আরেকটি পদক্ষেপ হিসেবে, ২৩ জুন ২০২৬ থেকে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত বালুরঘাট-হিলি সেকশনে নবনির্মিত ব্রড-গেজ স্টেশনগুলির জন্য ‘চার্জযোগ্য আন্ত ঃ-দূরত্ব’ -কে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যাতে পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্নে নিশ্চিত করা যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বিভিন্ন ডিভিশনে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ভুট্টার ছয়টি রেক (২৫২টি ওয়াগন) লোড করেছে, যার ফলে পণ্য পরিবহন থেকে ৪.২২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। কাটিহার ডিভিশন ৩৯টি রেক ভুট্টা লোড করেছে, যার ফলে ২৩.৫৩ কোটি টাকা আয় হয়েছে। লামডিং ডিভিশনও ১,৭১২টি ওয়াগন স্টোন চিপ্ স বুকিং করে শক্তিশালী পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ৬.৯৭ কোটি টাকার রাজস্ব আয় করেছে। এছাাও, ২,৪২০টি ওয়াগনে সিমেন্ট লোড করা হয়, যেখান থেকে ৯.৮৯ কোটি টাকা আয় হয়, অন্যদিকে ৪৪৪টি ওয়াগনে পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিক্যান্ট লোড করার ফলে আরও ৪.০৮ কোটি টাকা আয় হয়। এই প্রচেষ্টা, পণ্য পরিবহন সুবিধা সম্প্রসারণ, লজিস্টিকস পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং পণ্য পরিবহনের দক্ষতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে রেল পরিবহন ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র অঞ্চলে আঞ্চলিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহন পরিষেবায় সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

বসিরহাট পৌরসভা
বিজ্ঞপ্তি

ভেক্টর কন্ট্রোল এর কাজের জন্যে লেবার নিয়োগ। বিষদ বিবরণ পৌরসভার ওয়েবসাইট এবং নোটিস বোর্ড-এ পাওয়া যাইবে।
www.basirhatmunicipality.in
স্বা/- নির্বাহী আধিকারিক
বসিরহাট পৌরসভা

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর-এর জন্য ডি.সি.এম.ই.রিপেয়ার নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন-
ক্রমিক নং ১- ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নামঃ টেন্ডার নং-‘‘১৬-GKP- ‘Comprehensive MWS-২০২৬-২৭’ এএমসিঃ জিকেপিএস-এ ৩ বছরের জন্য ৫০০ টন ক্ষমতার ইলেকট্রো-নিউম্যাটিক হুইল প্রেস (এসও নং ১১০০০২২৯, সংখ্যা-০১টি)-এর সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি।’’ আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ ২৯,৬০,৮৫৬.০০, জামানতের অর্থ (টাকায়)ঃ ৫৯,২০০.০০, টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ সময়ঃ বেলা ১১.০০টা পর্যন্ত, তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬, চুক্তির মেয়াদঃ ৩৬ মাস।
উপরোক্ত দরপত্রগুলোর বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট "http://www.ireps.gov.in"-এ-ও পাওয়া যাবে।
উপ-প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী (মেরামত), যান্ত্রিক কারখানা, গোরক্ষপুর
CPRO/Mech-59
কখনও গাড়ির ছাদে বা ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না।

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম (‘আইএপি’)-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 25th July 2026	10, Middleton St., near Maidan, Park Street area	4:30PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

আইপিএললে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাল সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা টেমাসেক!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৪ জুলাইঃ এবার আইপিএলে নজর সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগকারী সংস্থার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বিশ্বের অন্যতম কোটিপতি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বিনিয়োগ করতে পারে টেমাসেক। ওই কোম্পানির ভারতীয় শাখার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশেষ শ্রীবাস্তব রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আইপিএল নিয়ে আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। শ্রীবাস্তব বলেন, ‘‘আইপিএল বিশ্বের অন্যতম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। তাই এই টুর্নামেন্টে বিনিয়োগ করতে আমরা আগ্রহী। ভবিষ্যতে ভালো সুযোগ পেলে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব।’’ তবে কোন ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে আলোচনা চলছে, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানাননি। চলতি বছর মার্চে রেকর্ড দামে বিক্রি হয়েছে আইপিএলের দুই ফ্রাঞ্চাইজি। ভারতীয় মুদ্রায় ১৬,৮৯০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে বিরাট কোহলিদের ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে রাজস্থান রয়্যালসের দাম উঠেছে ১৫,৩০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে দু’টো দলের দাম উঠেছে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা। হয়তো এই কারণেই বিদেশি সংস্থাগুলিও আইপিএলে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক হুলিহান

লোকির হিসাব অনুযায়ী, ২০২৫ সালে আইপিএলের বাজারমূল্য ১৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। এই আবহেই শোনা গিয়েছিল, আইপিএলে বিনিয়োগে মরিয়া ছিলেন মার্কিন ধনকুবের ব্যবসায়ী ডেভিড ব্লিজার। আসলে আইপিএলের প্রতি ম্যাচের সম্প্রচার স্বত্বের মূল্য বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এই তালিকায় শুধু আমেরিকার এনএফএল আইপিএলের আগে রয়েছে। তবে আগামী আইপিএলের মিডিয়া স্বত্ব বিক্রিতে আগের মতো বড় প্রতিযোগিতা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ এখনও অ্যামাজন বা নেটফ্লিক্স ভারতীয় ক্রিকেটের সম্প্রচার স্বত্ব কেনার দৌড়ে নামেনি। ফলে বিডের সংখ্যাও তুলনামূলক কম। এই পরিস্থিতিতে ডি অ্যান্ড পি অ্যাডভাইজরি আগামী মিডিয়া স্বত্ব থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা ১৫ থেকে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। অন্যদিকে, জিওস্টার বর্তমান আইপিএল স্বত্ব কিনতে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি খরচ করেছে। পাশাপাশি আইসিসির সম্প্রচার স্বত্বের জন্য আরও ৩ বিলিয়ন ডলারের চুক্তির দায়ও রয়েছে তাদের। বর্তমান স্বত্বের মেয়াদ ২০২৭ সালে শেষ হবে। তাই ওই মরশুম শেষ হওয়ার পর থেকেই আইপিএলের নতুন মিডিয়া স্বত্ব নিয়ে আলোচনা জোরদার হবে। এই পরিস্থিতিতে এবার শোনা গেল সিঙ্গাপুরের টেমাসেকও আগ্রহী। গত এক দশকে ভারতে টেমাসেকের বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শ্রীবাস্তব জানান, ভবিষ্যতেও ভারতে আর্থিক পরিষেবা-সহ স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিনিয়োগে জোর দেবে তারা। বর্তমানে স্ন্যাকস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হলদিরামস এবং মণিপাল হসপিটালসেও টেমাসেকের বিনিয়োগ রয়েছে। এখন দেখার, আইপিএলে তারা কোনও বিনিয়োগ করে কি না।

এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট সূচি ঘোষিত

কবে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান?

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৪ জুলাইঃ এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা হল। জাপানের আইচি নাগোয়াতে খেলবে ছেলেদের এবং মেয়েদের ক্রিকেট দল। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এশিয়ান গেমস। চতুর্থবার এশিয়ান গেমসে জায়গা পেয়েছে ক্রিকেট। ছেলেদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। মেয়েদের শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর। এবার টি-২০ ফরম্যাটে হবে এশিয়ান গেমস। ২০২৩ চিনের ওয়াংঝুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ছেলেদের এবং মেয়েদের দল সোনা জিতেছিল। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে টুর্নামেন্ট শুরু করবে ভারত। ছেলেদের বিভাগে

সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ এ-তে রয়েছে আফগানিস্তান, জাপান এবং নেপাল। গ্রুপ বি-তে হংকং চিন, মালয়েশিয়া এবং ওমান রয়েছে। বাকি চার কোয়ার্টার ফাইনালের স্পটের জন্য লড়াই করবে দলগুলো। দুই গ্রুপের সেরা দুটো দল শেষ আটে যাবে। এশিয়ান গেমসে মাত্র একবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। হয় সেমিফাইনালে, বা ফাইনালে। অন্যদিকে কোয়ার্টার ফাইনাল দিয়ে শুরু করবে ভারতের মেয়েরাও। হরমনপ্রীত, স্মৃতিদের প্রথম ম্যাচ জাপানের বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ না চিনের মুখোমুখি হবে। একই গ্রুপে রয়েছে দুই দল। অন্য দুই কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা এবং মালয়েশিয়া। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে পাকিস্তান। দুই জয়ী দল শেষ চারে যাবে। মেয়েদের দলকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কৌর। সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্বে থাকবেন শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর ডেপুটি তিলক বর্মা। ভারতের ১৫ জনের দলে রয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী। এশিয়ান গেমসে তাঁর দিকে নজর থাকবে।

এখনই বিদায় নয় মেসির!

বুয়েনস আইরেস, ২৪ জুলাইঃ এবারই শেষ? আর কোনও দিন কি তাঁকে নীল-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে না! লিওনেল মেসি কি জাতীয় দলকে চিরবিদায় জানিয়ে দিলেন? বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকেই এই আশঙ্কা কুরে কুরে খাচ্ছে মেসিভক্তদের। তবে সেই ভক্তকুলের জন্য কিঞ্চি সুখবর। মেসি এখনই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাচ্ছেন না। অন্তত আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির তেমনই দাবি। যদিও বেশিদিন তিনি জাতীয় দলে খেলা চালিয়ে যেতে চান না। আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি জানাচ্ছে, আরও অন্তত মাস কয়েক জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা চালিয়ে যাবেন মেসি। আসলে বিশ্বকাপের পর একাধিক আর্জেন্টিনার তারকা অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন নিকোলাস ওটামেন্ডি। তিনিও বৃহস্পতিবার অবসর ঘোষণা করেছেন। এমনকী কোচ স্কালোনিও জানিয়ে দিয়েছেন ডিসেম্বরের পর দায়িত্ব ছাড়তে চান তিনি। যার ফলে হঠাৎ অথৈ জলে পড়ে যাবে। লিওনেল মেসি চাইছেন, অন্তত দলের এই ট্রানজিশনের সময়টা দলে থেকে যেতে। যাতে জুনিয়র ফুটবলররা জাতীয় দলের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সময় পান। এবং একই সঙ্গে দলের খেলার মান বজায় থাকে। তবে মেসি বেশিদিন খেলবেন না। জাতীয় দলের জার্সিতে আরও একটি বিশ্বকাপ খেলার কোনও প্রশ্নই নেই। এমনকী কোপা আমেরিকাও সম্ভবত তিনি খেলবেন না। কয়েক মাস বাদে তাঁকে মহাসমারোহে জাতীয় দল থেকে বিদায় দেওয়া হবে। সেসব পরিকল্পনাও করে ফেলেছে আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থা। আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মেসির বিদায়কে স্মরণীয় করে রাখতে একটি বিশেষ এবং জমকালো বিদায়ী ম্যাচের আয়োজন করার কথা ভাবছে। এমন একটি ম্যাচের আয়োজন করা হবে, যাতে গোটা দেশের ফুটবলপ্রেমীরা তাঁকে সম্মান জানাতে পারেন। ওই খেলা দেখতে আসতে পারেন। বিশ্বকাপের পর থেকে এ পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মুখ খোলেননি মেসি। যার ফলে তাঁর অবসর নিয়ে রহস্য বাড়ছে। বিশেষ করে ফাইনালে নামার আগে যেভাবে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট সতীর্থদের আবেগঘন বার্তা দিয়েছিলেন লিও তাতে জল্পনা আরও বাড়ে।

ডার্বি দিয়ে শুরু ডুরান্ড কাপ, মাঠে প্রবেশ নিয়ে নয়া শর্ত কমিটির!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ আগামিকাল, শনিবার থেকে শুরু ডুরান্ড কাপ। প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এই প্রথম মাঠে নামছে লাল-হলুদের সিনিয়র দল। টিকিট নিয়েই অনেক টালবাহানা হয়েছে। তবে, এবার ডুরান্ড কাপ শুরুর একদিন আগে টিকিট নিয়ে বড় আপডেট দিয়েছে কমিটি। গতকাল ডুরান্ড কমিটি নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছিল, পেপারলেস টিকিটের নিয়ম কলকাতা ডার্বিতে প্রযোজ্য নয়। ডার্বিতে সেই অনলাইন টিকিট কেটে সেই টিকিট রিডিম করেই ফিজিক্যাল টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। এবার, নতুন ঘোষণা করল কমিটি। নির্দেশিকা জারি করে তারা জানিয়েছে, যাঁরা আজ, ২৪ জুলাই শুক্রবার থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত

যেকোনও ম্যাচের টিকিট কাটবেন, তাঁদের আর ফিজিক্যাল টিকিট লাগবে না। তাঁদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অনলাইন টিকিট স্টেডিয়ামের প্রবেশদ্বারে দেখালেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে কিউআর কোড বা এম টিকিট দেখালেই তাঁরা মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে এই নিয়ম শুধুমাত্র যাঁরা আজ, শুক্রবার থেকে টিকিট কাটবেন, তাঁদের জন্য। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ আগেই বলেছিলেন, ফিজিক্যাল টিকিট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে গেলে আর ফিজিক্যাল টিকিট লাগবে না। শুধুমাত্র এম টিকিট দেখালেই হবে। এবার ডুরান্ড কাপ আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, ড. ইন্দ্রনীল খাঁর উদ্যোগেই টিকিট সংগ্রহের প্রক্রিয়া আরও সহজ করা সম্ভব হয়েছে। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে কলকাতার দুই প্রধান, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। সল্টলেকের যুবভারতী স্টেডিয়ামে বিকেল ৫টা থেকে শুরু হবে ম্যাচ। এই ম্যাচের আগে উল্লেখযোগ্য বদল হয়েছে দুই দলেই। ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। মোহনবাগানের কোচ প্যানাজিওটিস দিলমপেরিস। এর মধ্যেই টিকিট সংক্রান্ত এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে হাসি ফোটাবে কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমীদের মুখে।

কমনওয়েলথ শুরুতেই ধাক্কা! ডোপ পরীক্ষায় বাদ ভারতের ২ অ্যাথলিট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কমনওয়েলথ গেমস শুরু হতে না হতেই ডোপিং বিতর্কে জেরবার ভারত। ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের জুডো প্লেয়ার অরুণ কুমার প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। পুরুষদের ৭৩ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল তাঁর। ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি (নাডা) জানিয়েছে, অরুণের শরীরে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড পাওয়া গিয়েছে। তাঁকে নির্বাসনের নোটিস পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে নামও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কমনওয়েলথ গেমস থেকে। এবারের কমনওয়েলথ গেমসের জুডো ইভেন্ট শুরু হবে ৩১ জুলাই। গ্লাসগোর উদ্দেশে ভারতীয় দলের রওনা হওয়ার কথা ২৭ জুলাই। এবারের ভারতীয় জুডো দল বেশ শক্তিশালী। প্রথমে ভারতীয় জুডো ফেডারেশন মোট ১৪ জন ভারতীয় প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেছিল। সাতজন পুরুষ ও সাতজন মহিলা। অরুণ কুমার এবারের জুডোয় ভারতের অন্যতম ভরসা ছিলেন। গত বছর তাইপেতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ওপেনে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ফলে তাঁর ছিটকে যাওয়াটা ভারতের বড় ক্ষতি। গতবার কমনওয়েলথে জুডোতে তিনটি পদক পেয়েছিলেন ভারতীয় জুডোকারা। তারমধ্যে ছিল দু’টি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ। গতবারের রুপোজয়ী মহিলা জুডোকা তুলিকা মান এবারও

পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার। শুধু জুডো নয়, ডোপিংয়ের নিয়ম ভাঙার জন্য ভারতের পুরুষ ভারোত্তোলক দিলবাগ সিংও প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। অ্যান্টিং ডোপিং নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে কমনওয়েলথে ভারতের ‘কোটা’-ও কমে গিয়েছে। ষোলো থেকে তা কমে দাঁড়িয়েছে এগারোয়। ভারতীয় ভারোত্তোলক ফেডারেশন বারো সদস্যের দল পাঠিয়েছে কমনওয়েলথের জন্য। কিন্তু কোটা কমে যাওয়ায় তা দাঁড়িয়েছে এগারোয়। এক বিবৃতিতে ফেডারশেন জানিয়েছে, ‘গতকালই আমরা জানতে পেরেছি, কোটা কমে গিয়ে এগারো জনে দাঁড়িয়েছে। দিলবাগের পিঠের চোট ছিল। সেই কারণে বার্মিংহ্যামে প্রস্তুতি শিবিরে ও প্রশিক্ষণই নেয়নি।’ কমনওয়েলথের আগে ডোপিংয়ের দায়ে পুরুষ ভারোত্তোলক এন অজিত, সাইরাজ পরদেশি এবং হরচরণ সিংকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া একই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছেন মহিলা ভারোত্তোলক বংশিতা ভার্মাও। ভারতীয় ভারোত্তোলনে ডোপিং বরাবর একটা সমস্যা। এবার যা আরও প্রকট হল।

জার্মানির নতুন হেডকোচ যুর্গেন ক্লপ

মিউনিখ, ২৪ জুলাইঃ লিভারপুল ছাড়ার পর ফুটবল কোচিংয়ে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে দীর্ঘ গুঞ্জন ছিল ফুটবল মহলে। অবশেষে সেই সব জল্পনার অবসান ঘটল। ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত জার্মানির নতুন হেড কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন ৫৯ বছর বয়সি যুর্গেন ক্লপ! সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে চূড়ান্ত হতাশাজনক পারফরম্যান্স। প্যারাগুয়ের কাছে পেনাল্টি শ্যুটআউটে হেরে জার্মানি শেষ ৩২-এর পর্যায় থেকে বিদায় নেয়। এই অভাবনীয় বিপর্যয়ের পর পরই পদত্যাগ করেন প্রাক্তন কোচ হুলিয়ান নাগেলসমান। তাঁর শূন্য জায়গাতেই এবার জার্মান ফুটবল টিমের দায়িত্ব নিচ্ছেন অভিজ্ঞ এই জার্মান কোচ। ২০২৪ সালে শুধুমাত্র ‘শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া’ এবং ক্লান্তির কারণ দেখিয়ে লিভারপুলের দায়িত্বত্যাগ। ৯ বছরের বর্ণময় অধ্যায়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগ-সহ মোট ৬টি ট্রফি জিতে নেন ক্লপ। এরপর ছ’মাসের বিরতি নিয়ে তিনি রেড বুলের গ্লোবাল হেড অফ ফুটবল হিসেবে কাজ শুরু। তখন তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, ক্লাব ফুটবলে ম্যানেজার হিসেবে ফেরার কোনও ইচ্ছে আপাতত তাঁর নেই। তবে এবার সরাসরি নিজের দেশের জাতীয় দলের গুরুভার কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর উয়েফা নেশনস লিগে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে তাঁর কোচ হিসেবে পথচলা শুরু হবে। কোচিং স্টাফে থাকছেন পেপ

লিন্ডার্স (যিনি সম্প্রতি পেপ গুয়ার্দিওলার বিদায়ের পর ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছেড়েছেন), পিটার ক্রাভিস এবং বোরুশিয়া ডর্টমুন্ডে তাঁর অধীনে খেলা সভেন বেন্ডার। এ ছাড়া আগামী জানুয়ারিতে আন্দ্রেয়াস রেটিগের জায়গায় স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নেবেন পের মার্তেসেকার, যিনি গত মরশুমের শেষে দীর্ঘ ৮ বছর পর আর্সেনালের অ্যাকাডেমি ম্যানেজারের পদ ছেড়েছেন। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার দিনেই সংবাদমাধ্যম ও সমালোচকদের বড় বার্তা দিয়েছেন ক্লপ। সাফ বক্তব্য, তাঁর বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র খারাপ আচরণ করা হলে তিনি পদত্যাগ করতে এক মুহূর্তও পিছপা হবেন না। ক্লপ বলেন, ‘‘জাতীয় দলকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী একটি দলে পরিণত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। আশা করি, আমার দল গঠনের জন্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের পুল আরও বড় হবে। আমি যা করছি, আপনাদের বিরুদ্ধে গিয়ে করছি না, বরং আপনাদের জন্যই করছি। এই দায়িত্ব পাওয়াটা আমার কাছে এক বিশাল সম্মানের বিষয়।’’ পারিশ্রমিক ও সমালোচনা নিয়ে মন্তব্য, ‘আমি এই কাজের জন্য দারুণ পারিশ্রমিক পাব। কিন্তু আগামীকাল যদি যুর্গেন ক্লপের পারফরম্যান্স জঘন্য হয়, তবে আমি নিজেই সরে যাব। আর জার্মান ফুটবল সংস্থা যদি বলে কাজটা এখানেই শেষ করতে, তবে সেটাই চূড়ান্ত। আর আপনারা যদি খারাপ আচরণ করেন এবং আমার পরিবারকে শান্তিতে থাকতে না দেন, তবে আমি চলে যাব। মুখ ফিরিয়ে নেব।’’

আর্জেন্টিনাকে বিদায় বললেন বিশ্বকাপজয়ী ওটামেন্দি

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২৪ জুলাইঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের হতাশা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি নিকোলাস ওটামেন্দি। তবে অতীতকে পেছনে ফেলে নতুন অধ্যায় শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। এরই মধ্যে রিভার প্লেটের হয়ে অনুশীলনও শুরু করেছেন। শনিবার বারাকাস সেন্ট্রালের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নতুন ক্লাবে তাঁর অভিষেক হওয়ার কথা। তবে এর আগে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে নিজের অধ্যায়ের ইতি টানলেন এই ডিফেন্ডার। ৩৮ বছর বয়সী ওটামেন্দি আবেগঘন এক বার্তায় ১৭ বছরের বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানিয়েছেন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ওটামেন্দি খেলেছেন ১৩৯টি ম্যাচ। ২০২২ বিশ্বকাপ এবং দুটি কোপা আমেরিকার শিরোপাও জিতেছেন। কিছুদিন আগে শেষ হওয়া বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনা দলে ছিলেন। তবে ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ইনস্টাগ্রামে জাতীয় দলের হয়ে নিজের সেরা মুহূর্তগুলোর ভিডিও প্রকাশ করে ওটামেন্দি লিখেছেন, ‘আজ আমাকে আমার পুরো ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন কথাগুলো লিখতে

হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে চাপানোর স্বপ্ন দেখতাম। আমি আমার আত্মা, অগাধ গর্ব এবং কোটি কোটি আর্জেন্টাইনের কাছে এই জার্সির আবেগ ও দায়িত্বের মূল্য অনুধাবন করেই একে মাঠের লড়াইয়ে আগলে রেখেছি।’ আর্জেন্টাইন এই সেন্টারব্যাক আরও লিখেছেন, ‘ভাগ্যই যেন ঠিক করে রেখেছিল, আমার শেষ ম্যাচ হবে বিশ্বকাপ ফাইনাল। ফলটা অবশ্য আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে হয়নি। তবে আমি মাথা উঁচু করেই বিদায় নিচ্ছি। কারণ জানি, এই দল শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত নিজেদের সবটুকু উজাড় করে লড়েছে। মাঠে আমি আমার সবকিছুই দিয়ে এসেছি-এ তৃপ্তি নিয়েই বিদায় নিচ্ছি। কখনো একফোঁটা চেষ্টারও কমতি রাখিনি, কখনো বিশ্বাস হারাইনি। আর এই জার্সিকে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান হিসেবেই সব সময় অনুভব করেছি।’ ওটামেন্দি নিজের বার্তার ইতি টানেন এভাবে, ‘ধন্যবাদ আর্জেন্টিনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।’ সম্প্রতি ইউরোপে ১৭ বছরের সফল অধ্যায়ের ইতি টেনে আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব রিভার প্লেটে যোগ দিয়েছেন ওটামেন্দি। ইউরোপে তিনি খেলেছেন পোর্তো, ভ্যালেন্সিয়া, ম্যানচেস্টার সিটি ও বেনফিকার হয়ে। আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছেন চারটি বিশ্বকাপে। জাতীয় দলের হয়ে ১৩৯ ম্যাচে ৮ গোল করেছেন ওটামেন্দি।

আর্জেন্টিনাকে নিয়ে ভিত্তিহীন গুজবে কান না দিতে বললেন কিংবদন্তি কেম্পেস

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ২৪ জুলাইঃ বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার হারের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার মারিও আলবের্তো কেম্পেস। ১৯৭৮ বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইন বলেছেন, ‘‘দলের সমালোচনা করতে চাইলে অবশ্যই করুন, তবে যেভাবে করা উচিত, সেভাবেই করুন। ভিত্তিহীন যেকোনো গুজব বা কথাবার্তা যাচাই না করে ছড়িয়ে দেবেন না।’’ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে কেম্পেস বলেন, ‘‘আমি সংক্ষেপে একটা কথা বলতে চাই। আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে চাপানোর অর্থ আমার কাছে কী ছিল, সেটা আপনারা জানেন। একজন ফুটবলারের জীবনে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না। সেই সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি মিথ্যা বলব না, ম্যাচটা আমরা যেভাবে আশা করেছিলাম, সেভাবে হয়নি।’’ কেম্পেস আরও

বলেন, ‘‘আগের তিন ম্যাচের মতো খেলতে পারেনি দল, এটা স্পষ্টই বোঝা গেছে। তবে ফুটবল এমনই। কোনো দিন ভালো যায়, কোনো দিন খারাপ। আমি নিজেও ক্যারিয়ারে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, হয়তো হাজারবার। কিন্তু তাই বলে থেমে থাকলে চলবে না, সামনে এগিয়ে যেতে হবে।’’ ১৯৭৮ বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বলজয়ী কেম্পেসের মতে, দলের পারফরম্যান্স ও গত কয়েক দিনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা কথাবার্তার মধ্যে ‘বিশাল পার্থক্য’ রয়েছে। কেম্পেস বলেন, ‘‘একটি দল কোনো ম্যাচে নিজেদের স্বাভাবিক মানের নিচে খেলতেই পারে। কিন্তু সেটার অর্থ এই নয় যে তারা লড়াই-ই করেনি। কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই যেসব গুজব ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলো কারও জন্যই ভালো নয়।’’ সবশেষে ভ্যালেন্সিয়া ও রিভার প্লেটের সাবেক এই ফরোয়ার্ড বলেন, ‘‘আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই, দলের সমালোচনা করতে চাইলে অবশ্যই করুন, তবে যেভাবে করা উচিত, সেভাবেই করুন। ভিত্তিহীন কোনো গুজব ছড়িয়ে দেবেন না। এই জার্সিকে ভালো সময়েও যেমন সম্মান করতে হবে, কঠিন সময়েও তেমনই সম্মান করতে হবে। চিরজীবী হোক আর্জেন্টিনা!’’ ১৯৭৮, ১৯৮৬ ও ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টিনা এবার যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত আসরে শিরোপাধারী দল হিসেবে খেলতে নেমেছিল। কাতারে জেতা শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে লিওনেল স্কালোনির দল ফাইনালেও উঠেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ফেরান তোরেসের একমাত্র গোলে স্পেনের কাছে ১-০ ব্যবধানে হেরে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com